

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম জগতের আস্থায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭

বর্ষ

সংখ্যা: ১৯-২০

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সোমবার

মুসলিম জগতের আস্থায়ক

শুনাহ মাহের এই তো সময়!

রমায়ান প্রস্তুতি ও বিশুদ্ধ সিয়াম

কুরআনের মর্যাদা ও মানবজীবনে কুরআনের প্রভাব



সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
আরাফাত
মুসলিম সংস্থার আহ্বায়ক
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببغداد
٩٨. نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القرشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيه العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعالى)
رئيس التحرير: الأستاذ/محمد أسد الإسلام

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১
বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে
উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০
মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

গ্রাহক চাঁদার হার
(ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ

বার্ষিক : ৭০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম



বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
আন্তর্জাতিক
মহাসম্মেলন - ২০২৬



০৯ ও ১০ এপ্রিল
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক** সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরণ্য উলামায়ে কিরাম
ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-

The weekly Arafat

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

معرفة الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭

রেজি. ডি.এ. ৬০

বর্ষ ৬৭

সোমবার

১৯-২০ সংখ্যা

১৬ ফেব্রুয়ারি-২০২৬ ঈসায়ী

০৩ ফাল্গুন-১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৭ শা'বান-১৪৪৭ হিজরি

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেলে কাফী আল-কোরাযশী (রহ)

সূচিপত্র

<p>● সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক</p> <p>● উপদেষ্টামণ্ডলী প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি) প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী অধ্যাপক আহমদ আলী</p>	<p>● মণির খনি ০২</p> <p>● সম্পাদকীয় ০৫</p> <p>● দারসুল কুরআন : আল-কুরআনে সিয়ামের বিধান ও আমাদের করণীয় ● আবু সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ- ০৭</p> <p>● দারসুল হাদীস : বরকতময় খাবার সাহারী ● গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ১০</p> <p>● মসজিদে নব্বীর খুত্ববাহ : রমায়ানকে সর্বোত্তমভাবে বরণ করার উপায় ● খতীব : শাইখ আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মদ আল-কাসিম (ফকিহুল্লাহ) অনুবাদক : শাইখ ড. হারুনুর রশিদ মাদানী (ফকিহুল্লাহ)- ১৪</p> <p>● প্রধান রচনা- গুনাহ মাক্ফের এই তো সময়! ● অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম- ১৮</p> <p>● ইসলামী প্রবন্ধ : রমায়ান প্রকৃতি ও বিশ্বক সিয়াম ● জান্নাতুল মহল- ২৪ কুরআনের মর্যাদা ও মানবজীবনে তার প্রভাব ● মো. মনিরুজ্জামান- ২৭</p> <p>● ক্বাসাসুল হাদীস- রাসূল (ﷺ)-এর উপর প্রথম ওহী নাযিলের ঘটনা ● আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ৩২</p> <p>● গল্প : আমি তো কিছুই রেখে আসিনি! ● মো. খাশিউর রহমান বিন মো. মুনসুর আলী- ৩৪</p> <p>● জমঈয়ত সংবাদ ৩৫</p> <p>● ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৮</p> <p>● মেধার লড়াই (কুইজ প্রতিযোগিতা) ৫৩</p>
<p>● সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম</p> <p>● নির্বাহী সম্পাদক মুহাম্মদ গোলাম রহমান</p> <p>● সহকারী সম্পাদক শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ</p> <p>● প্রবাস সম্পাদক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মাদানী হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী</p> <p>● সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ</p> <p>● সম্পাদনা পরিষদ প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক</p>	
<p>● ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম</p> <p>● বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন</p> <p>● প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম</p>	

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com,
www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat

মণির খনি / মনجم جواهر

আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَادْعُوا مَعَ الرُّكْعَيْنِ﴾

“তোমরা সালাত কয়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং রুকু' আদায়কারীদের সঙ্গে রুকু' করো।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ৪৩)

﴿حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

“তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করো; এর মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দু'আ করো। নিশ্চয়ই তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তি। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরা আত্-তাওবাহ : ১০৩)

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآتُوا الزَّكَاةَ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

“নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত কয়েম করেছে এবং যাকাত আদায় করেছে- তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৭৭)

﴿ثُمَّ الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ

الْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ

ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

“যাকাত তো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারীদের জন্য, যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য -এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা আত্-তাওবাহ : ৬০)

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ مِّنْ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضِعِفُ

لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি শস্যবীজের মতো -যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায় এবং প্রতিটি শীষে থাকে একশত দানা। আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ প্রশস্তদাতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৬১)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী-

১. সাদাকাহ গুনাহ নিভিয়ে দেয় :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضي الله عنه)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الحَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ.

অর্থ : মু'আয ইবনু জাবাল (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “সাদাকাহ গুনাহকে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।” (সুনান আত্-তিরমিযী- হা. ৬১৪, হাসান সহীহ)

২. সাদাকাহ করলে সম্পদ কমে না :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ.

অর্থ : আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “সাদাকাহ করলে সম্পদ কখনো কমে না।” (সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৮৮)

৩. কিয়ামতের দিন সাদাকাহ হবে ছায়া :

عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضي الله عنه)، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ : كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

অর্থ : ‘উক্ববাহ ইবনু ‘আমির (رضي الله عنه) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি- “কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ তার সাদাকার ছায়ার নিচে থাকবে, যতক্ষণ না মানুষের মাঝে বিচার সম্পন্ন হবে।” (আহমাদ- ১৮০০২)

৪. যাকাত ইসলামের স্তম্ভ :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ (رضي الله عنهما)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ... وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ.

অর্থ : ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : “ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত- আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এ সাক্ষ্য দেওয়া... এবং যাকাত আদায় করা। (বুখারী- ৮; মুসলিম- ১৬)

৫. যাকাত না দিলে সাপের শাস্তি :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُوَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعًا....

অর্থ : আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : “আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন অথচ সে যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদ একটি বিষধর টাক সাপে পরিণত হবে...।” (বুখারী- ১৪০৩)

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤَا بِهِ مُتَشَابِهًا ۗ وَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۗ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

“এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করো যে, তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে; যখনই সেখানে তাদেরকে খাবার হিসাবে ফলপুঞ্জ প্রদান করা হবে তখনই তারা বলবে- আমাদেরতো এটা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল, বস্তুতঃ তাদেরকে একই সদৃশ ফল প্রদান করা হবে এবং তাদের জন্য তন্মধ্যে শুদ্ধা সহধর্মিণীগণ থাকবে এবং তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৫)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা তাকুওয়া অর্জন করতে পারো।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৩)

﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“ওটা নির্দিষ্ট কয়েক দিন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ পীড়িত কিংবা প্রবাসী হয় তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে, আর যারা ওতে অক্ষম তারা তৎপরিবর্তে একজন দরিদ্রকে আহায্য দান করবে। অতএব যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কাজ করে তার জন্য কল্যাণ এবং তোমরা যদি বুঝে থাকো তাহলে সিয়াম পালনই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৪)

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

“রমায়ান মাস- যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে, কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে সিয়াম (রোযা) পালন করে।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫)

﴿وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

“আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করো না এবং কল্যাণ সাধন করতে থাকো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণ সাধনকারীদের ভালোবাসেন।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৯৫)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۚ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

“হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে মোতায়ন আছে পাষণ হৃদয় কঠোর স্বভাব মালাইকা (ফেরেশতা)। আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা তারা অমান্য করে না, আর তারা তাই করে, তাদেরকে যা করার জন্য আদেশ দেয়া হয়।” (সূরা আত-তাহরীম : ৬)

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَرِّكََةِ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾

“আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারাক রাতে, আমি তো সতর্ককারী।” (সূরা আদ-দুখা-ন : ৩)

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

মহিমাশিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। (সূরা আল-ক্বাদর : ৩)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী,

১. রমায়ান এলে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় :

«إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ».

অর্থ : যখন রমায়ান মাস আসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৯৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৭৯)

২. ঈমান ও সওয়াবের আশায় রোযা রাখলে গুনাহ মাফ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

অর্থ : আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমায়ানের রোযা রাখে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৬০)

৩. রমায়ানে ক্বিয়াম (তারাবীহ) গুনাহ মাফের কারণ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)، قَالَ : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

অর্থ : আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমায়ানে ক্বিয়াম (তারাবীহ) করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (বুখারী- ২০০৯; মুসলিম- ৭৫৯)

৪. রোযা হলো ঢালস্বরূপ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)، قَالَ : «الصَّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرِفُثُ وَلَا يَجْهَلُ».

অর্থ : আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন, রোযা হলো ঢালস্বরূপ। অতএব রোযাদার অশ্লীল কথা বলবে না এবং মূর্খতা করবে না। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫১)

৫. রোযার প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা নিজেই দেন (হাদীসে কুদসী) :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : «قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ».

অর্থ : রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আদম সন্তানের প্রতিটি 'আমল তার নিজের জন্য; কিন্তু রোযা ব্যতীত। রোযা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব। (বুখারী- ১৯০৪; মুসলিম- হা. ১১৫১)

৬. রোযাদারের দু'টি আনন্দ :

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ».

অর্থ : আবী সালাহ আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে- একটি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। (বুখারী- হা. ১৯০৪; মুসলিম- হা. ১১৫১)

৭. জান্নাতে 'রাইয়্যান' নামক দরজা :

عَنْ سَهْلِ (رضي الله عنه)، «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

অর্থ : সাহল (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই জান্নাতে 'রাইয়্যান' নামক একটি দরজা রয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন রোযাদারগণ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫২)

৮. এক রমায়ান থেকে অন্য রমায়ান গুনাহ মোচনের মাধ্যম :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) : «وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفَّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ».

অর্থ : আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, এক রমায়ান থেকে পরবর্তী রমায়ান পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ মাফ করা হয়, যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়। (সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৩)

৯. রোযাদারের মুখের গন্ধ মহান আল্লাহর কাছে প্রিয় :

«لَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».

অর্থ : রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের ঘ্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। (বুখারী- ১৯০৪, ৩/২৬; মুসলিম- ১১৫১)

রমায়ানকেন্দ্রিক ফিতনা থেকে সাবধান

আত্মশুদ্ধির মাস রমায়ানুল মুবারক আমাদের দুয়ারে। পুরো মাস জুড়েই থাকবে রহমত, বরকত, মাগফিরাত আর নাজাত লাভের সুবর্ণ সুযোগ। আমরা মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তাকুওয়া অর্জনের মহাসুযোগ পাবো এ মাসে। কারণ গুনাহমুক্ত জীবন গঠনের ইলাহী রুটিন-অভ্যাসের উপযুক্ত মৌসুমই তো এ রমায়ান। আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীনের সন্তষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাওহীদ এবং সুনানহিত্তিক ‘আমল করার মাধ্যমে আমরা সে চেষ্টা অব্যাহত রাখবো। সেইসাথে কিছু বিদআতী ফিতনা থেকেও আমাদের সাবধান থাকতে হবে। তা না হলে সংশয়মুক্ত ঈমান এবং বিশুদ্ধ ‘আমল করা সম্ভব হবে না। ফলে পবিত্র এ মাস থেকে ফায়দা নেয়াও সহজ হবে না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “ফিতনা আসার আগেই তোমরা সৎকর্মে অগ্রসর হও। এমন ফিতনা আসবে যা হবে অন্ধকার রাতের টুকরোর মতো। মানুষ সকালে মু’মিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে; আবার সন্ধ্যায় মু’মিন থাকবে, সকালে কাফির হয়ে যাবে”- (সহীহ মুসলিম)।

বর্তমান বিশ্বে মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফিতনার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। আমাদের ধর্মীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মৌসুম মাহে রমায়ানও এ থেকে মুক্ত নয়। রমায়ানের নতুন চাঁদ দেখা থেকে শুরু করে ঈদুল ফিতর অর্থাৎ- শাওয়ালের চাঁদের উদয় পর্যন্ত বিভিন্ন বিতর্ক আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রমায়ান কখন শুরু করবো? নিজ দেশে চাঁদ দেখে, নাকি সউদী আরবের চাঁদ উঠার খবর শুনে? নাকি অন্য এমন কোনো দেশের চাঁদ অনুসারে যেখানে সবার আগে চাঁদ ওঠেছে? এ বিরক্তিকর বিতর্ক আমাদের পিছু ছাড়ছে না। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তকেও অমান্য করা হচ্ছে। ‘বিশ্বব্যাপী এক দিনে সাওম ও ঈদ’ মতাবলম্বীরা নিজস্ব স্টাইলে চলছেন। এ ক্ষেত্রে সাহাবীদের ‘আমল কেমন ছিল তা হাদীসে থাকলেও যুক্তি দিয়ে তা অস্বীকার করা হচ্ছে।

কুরাইব (রাযিহুল্লাহ) হতে বর্ণিত আছে, মু’আবিয়াহ (রাযিহুল্লাহ)র সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে উম্মুল ফাযল বিনতুল হারিস (রাযিহুল্লাহ) তাকে শামে (সিরিয়ায়) প্রেরণ করেন। কুরাইব (রাযিহুল্লাহ) বলেন, সিরিয়ায় পৌঁছার পর আমি উম্মুল ফাযল (রাযিহুল্লাহ)র কাজটি শেষ করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকা অবস্থায়ই রমায়ান মাসের চাঁদ দেখতে পাওয়া গেল। আমরা জুমু’আর রাতে (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়) চাঁদ দেখতে পেলাম। রমায়ানের শেষের দিকে আমি মদীনায় ফিরে আসলাম।

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিহুল্লাহ) আমাকে (কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর) চাঁদ দেখা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন, কোন দিন তোমরা চাঁদ দেখতে পেয়েছিলে? আমি বললাম, জুমু’আর রাতে চাঁদ দেখতে পেয়েছি। তিনি বললেন, জুমু’আর রাতে তুমি কি স্বয়ং চাঁদ দেখতে পেয়েছ? আমি বললাম, লোকেরা দেখতে পেয়েছে এবং তারা সাওমও পালন করেছে, মু’আবিয়াহ (রাযিহুল্লাহ)-ও সাওম পালন করেছেন। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিহুল্লাহ) বললেন, কিন্তু আমরা শনিবার (শুক্রেবার দিবাগত) রাতে চাঁদ দেখেছি। অতএব ত্রিশ দিন পুরো না হওয়া পর্যন্ত অথবা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত আমরা সাওম পালন করতে থাকব। আমি বললাম, মু’আবিয়াহ (রাযিহুল্লাহ)র চাঁদ দেখা ও তার সাওম থাকা আপনার জন্য কি যথেষ্ট নয়? তিনি বলেন, না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম)

ইবনু ‘উমার (রাযিহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি-

“যখন তোমরা তা (চাঁদ) দেখবে তখন সাওম রাখবে, আবার যখন তা দেখবে তখন সাওম ছাড়বে। আর যদি আকাশ মেঘলা থাকে তবে সময় হিসাব করে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে।” (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

শেষের হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রমায়ানের শুরু এবং শেষ হওয়ার বিষয়ে Flexible বা নমনীয় বিধান দিয়েছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা অনুরূপ কারণে রমায়ান মাস এক দিন কম-বেশি হতে পারে; ২৯ অথবা ৩০ দিন। আর প্রথম হাদীস থেকে জানা যায়, নিজ দেশের চাঁদ অনুসরণ করাই সূন্বাহ। সম্ভবত এ কারণেই অন্য কোনো দেশে আগে চাঁদ ওঠার খবর পেলেও খোদ সউদী আরবের জনগণ নিজ দেশের চাঁদই অনুসরণ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে এ বিষয়ে চলে ব্যাপক বিতর্ক। এ মতভেদ লাইলাতুল কুদর এবং ঈদুল ফিতর, এমনকি ঈদুল আযহাকেও অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে।

সময় নিয়ে যারা সংশয়ে পড়েছে, তাদের টেনশন হচ্ছে সউদী আরবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'ইবাদত না করলে আমাদের 'ইবাদত কবুল হওয়ার মুহূর্তটি হারিয়ে যাবে। আসলেই কি তাই? তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, সাওম এবং ঈদের চেয়েও নিয়মিত 'ইবাদত সালাতের কী হবে? ফজর এবং 'আসরের সালাতের সময় ফেরেশতাদের রিপোর্টিং ডিউটির কী হবে? শেষ রাতে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বান্দাকে তার প্রয়োজন জানাবার জন্য যে আহ্বান করেন, সে বিষয়টি কোন্ দেশের সময় অনুসারে সম্পাদিত হবে? এ রকম আরও অনেক প্রশ্নের উদয় হবে, কিন্তু সংশয়বাদীরা জবাব দিতে পারবে না। আসল কথা হলো- আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন সময়ের সমাধান তাঁর হাতেই রেখেছেন, যা মানুষের সাধের বাইরে। কারণ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতায় আমরা আবদ্ধ। ইসরা এবং মিরাজের সময়ের ক্ষেত্রেও এর প্রমাণ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিক্রমী সিদ্ধান্ত ব্যতীত বিশ্বব্যাপী একই দিনে সাওম কিংবা ঈদ সম্ভব নয়, বৈধও নয়; বরং বিদ্যমান সমাজে তা নয়া বিশৃঙ্খলা হিসেবে গণ্য হয়।

সম্প্রতি আর এক দল সংশয়বাদী লোক ইয়াহুদীদের মতো রাতে ইফতার করার নতুন ফিতনার জন্ম দিয়েছে। "ছুম্মা আতিম্মুস সিয়ামা ইলাল লাইল" (অর্থ : "তারপর তোমরা রাত পর্যন্ত সাওমকে পূর্ণ করো")- সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৭) আয়াতে 'রাত পর্যন্ত' বলতে সূর্যাস্ত বুঝালেও হাদীস অস্বীকারকারীরা (যারা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বলে দাবী করে) নিজেদের মনগড়া অর্থ প্রচার করে যাচ্ছে। তাফসীর এবং হাদীস সম্পর্কে যারা জানে না, তাদের মধ্যে এরা প্রমাণহীন, বিভ্রান্তিকর যুক্তিনির্ভর মতবাদ প্রচার করছে। আর এক শ্রেণির যুবক তাদের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে।

'রমায়ানে ব্যয়ের কোনো হিসেব নেই'- এরকম একটি কথা প্রচার করে এক শ্রেণির মানুষ ইফতার এবং খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা অপচয় করে থাকে। সিয়াম আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়, অথচ রমায়ানেই কেনাকাটায় সবচেয়ে বেশি সময় অপচয় হয়। ইফতার যেন প্রয়োজন নয়- প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দ্রব্যমূল্য নাগালের বাইরে চলে যায়। স্বল্প আয়ের মানুষের কষ্ট বেড়ে যায়। এটা রমায়ানের রুহ-চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

'রিয়া' বা প্রদর্শনেচ্ছা রমায়ানে আরও একটি বড় ফিতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইফতার, তারাবীহ, দান -সবকিছুর ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে প্রশংসা কুড়ানোর মানসিকতার ফলে এতো কষ্টের 'ইবাদতও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়।

রমায়ানে ফযীলাতের নামে ভিত্তিহীন হাদীস প্রচারও বেড়ে যায় কোনো কোনো সমাজে। কেউ কেউ সাওমকে মৌসুমি সংস্কৃতি মনে করে থাকে। ফলে দেখা যায়, রমায়ান এলেই সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার -সবই বেড়ে যায়, কিন্তু রমায়ান শেষে আচরণে তার প্রভাব থাকে না। তাকওয়া অর্জন এবং তা ধরে রাখার ক্ষেত্রে এ অবস্থা একটি বড় রকমের অন্তরায়।

আমরা জানি, শেষ যামানায় মানব সমাজে ফিতনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। তথাপি ইখলাস (নিয়তের বিশুদ্ধতা), বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন, সংযম ও সরল জীবনযাপন, রমায়ানের শিক্ষা বছর জুড়ে চালু রাখার দৃঢ় ইচ্ছা, আত্মপর্যালোচনা-সর্বোপরি মহান আল্লাহর রহমত কামনার মাধ্যমে এ সব ফিতনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদের সহায় হোন -আমীন।

📖 **দারসুল কুরআন / درس القرآن :**

আল-কুরআনে সিয়ামের বিধান ও আমাদের করণীয়

(সূরা আল-বাক্বারাহ্‌র ১৮৫ নং আয়াতের আলোকে)

আবু সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

সরল বাংলায় অনুবাদ

“রমায়ান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হকু-বাতিলের পার্থক্যকারী হিসেবে। সূতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসে উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে এবং যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা সফরে থাকে, সে অন্যদিনগুলোতে এই সংখ্যা গণনা করবে; আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের কষ্ট চান না। যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সেজন্য তোমরা আল্লাহর তাকবীর (মহিমা) পাঠ করো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।”^১

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

দারসে উল্লেখিত আয়াতটির মূল আলোচ্য বিষয় হলো রমায়ান মাসের মাহাত্ম্য এবং সিয়ামের চূড়ান্ত বিধান। সূরা আল-বাক্বারাহ্‌র ১৮৩ নম্বর আয়াতে যখন সিয়াম ফরযের প্রাথমিক ঘোষণা আসে, তখন এর সময়কাল সুনির্দিষ্ট ছিল না। পরবর্তীতে এই আয়াত (১৮৫ নম্বর) নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ রমায়ান মাসকে সিয়ামের জন্য নির্ধারিত করে দেন, কারণ এই পবিত্র মাসেই মানবজাতির হিদায়াতের আলোকবর্তিকা ‘আল-কুরআন’ নাযিল হয়েছে। আয়াতের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, কুরআন নাযিলের মতো শ্রেষ্ঠতম

নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলা এই মাসে সিয়াম পালনকে বিধিবদ্ধ করেছেন। একইসাথে অসুস্থ ও মুসাফিরদের জন্য পরবর্তী সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলা ইসলামের সহজসাধ্যতা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বস্তুতঃ কুরআনকে ‘ফুরক্বা-ন’ বা হকু ও বাতিলের শাস্ত্র পার্থক্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে সিয়ামের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং মহান আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণার মাধ্যমে (তাকবীর দিয়ে) তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ তাঁর প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা করা, এটাই এই আয়াতের মূল শিক্ষা।

শব্দার্থ

شَهْرُ رَمَضَانَ -রমায়ান মাস, الَّذِي أُنزِلَ -যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে, فِيهِ -তার মধ্যে, الْقُرْآنُ -পবিত্র কুরআন (যা, আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলার কলাম), هُدًى لِّلنَّاسِ -মানুষের জন্য সঠিক পথের নির্দেশনা হিসেবে, وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ -এবং সঠিক পথের সুস্পষ্ট বিবরণ, وَالْفُرْقَانِ -জন্য এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী, فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ -অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে পাবে, الشَّهْرَ -এ মাসকে, فَلْيَصُمْهُ -সূতরাং সে যেন তাতে রোযা রাখে, أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ -আর যে অসুস্থ হবে, فَعِدَّةٌ -সেক্ষেত্রে সংখ্যা পূর্ণ করবে। مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ -অন্যান্য দিনগুলোতে, يُرِيدُ اللَّهُ -আল্লাহ তা'আলা চান, لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ -তোমাদের জন্য সহজসাধ্য করতে, وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ -আর তিনি তোমাদের জন্য কঠোরতা চান না, وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -আর তোমরা যেন সংখ্যা পূর্ণ করো, وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -আর তোমরা যেন (তাকবীরের মাধ্যমে) মহান আল্লাহর মহত্ব প্রকাশ করো, عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ -এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -আর সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

আয়াতের সর্থক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾

* সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল কুরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ। এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

^১ সূরা আল-বাক্বারাহ্‌ : ১৮৩।

অর্থ- রমায়ান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হক্ক-বাতিলের পার্থক্যকারী হিসেবে। এ আয়াতটিতে পবিত্র রমায়ান মাসের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। রমায়ান হলো চন্দ্রমাসের নবম মাস। رَمَضَانَ শব্দটি رَمَضَ ধাতু থেকে নির্গত। অর্থ জ্বালিয়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া, উত্তপ্ত করা ইত্যাদি। এ মাসকে রমায়ান নামে নাম করণ করা হয়েছে এ জন্য যে, এ মাসের ‘ইবাদত-বন্দেগী (বিশেষ করে সিয়াম, ক্বিয়াম ও লাইলাতুল কদরের ‘ইবাদত) মানুষের পাপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়। এ মাসের তপস্যা ও সাধনা মানুষের মনে শ্রুতির প্রতি ভালোবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতির উদ্দেক সৃষ্টি হয়। তাই এ মাসের নাম رَمَضَانَ রাখা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এই রমায়ান মাসে এমন একটি বরকতময় (মহিমাম্বিত) রাত রয়েছে যাকে আরবিতে- লাইলাতুল ক্বাদর ও লাইলাতুল মোবারাকা বলা হয়। এ রাতে আল্লাহ সুবহানাছ তা’আলা পবিত্র কুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبْرَكَةِ﴾

অর্থ- “নিশ্চয়ই আমি একে বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি।”^২ অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

অর্থ- “নিশ্চয়ই আমি কুরআন ক্বদরের রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি।”^৩

এই এক রাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে বলে বুঝানো হয়েছে ‘লাওহে মাহফূয’ হতে দুনিয়ার আসমানে অবস্থিত ‘বাইতুল ইযযাহ’-তে এক দফায় নাযিল করা হয়েছে। তারপর এখান থেকেই প্রয়োজন মোতাবেক সুদীর্ঘ ২৩ বছরে রাসূল (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। সৃষ্টির কাছে শ্রুতির কালাম ‘মহাছত্র আল-কুরআনুল কারীম’ অবতীর্ণ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা বলেই এ রাতটিকে আল্লাহ তা’আলা মহিমাম্বিত করেছেন। আর এ জন্যই মাহে রমায়ানকেও করেছেন মর্যাদাবান। সুতরাং রমায়ান মাসে কুরআন তিলাওয়াত, চর্চা ও অধ্যয়ন প্রত্যেকটি মানুষের জন্য আবশ্যিক। রাসূল (ﷺ) নিজেও এ মাসে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। হাদীসে এসেছে-

^২ সূরা আদ-দুখা-ন : ৩ ।

^৩ সূরা আল-ক্বাদর : ১ ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইস্তেকালের পূর্বের রমায়ানে জিব্রা-ঈল (ﷺ) তাঁকে পুরো কুরআন একবার পাঠ করে শুনান, আবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও পুরা কুরআন জিব্রা-ঈল (ﷺ)-কে আরেকবার পাঠ করে শুনান। অতঃপর কুরআন মাজীদে প্রশংসায় বলা হচ্ছে যে, এটা বিশ্ব মানবের জন্য পথ প্রদর্শক এবং এতে প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী রয়েছে। চিন্তাশীল ব্যক্তির এ মাধ্যমে সঠিক পথে পৌঁছতে পারেন। এ কুরআন সত্য ও মিথ্যা, হারাম ও হালালের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী। সঠিকপথ ও ভ্রান্তপথ এবং ভালো ও মন্দ, ন্যায্য ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য আনয়নকারী।

কুরআন শিক্ষা করা : রমায়ান মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো- এ মাসে আল্লাহ তা’আলা কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন হলো- মুত্তাক্বীদের পথপ্রদর্শক। এ মাসে প্রায় সকল মুসলিমই কুরআন পাঠের চেষ্টা করে। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত এ মাসের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই কুরআন পাঠ থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে পারি তাহলেই আমরা মুত্তাক্বী হতে পারব।

﴿فَسَنَ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصِمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

অর্থ- “সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসে উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে এবং যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির, সে অন্যদিনগুলোতে এই সংখ্যা গণনা করবে।

এই একটি মাত্র বাক্যে রোযা সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকাম ও মাস’আলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। شَهْرٌ শব্দটি থেকে গঠিত-এর অর্থ উপস্থিতি ও বর্তমান থাকা। আরবি অভিধানে الشَّهْرُ অর্থ মাস। এখানে অর্থ হলো রমায়ান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল এই যে, তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক রমায়ান মাসে উপস্থিত থাকবে অর্থাৎ- বর্তমান থাকবে, তার উপর গোটা রমায়ান মাসের রোযা রাখা কর্তব্য। ইতিপূর্বে রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেওয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল, এ বাক্যের দ্বারা তা মানসূখ বা রহিত করে দিয়ে রোযা রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেওয়া হয়েছে। রমায়ান মাসে উপস্থিত বা বর্তমান থাকার মর্ম হলো রমায়ান মাসটিকে এমন অবস্থায় পাওয়া যাতে রোযা রাখার সামর্থ্য থাকে। অর্থাৎ- মুসলমান, বুদ্ধিমান, সাবালক, মুকীম এবং হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় রমায়ান মাসে বর্তমান থাকা। সে জন্যই পূর্ণ রমায়ান মাসটিই যার এমন অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়, যাতে তার

রোযা রাখার আদৌ যোগ্যতা থাকে না (যেমন- কাফির, নাবালক, পাগল প্রভৃতি) তখন সে এই নির্দেশের আওতাভুক্ত হয় না। তাদের উপর রমায়ানের রোযা ফরয হয় না। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে রোযা রাখার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোনো বিশেষ ওয়রবশত বাধ্য হয়ে রোযা পরিহার করতে হয়, যেমন- স্ত্রীলোকের হায়েয-নেফাসের অবস্থা কিংবা রোগ-বালাহি, অথবা সফর অবস্থা প্রভৃতি। তখনও তাদের রোযা রাখার যোগ্যতার ক্ষেত্রে রমায়ান মাসে বর্তমান বলেই গণ্য হবে। কাজেই তাদের উপর আয়াতে বর্ণিত হুকুম বর্তাবে। কিন্তু সাময়িক ওয়রবশত সে সময়ের জন্য রোযা মাফ বলে গণ্য হবে। তবে অবশ্যই তা পরে কাযা আদায় করতে হবে।

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

আয়াতে রুগ্ন কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যে, সে তখন রোযা না রেখে; বরং সুস্থ হওয়ার পর অথবা 'সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের রোযা কাযা করে নেবে। এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু রোযার পরিবর্তে ফিদ্বইয়া দেওয়ার ঐচ্ছিকতাকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে, কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয়তো রুগ্ন কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ ওয়র অবস্থায় রোযা ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি বড়ই করুণা প্রদর্শন করেছেন।

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا

الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

অর্থ- “আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, এর তোমাদের কষ্ট চান না। যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সেজন্য তোমরা আল্লাহর তাকবীর (মহিমা) পাঠ করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।”

এ আয়াত থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য দীনকে সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না। তাই মানুষের ক্ষমতার বাইরে কোনো বিধান ইসলামে দেওয়া হয়নি। মূলতঃ ইসলাম সহজ, সুন্দর জীবন ব্যবস্থা। এটা মানুষের জন্য কল্যাণকর ও প্রকৃতগত। ইসলাম ধর্মে মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল বিধানই দেয়া হয়েছে। কাজেই ইসলামের কোনো বিধান যদি কারো নিকট অসম্ভব হয় বা ক্ষমতা বহির্ভূত বলে মনে হয়, তাহলে

বুঝতে হবে যে, প্রবৃত্তি পূজা ও পাপাচারের দরুন তার মনের এ বিকৃতি এসেছে। আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ۚ وَ لَكِنْ يُرِيدُ

لِيُطَهِّرَكُمْ ۖ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

অর্থ- “আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।”^৪

সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে রয়েছে- রাসূল (ﷺ) বলেছেন : আমি সুদৃঢ়, নরম ও সহজ ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি। তিনি আরো বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের উপর সহজের ইচ্ছা করেন, তিনি তাদের উপর কঠিনের ইচ্ছা করেননি।^৫

অতএব, মহান আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশাবলী যথাযথভাবে আদায় করে যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থেকে ইসলামী আদর্শ মোতাবেক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য।

আমাদের জন্য শিক্ষাসমূহ

১. রোযা রাখা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। সুতরাং রোযা অমান্য ও অস্বীকারকারী কাফির বলে বিবেচিত হবে।
২. পাপাচার-সীমালংঘন মুক্ত ও পবিত্র কুরআনুল কারীমের আলোকে জীবন গঠনের অনুশীলন।
৩. রমায়ান মাসে কেউ যদি অসুস্থ থাকে অথবা সফরে থাকে তাহলে সে রোযা হতে সাময়িক অব্যাহতি পাবে, কিন্তু পরবর্তীতে সমসংখ্যক রোযার কাযা আদায় করবে।
৪. রুগ্ন ও বৃদ্ধ, যাদের রোযা রাখার ক্ষমতা নেই এবং এমন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত যে সুস্থ হওয়ার ব্যাপারে কিংবা জীবন সম্পর্কে একেবারেই নিরাশ-তাদের জন্য রয়েছে- ‘ফিদ্বইয়া’র বিধান।
৫. ইসলাম সুন্দর, সহজ ও মানানসই জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত কোন বিধান ইসলাম ধর্মে দেওয়া হয়নি। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা তাঁর দীনকে মানুষের জন্য কঠিন না করে সহজ করতে চান।

^৪ সূরা আল-মায়িদাহ : ৬।

^৫ তাফসীর ইবনু কাসীর।

📖 **দারসুল হাদীস / درس الحديث**

বরকতময় খাবার সাহারী

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".

সরল অনুবাদ

আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন : তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে।^৬

রাবি পরিচিতি

নাম- আনাস, পিতা- মালিক, দাদা- নাযার, মাতা- উম্মু সূলাইম/উম্মু হারাম বিনতু মিলহান। তিনি ৬১২ মতান্তরে ৬১৪ ঙসায়ী সনে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন। তিনি ছিলেন মদিনার খাজরাজ গোত্রের আনসার সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হিজরতের সময় তার বয়স ছিল ১০ বছর। তিনি একাধারে ১০ বছর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে ছিলেন। তিনি (رضي الله عنه) তাঁর জন্য বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেছিলেন। তিনি রাসূল (ﷺ)-এর সাথে ৮টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন- হুদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিদায় হজ্জ ও বাইয়াতে রিজওয়ানে রাসূল (ﷺ)-এর সাথী ছিলেন। তিনি রাসূল (ﷺ) থেকে ২২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐকমত্যে ১৮০টি এবং সহীহুল বুখারী এককভাবে ৮০টি এবং সহীহ মুসলিমে ৯০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি খলিফাতুল মুসলিমিন আবু

বকর ও 'উমার (رضي الله عنه)-এর সময়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১০৩ বছর বয়সে, ৯১ হিজরিতে বসরায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা

শেষ রাতের খাবারকে সাহারী বলে। রোযা রাখার নিয়তে সাহারী খাওয়া সুন্নাত। এটি রমাযান মাসের অন্যতম বৈশিষ্ট। সাহারী খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে উঠার গুরুত্ব অনেক। এতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। সাহারী রোযা রাখার জন্য সহায়ক। এই জন্য সাহারীকে বলা হয়েছে বরকতময় খাবার। শেষ রাতের এই খাবার দ্বারা দিনের বেলায় রোযা রাখার শক্তি সঞ্চিত হয়। দিনের বেলায় অন্যান্য 'আমলের ক্ষেত্রেও শরীর থাকে প্রফুল্ল। সব কাজ করা যায় স্বাভাবিকভাবে। সাহারী খাওয়ার এই বিধান না থাকলে দিনের অন্যান্য 'আমল এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম করা বান্দার জন্য কষ্টদায়ক হয়ে যেত। তাই রহমতের এই মাসে আল্লাহ তা'আলা অনেক করুণা করে আমাদের সাহারী খাওয়ার নিয়ামত দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে নবী (সা.) বলেন :

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (رضي الله عنه)، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".

অর্থাৎ- আনাস ইবনু মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন : তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বারাকাত বা কল্যাণ নিহিত রয়েছে।^৭

অপর হাদীসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন :

* প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদরাসা, গাইবান্ধা।

^৬ সহীহুল বুখারী- হা. ১৯২৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৯৫।

^৭ সহীহুল বুখারী- হা. ১৯২৩; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৫/১০৯৫; বুলুগুল মারাম- অধ্যায় : সিয়াম, হা. ৬৬০।

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ : «هَلُمَّ إِلَى الْعَدَاءِ الْمُبَارِكِ».

অর্থাৎ- ইরবায় ইবনু সারিয়াহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে রমাযানে সাহারী খাওয়ার জন্য ডাকলেন, অতঃপর বললেন : বারাকাতপূর্ণ খানার জন্য এসো।^১

একই প্রসঙ্গে অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সাহারী খাওয়া বারাকাত নাযিলের কারণ। সুতরাং তোমরা উক্ত খানা বর্জন করো না। যদিও এক ঢোক পানি পান করে হয়। অর্থাৎ- এক ঢোক পানি বা সামান্য কিছু সাহারীর খাদ্য হিসেবে পান করো বা খাও।^২

অপর এক হাদীসে আল্লাহর হাবীব (ﷺ) বলেন :

«اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحْرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِالْقِيلُوتَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ».

অর্থাৎ- তোমরা দিনের রোযার জন্য সাহারীর (খানা খেয়ে) সাহায্য নাও, আর রাতের ক্বিয়ামের জন্য ক্বাইলুলার সাহায্য নাও।^৩

আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, রোযা রাখা এবং তার পরিশুদ্ধি ও পরিপূর্ণতার জন্য সাহারী খাওয়া সুন্নাতী বিধান। বিনা ওযরে সাহারী বর্জন করা অনুচিত। যেহেতু মুসলমান ও ইয়াহুদ-নাসারার রোযা রাখার মধ্যে পার্থক্য-ই হচ্ছে সাহারী খাওয়া বা না খাওয়া। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ : «فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْثَرُ السَّحْرِ».

অর্থাৎ- ‘আমর ইবনুল ‘আস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমাদের সিয়াম

এবং ইয়াহুদ-নাসারাদের সিয়ামে পার্থক্য হচ্ছে সাহারী খাওয়া।^৪

‘আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) وَاصَلَ، فَوَاصَلَ النَّاسَ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَتَهَاهُمْ، قَالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ : لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى».

“নবী (ﷺ) একটানা সাওম পালন করতে থাকলে লোকেরাও একটানা সাওম পালন করতে শুরু করে। এ কাজ তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। নবী (ﷺ) তাদের নিষেধ করলেন। তারা বলল, আপনি যে একনাগাড়ে সাওম পালন করছেন? তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের মতো নই। আমাকে খাওয়ানো হয় ও পান করানো হয়।”^৫

সাহারী খাওয়ার নির্দেশ ও সময়কাল : রোযা রাখার জন্য সাহারী খাওয়ার নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

অর্থাৎ- “তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ (সুবহি কাযিব) কাল রেখা হতে ভোরের (সুবহি সাদিক্ব) সাদা রেখা পরিষ্কার হয়ে না উঠে। অর্থাৎ- সুবহি সাদিক্ব প্রকাশিত হওয়ার বা ফাজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করো।”^৬

লক্ষণীয় যে, সাহারী খাওয়ার সময় হচ্ছে- অর্ধ রাত্রির পর হতে সুবহি সাদিক্ব প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। তবে বিলম্বে অর্থাৎ- নির্দিষ্ট সময়ের শেষের দিকে সাহারী খাওয়া উত্তম।^৭

অপর আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা রোযাকে রাত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ণ করার ঘোষণায় বলেন :

﴿ثُمَّ أَتَيْنُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

^১ সহীহ মুসলিম- হা. ৪৬/১০৯৬।

^২ সহীহুল বুখারী- হা. ১৯২২।

^৩ সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৭।

^৪ মুসনাদ আহমাদ।

^১ সুনান আবু দাউদ- হা. ২৩৪৪।

^২ ইসলামী খুতবাহ্- ভারতের উর্দু ছাপা, ১ম খণ্ড, ৪৫৮ পৃ.।

^৩ সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৬৯৩।

অর্থ : “আর তোমরা সিয়ামকে রাতের আগমন পর্যন্ত পূর্ণ করো।”^{১৫}

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন সুবহি সাদিকের পূর্বে সাহারী খাওয়ার মাধ্যমে সিয়াম সাধনার যাত্রা শুরু করে রাত পর্যন্ত (রোযার সময়সীমা) পূর্ণ করতে বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, সূর্য ডুবার পর থেকেই রাত শুরু হয় এবং সূর্য ডুবার মাধ্যমেই দিনের পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে।

সাহারী খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে ওঠা এই কারণেও গুরুত্বপূর্ণ যে, এতে শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে। শেষ রাতে সাহারীর সময়টুকু ‘ইবাদতের জন্য খুবই মূল্যবান মুহূর্ত হিসেবে গণ্য। এই সময়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায়সহ অন্যান্য যিক্র-আযকারের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে ডাকলে তিনি সেই ডাকে সারা দেন। সাহারী খাওয়ার জন্য কষ্ট করে ঘুম থেকে ওঠা ‘ইবাদতের প্রতি অনুরাগ ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। ‘ইবাদতের প্রতি অনুরাগ ও আন্তরিকতায় মিলে মহান আল্লাহর ভালোবাসা। আর আল্লাহ তা‘আলা সাহারীতে বান্দার জন্য রেখেছেন বিশেষ বারাক।

যারা সাহারী গ্রহণ করে তাদের উপর মহান আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় : হাদীসে এসেছে—

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدْعُوهُ، وَلَوْ أَنَّ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.

সাহারী খাওয়াতে বরকত রয়েছে। অতএব তোমরা তা ছেড়া না; এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহারী গ্রহণ করো। কেননা যারা সাহারী খায় আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য রহমতের দু‘আ করতে থাকে।^{১৬}

শেষ ওয়াঞ্জে সাহারী গ্রহণ করা উত্তম : সাহারী করা যেমন স্নান তেমনি তা ওয়াঞ্জের শেষ দিকে করাও

উত্তম। অর্থাৎ- সতর্কতামূলক সময় হাতে রেখে সুবহে সাদিকের পূর্ব-নিকটবর্তী সময়ে সাহারী করা ভালো। নবী (ﷺ) বলেন—

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَمِيرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُؤَخِّرَ سَحُورَنَا.

আমরা নবীগণ এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে, সময় হওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করব এবং শেষ ওয়াঞ্জে সাহারী গ্রহণ করব।^{১৭}

সাহাবায়ে কেরামের ‘আমলও এরকম ছিল। ‘আমর ইবনু মাইমুন আল আউদী (رضي الله عنه) বলেন—

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ (ﷺ) أَسْرَعَ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُ سَحُورًا.

সাহাবায়ে কেরাম সময় হওয়ার সাথে সাথেই দ্রুত ইফতার করতেন আর শেষ ওয়াঞ্জে সাহারী করতেন।^{১৮}

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ أَنْتَحِرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السَّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ).

সাহল ইবনু সা‘দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার-পরিজনের মাঝে সাহারী খেতাম। এরপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সাথে সালাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য জলদি করতাম।^{১৯}

কি খেলে সাহারী খাওয়া হবে?

অল্প-বিস্তর যে কোনো খাবার খেলেই সাহারী খাওয়ার সূনাত পালিত হয়ে যাবে। এমনকি কেউ যদি এক ঢোক দুধ, চা অথবা পানিও খায় অথবা ২/১টি বিস্কুট বা খেজুরও খায়, তাহলে তারও সাহারী খাওয়ার সূনাত পালন হয়ে যাবে। আর এই সামান্য পরিমাণ খাবারেই রোযাদার এই বিরাট ফরয রোযা পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বল পাবে এবং ফেরেশ্তাবর্গ তার জন্য দু‘আ করবে।

“তোমরা সাহারী খাও; যদিও এক ঢোক পানি হয়।”^{২০}

^{১৭} ইবনু হিব্বান- হা. ১৭৭০।

^{১৮} মুসান্নাফে ‘আব্দুর রায়যাক- হা. ৭৫৯১।

^{১৯} সহীহুল বুখারী- হা. ১৯২০।

^{২০} ইবনু হিব্বান- হা. ৩৪৭৬।

^{১৫} সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৭।

^{১৬} মুসনাদে আহমাদ- হা. ১১১০১, ১১৩৯৬।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : نَعَمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.

আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (ﷺ) বলেন, মু'মিনের শ্রেষ্ঠ সাহারী হলো খেজুর।^{১৯}

অবশ্য সাহারী খাওয়াতে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। কারণ, বেশি পানাহার করার ফলে 'ইবাদত ও আনুগত্যে আলস্য সৃষ্টি হয়। কিছু লোক আছে, যারা গলায় গলায় ভ্যারাইটিজ পানাহার করে এমনভাবে পেট পূর্ণ করে নেয় যে, মনে হয় তার শবাসকষ্ট হচ্ছে। যার ফলে ফজরের নামাযে বড় আলস্য ও শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং মসজিদে মহান আল্লাহর যিকর জন্যও সামান্য ক্ষণ বসতে সক্ষম হয় না। আর দিনের বেলায় পেটের বিভিন্ন প্রকার কমপেঙ্গনের শিকার হয়। অথচ মহানবী (ﷺ) বলেন,

"مَا مَلَأَ أَدَمِيَّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتٍ يُقْمَنُ صَلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتَلَّتْ لِبَطْعَامِهِ وَتَلَّتْ لِسَرَايِهِ وَتَلَّتْ لِنَفْسِهِ."

মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।^{২০}

'আমর ইবনু 'আস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

فَصُلِّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْثَرُ السَّحْرِ.

"আমাদের ও আহলে কিতাবীদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হলো সাহারী খাওয়া।"^{২১}

^{১৯} আবু দাউদ- হা. ২৩৪৫; ইবনু হিব্বান- সহীহ; বাইহাক্বী- ৪/২৩৬-২৩৭; সিলসিলাহ সহীহাহ- আলবানী, হা. ৫৬২।

^{২০} জামে' আত তিরমিযী- হা. ২৩৮০।

^{২১} সহীহ মুসলিম- হা. ১০৯৬।

সকলের উচিত রোযার জন্য সাহারী খাওয়া তবে যে ব্যক্তি তা ইচ্ছাকৃত খায় না সে গুনাহগার নয়। আর এ কারণেই যদি কেউ ফজরের পর জাগে, সাহারী খাওয়ার সময় না পায় এবং রাতে রোযার নিয়তে ঘুমিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য জরুরি রোযা রেখে নেওয়া। এতে তার রোযার কোনো ক্ষতি হবে না; বরং ক্ষতি হবে তখন, যখন সে কিছু খেতে হয় মনে করে তখনই (ফজরের পর) কিছু খেয়ে ফেলবে। সে ক্ষেত্রে তাকে সারা দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে এবং রমায়ান পরে সেই দিন কাযা করতে হবে।

উপসংহার

সাহারী রোযাদারকে সবল রাখে। রোযার কষ্টকে হালকা করে। এটা হলো শারীরিক বারাকাহ। আর শরয়ী বারাকাহ হলো রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশ পালন এবং তার অনুসরণ। তাই অলসতায় সাহারী ত্যাগ করা কাম্য নয়। এতে সুল্লত 'আমল ব্যাহত হবে, শরিয়তের নির্দেশনা অমান্য করা হবে, নিজেকে বরকত থেকে বঞ্চিত রাখা হবে এবং আমাদের রোযা ইহুদি খ্রিষ্টানদের রোযার সাদৃশ্য হবে। এজন্য সাহারীর সময় উঠে সামান্য কিছু হলেও আহার করা চাই।

আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রহিমুল্লাহ) বলেন

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরন্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে। [আহলে হাদীস পরিচিতি]

خطبة المسجد النبوي / মসজিদে নববীর খুত্ববাহ্ :

রমায়ানকে সর্বোত্তমভাবে বরণ করার উপায়

খতীব : শায়খ ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল-কাসেম (হফিযুল্লাহ)

অনুবাদক : শাইখ ড. হারুনুর রশিদ মাদানী (হফিযুল্লাহ)*

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর নিকটই সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের অনিষ্টতা ও পাপকার্য হতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তা'আলা তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম নাযিল করুন।

অতঃপর মহান আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে মহান আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করুন এবং নির্জনে ও গোপনে তাকে ভয় করে চলুন।

হে মুসলমানগণ! ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত মজবুত একটি ধর্ম, যা কতগুলো রুকন বা স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই রুকনগুলোকে ওয়াজিব আমলসমূহ শক্তিশালী করে এবং মুস্তাহাব 'আমলসমূহ সুশোভিত করে। আর মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় 'আমল হলো তা-ই, যা তিনি বান্দাদের ওপর ফরয করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হাদীসে কুদসীতে বলেন : “আমার বান্দা আমার ফরযকৃত আমলের চেয়ে প্রিয় আর কোনো জিনিসের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না।”^১

ফরযসমূহের মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় 'আমল হলো- ইসলামের পাঁচটি রুকন। এর মধ্যে এমন রুকন রয়েছে, যা দিন-রাত কোনো মুহূর্তেই বান্দার থেকে আলাদা হয় না (অর্থাৎ- সর্বদা পালনীয়)। আর তা হলো- ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য

কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল’ -এ দু’টির সাক্ষ্য প্রদান করা। আবার এমন রুকনও রয়েছে যা দিনে ও রাতে একাধিকবার পালন করতে হয়, কোনোটা জীবনে মাত্র একবার পালন করা ফরয, আবার কোনোটা প্রতি বছর একবার করে ফিরে আসে।

রমায়ান মাসের সিয়াম এমন একটি রুকন যা প্রতি বছর আদায় করা ফরয। যখনই এই মাসটি ঘনিয়ে আসতো, নবী (ﷺ) বলতেন : “তোমাদের কাছে বরকতময় মাস রমায়ান এসেছে, আল্লাহ তোমাদের ওপর এই মাসের সিয়াম ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং অবাধ্য শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়। এই মাসে আল্লাহর এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে প্রকৃতপক্ষেই বঞ্চিত হলো।” (সুনান আন নাসায়ী)

আল্লাহ সিয়ামকে বিশেষভাবে নিজের পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্কিত করেছেন এবং এর প্রতিদান নিজেই দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যখন পরম দাতা আল্লাহ তা'আলা নিজেই কোনো কিছু দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন সেই দানের পরিমাণ বা বিশালতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই থাকে না। নবী (ﷺ) বলেছেন : “আল্লাহ তা'আলা বলেন : আদম সত্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য কেবল সিয়াম ব্যতীত; কেননা সিয়াম কেবল আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।”

(সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) ইবনু হাজার আসকালানী (রাযিল্লাহু) বলেছেন : “উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এখানে সিয়াম দ্বারা সেই ব্যক্তির সিয়ামকে উদ্দেশ্য হয়েছে, যার সিয়াম কথা ও কাজের যাবতীয় পাপাচার থেকে মুক্ত থাকে।”

রমায়ান মাস হলো সম্মানিত মেহমান এবং মূল্যবান মৌসুম যাকে সুসংবাদ, খুশি ও আনন্দের সাথে বরণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

* মুহাদ্দিস, মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া মাদরাসা, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

^১ সহীহুল বুখারী।

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾

অর্থ : “বলুন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহে ও তার দয়ায়; কাজেই এতে তারা যেন আনন্দিত হয়। তারা যা পুঞ্জীভূত করে তার চেয়ে এটা উত্তম।” (সূরা ইউনুস : ৫৮) রমযানকে বরণ করে নেওয়ার অন্যতম উৎকৃষ্ট উপায় হলো— এর আগমনের পূর্বেই নেক ‘আমল শুরু করা; কেননা যে কোনো কাজের সূচনা তার পরবর্তী অবস্থার সৌন্দর্যের পরিচয় বহন করে। রমযান মাস হলো (‘ইবাদতের) ফসল ঘরে তোলার মাস। নবী (ﷺ) রমযানের জন্য শাবান মাস থেকেই প্রস্তুতি নিতেন। ‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বলেন : “আমি নবী (ﷺ)-কে শাবান মাসের চেয়ে আর কোনো মাসে এতো বেশি সিয়াম রাখতে দেখিনি।” (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) এ মাসটি এমন মেহমান যা অতি দ্রুত বিদায় নেয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾

অর্থ : “সুনির্দিষ্ট কয়েকদিন।” (সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৮৪) সুতরাং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের উচিত এই মাসে দয়াময় মহান আল্লাহর বিশেষ দানগুলো লুফে নেওয়ার চেষ্টা করা এবং শ্রেষ্ঠ ‘ইবাদত পালনের দৃঢ় সংকল্প করা; সবচেয়ে বড় কর্তব্য বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কেননা তাওহীদের মাধ্যমেই ‘ইবাদতসমূহ সহজতর হয় এবং বান্দা ‘ইবাদতের স্বাদ আশ্বাদন করতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা মূসা (ﷺ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

অর্থ : “নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই; সুতরাং আমারই ‘ইবাদত করো এবং আমার স্মরণে সালাত প্রতিষ্ঠা করো।” (সূরা ত্ব-হা- : ১৪) সকল নেক ‘আমলের ভিত্তি হলো— একনিষ্ঠভাবে কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করা। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾

অর্থ : “বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ‘ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি।” (সূরা আয-যুমার : ১১) সিয়ামের

মাধ্যমে গুনাহ মার্ফের বিষয়টি মহান আল্লাহর কাছে সওয়াব পাওয়ার আশার ওপর শর্তযুক্ত করা হয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন : “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম রাখবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মার্ফ করে দেওয়া হবে।” (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। অনুরূপ, রমযানের কিয়ামুল লাইল কবুল হওয়াও এক মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের আকাঙ্ক্ষার ওপর শর্তযুক্ত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন : “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযানের কিয়ামুল লাইল আদায় করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মার্ফ করে দেওয়া হবে।” (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) যদি নিয়ত বিশুদ্ধ ও মজবুত হয়, তবে প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ﴾

অর্থ : “যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ’ দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন।” (সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৬১) ইবনু কাসীর (رحمته الله) বলেছেন : অর্থাৎ— ‘আমলের মধ্যে ব্যক্তির ইখলাস অনুযায়ী এই সওয়াব বৃদ্ধি পায়।

মাসসমূহের মাঝে শ্রেষ্ঠ এই মাস হলো কঠোর পরিশ্রম, সর্বাঙ্গ প্রচেষ্টা, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাস। এই মাসের সবচেয়ে সম্মানিত রাতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

অর্থ : “কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।” (সূরা আল-ক্বাদর : ৩) জিব্বা-ঈল (رحمته الله) এই মাসে নবী করীম (ﷺ)-এর সাথে কুরআন পরস্পর পাঠ ও পর্যালোচনা করতেন। সালাফদের অবস্থা এমন ছিল যে, রমযান মাস শুরু হলে তারা হাদীস ও ফিকহের মজলিসগুলো স্থগিত রেখে কুরআনের দিকে নিবিষ্ট হতেন। ক্বাতাদাহ্ (رحمته الله) সাধারণত রমযানের প্রতি তিন দিনে একবার কুরআন খতম করতেন। আর যখন শেষ দশক আসত তখন তিনি প্রতি রাতেই একবার কুরআন খতম করতেন। সুতরাং

আপনারা আপনাদের রব মহান আল্লাহর কিতাবকে এই মাসে দিনে ও রাতে বেশি বেশি তিলাওয়াত করুন; কেননা এর মাধ্যমেই অন্তরসমূহ প্রশস্ত হয়।

আর ফরয সালাতের পর শ্রেষ্ঠ সালাত হলো- রাতের সালাত। আর কিয়ামুল লাইলের জন্য মানুষের এই যে সমবেত হওয়া, তা রমায়ান মাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নবী (ﷺ) বলেছেন : “যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাত শেষ করে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত কিয়ামুল লাইল আদায় করবে তার ‘আমলনামায় পুরো রাত ‘ইবাদত করার সওয়াব লিখে দেওয়া হবে।” (সুনান আত্ তিরমিযী)

বান্দা কোনো মুহূর্তের জন্যই আল্লাহর মুখাপেক্ষীহীন হতে পারে না। আর রোযাদার এমন ব্যক্তি যার দু’আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। সুতরাং, আপনি মহান আল্লাহর কাছে যা ইচ্ছা চান; কেননা আপনার দু’আ কবুলকারী মহান রব অত্যন্ত দয়ালু। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : “জমিনের বুকে এমন কোনো মুসলিম নেই, যে আল্লাহর কাছে কোনো দু’আ করে আর আল্লাহ তাকে তা দান করেন না, অথবা সেই দু’আর সমপরিমাণ কোনো বিপদ তার থেকে দূর করে দেন না, যতক্ষণ না সে কোনো পাপ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু’আ করে। এ কথা শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন : তাহলে তো আমরা অনেক বেশি দু’আ করব! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তরে বললেন : আল্লাহ তা’আলা তার চেয়েও বেশি দানকারী।” (সুনান আত্ তিরমিযী)

রমায়ান হলো বদান্যতা ও অসহায় লোকদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের মাস। রাসূল (ﷺ) সকল ব্যক্তির চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। এ মাসে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে জিব্রা-ঈল (ﷺ) যখন সাক্ষাত করতে আসতেন তখন রাসূল (ﷺ) আরও বেশি দান করতেন। (যখন জিব্রা-ঈল (ﷺ) তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি কল্যাণে প্রেরিত বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন)। (সহীছুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) বস্তুতঃ প্রবাহিত বায়ুর উপকার হয় সর্বব্যাপী এবং এর কল্যাণ হয় নিরবচ্ছিন্ন। আর সাদাক্বাহ তার দাতাকে কিয়ামতের দিন ছায়া প্রদান করবে। আর ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) রমায়ান মাসে ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে না নিয়ে কখনও ইফতার করতেন না।

তাওবার দরজা সর্বদায়ই খোলা আছে। তাওবাহ্ ব্যতীত কোনো বান্দার পক্ষেই মহান আল্লাহর পূর্ণ নৈকট্য লাভ

করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা’আলা সকল মু’মিনকে তাওবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা সফলকাম হতে পারে। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থ : “হে মু’মিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” (সূরা আন-নূর : ৩১)

আর বান্দারা যেন মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তাই তিনি ‘অধিক তাওবাহ্ কবুলকারী’ হিসেবে নিজের নামকরণ করেছেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি তাওবার মাধ্যমে মহান আল্লাহর দিকে আত্মসর হয় আল্লাহ তা’আলা তাকে আনন্দিত হন, তাকে আশ্রয় দান করেন এবং তার মন্দ কাজগুলোকে সওয়াবে রূপান্তর করেন। আর বান্দার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন হলো- যেদিন আল্লাহ তা’আলা তার তাওবাহ্ কবুল করেন।

ইস্তিগফার নিয়ামত টেনে আনে এবং শাস্তি দূর করে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (رحمته الله عليه) বলেছেন : “বান্দা যখন জানতে পারবে যে, তার পাপের কারণেই তার ওপর অনিষ্ট আপতিত হয়েছে, তখন সে ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ করবে। ফলে তার ক্ষতির কারণটি দূর হয়ে যাবে। এভাবে বান্দা সর্বদা শুকরিয়া আদায়কারী ও ক্ষমা প্রার্থনাকারী হয়; তখন তার জন্য কল্যাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার থেকে অকল্যাণ ও ক্ষতি দূরীভূত হয়।”

রমায়ানে মহান আল্লাহর যিক্র রোযাদারের অলংকার। ইবনুল কাইয়িম (رحمته الله عليه) বলেছেন : “প্রত্যেক ‘আমলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা সে ‘আমলের মধ্যে আল্লাহ তা’আলার যিক্র সবচেয়ে বেশি করে। সুতরাং রোযাদারদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম, যারা তাদের রোযার সময় আল্লাহ তা’আলার যিক্র সবচেয়ে বেশি করে।

অন্তরকে অবাধ্যতা ও গুনাহ থেকে পবিত্র রাখা রোযাদারের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۖ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

অর্থ : “সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না। তবে যে আল্লাহর কাছে উপস্থিত

হবে সুস্থ (পবিত্র) অন্তর নিয়ে।” (সূরা আশ-শু'আরা- : ৮৮-৮৯) ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রাঃ) বলেছেন : “আমাদের মতে, কেউ বেশি রোযা বা বেশি নামাযের মাধ্যমে (মর্যাদা) অর্জন করতে পারেনি; বরং সে অর্জন করেছে উদার আত্মা ও অন্তরের পবিত্রতার মাধ্যমে।”

রোযা হলো খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে সংযত রাখা; যেমন গীবত, যা নেক ‘আমল নষ্ট করে দেয়, অথবা হারাম দৃষ্টি, যা রোযার সওয়াব কমিয়ে দেয়। রমাযানে আপনার উপর যেন থাকে ধীরস্থিরতা ও প্রশান্তভাব, আর আপনার রোযার দিন ও রোযা না রাখার দিন যেন সমান না হয়।

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ! রমাযান হলো এক প্রতিযোগিতার ময়দান, যেখানে ‘ইবাদতে অগ্রগামীরা লাভবান হয়। এতে কল্যাণের দরজাগুলো সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত থাকে। বস্ত্রত সেই ব্যক্তি-ই সৌভাগ্যবান, যে রমাযানে নানাবিধ ‘ইবাদতের মাধ্যমে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখে। রমাযান মাসে নবী (ﷺ) এমন নানাবিধ ‘ইবাদত একত্র করতেন, যা তিনি অন্য সময়ে একসাথে করতেন না। ইবনুল কাইয়িম (রাঃ) বলেছেন : “যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিদায়ক ও প্রিয় ‘আমলসমূহে বৈচিত্র্য আনে, সে ঐ জগতে অর্থাৎ জান্নাতে যেসব নিয়ামত ভোগ করবে তাতেও বৈচিত্র্য থাকবে। দুনিয়াতে তার ‘আমল যত বেশি হবে, সেখানে তার প্রাপ্ত অংশও তত বেশি হবে। আর সেখানে তার আনন্দ, উল্লাস ও নিয়ামত উপভোগ- সবই হবে এ দুনিয়ায় তার ‘আমলের আধিক্য ও বৈচিত্র্যের অনুপাতে।”

আপনারা অলসতা ও উদাসীনতা থেকে সতর্ক থাকুন। কারণ এগুলো তো মাত্র কয়েকটি দিন, যা দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং অভিনন্দন তাকে, যে এ মাসকে পেয়েছে; সৌভাগ্য তার জন্য, যে এতে রোযা রেখেছে ও কিয়ামুল্লাইল করেছে, আর এতে বেশি বেশি ‘ইবাদত পালন করেছে।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنِبْ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبْ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿

অর্থ : “হে মু’মিনগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকুওয়া অবলম্বন করো।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৩)

আল্লাহ তা’আলা আমাকে ও আপনাদেরকে মহিমাশিত কুরআনে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবাহ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য- তাঁর ইহসানের কারণে। তাঁরই শুকরিয়া আদায় করছি; ভালো কাজের তাওফীকুদান ও অনুগ্রহের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা’আলা ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই; তাঁর শানের প্রতি সম্মান রেখে। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তা’আলা তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম নাযিল করুন।

হে মুসলমানগণ! দিন ও রাতসমূহ আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে আয়ু ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যিনি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী ‘আমল করেন। আপনারা স্মরণ করুন তাদেরকে, যারা একসময় আপনাদের সঙ্গে রোযা রেখেছিলেন; অথচ আজ তারা নিজেদের কৃতকর্ম- ‘আমলের সাথে কবরে আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন। তারা আজ আকাঙ্ক্ষা করছেন- যদি রমাযানের একটি দিনও রোযা রাখার সুযোগ পেতেন! আল্লাহ তা’আলা আপনাদেরকে জীবনের অবকাশ দান করেছেন। অতএব, এই সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়ার আগে তা যথাযথভাবে কাজে লাগান।

কত মানুষ আছে, যারা একটি দিনকে সামনে পায় কিন্তু তা পূর্ণ করতে পারে না; কত মানুষ আগামীকালের আশা করে, কিন্তু সে তা আর পায় না। আপনারা যদি আয়ুর প্রকৃত অর্থ ও তার গতিপথ অনুধাবন করতে পারতেন, তবে অবশ্যই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রলোভন ও তার ভ্রান্ত মোহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

অতঃপর, আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তা’আলা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন...

। ২৫ শা’বান-১৪৪৭ হিজরি, ১৩ ফেব্রুয়ারি-২০২৬ ঙ্সায়ী ॥

✍️ مقالة رئيسية / প্রধান রচনা :

গুনাহ মাফের এই তো সময়!

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম*

জান্নাত অপরিসীম সুখের ঠিকানা। আল্লাহ তা'আলা চান- তাঁর বান্দারা সেখানে যাওয়ার ও বসবাসের উপযুক্ত হয়ে উঠুক। কিন্তু এই লোভনীয় জায়গার স্থায়ী বাসিন্দা বানাবার আগেই মানুষকে তিনি একটু পরীক্ষা করে দেখতে চান। নিজের জানার জন্য নয় (কারণ তিনি তো আলিমুল গায়েব য়াঁর নতুন করে কিছু জানার প্রয়োজন হয় না); বরং মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যে, ওখানে যেতে হলে উপযুক্ত হতে হবে, হতে হবে মুত্তাকী-পরহেযগার। কিন্তু মুশকিল হলো- পৃথিবীতে আল্লাহ সুবহানাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে এসেও মানুষ ভুলে যায় তার আসল পরিচয়।

পৃথিবীর রূপ, রস, সৌন্দর্য আর সম্পদের লোভে সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধে। ক্রমশঃ ডুবে যায় গুনাহর সাগরে। ডুববেই না কেন? তিনটি পরিস্থিতি মোকাবিলা করা তো সহজ কাজ নয়।

প্রথমতঃ অভিশপ্ত শয়তান সারাক্ষণ তাকে গুনাহের কাজে প্রলুব্ধ করতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের নিজের মধ্যেই রয়েছে বেশ ক'টি ভয়ংকর শয়তানী শক্তি- লোভ, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার, অলসতা ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ পৃথিবীর আকর্ষণীয় সম্পদ এবং সৌন্দর্য। (যদিও তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মানুষ এটা উপলব্ধি করতে পারে না)। তবে বাঁচার উপায়ও আছে। কিন্তু তার জন্য দরকার **প্রথমতঃ** মহান আল্লাহর রহমত বা সাহায্য এবং **দ্বিতীয়তঃ** ওই ইলাহী সাহায্য গ্রহণ করে তা কাজে লাগানোর জন্য মানুষের সক্রিয় কর্মতৎপরতা। আর এ সময় আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, মহান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত আমাদের সামনে উপস্থিত। পবিত্র মাহে রমাযানই সেই অনন্য সাহায্য ও রহমত। গুনাহ মাফের এক সুবর্ণ সুযোগ। জান্নাতী মানুষ হবার যোগ্যতা অর্জনের এমন প্রশিক্ষণ আর হবে না। আল্লাহ সুবহানাহ্ তা'আলা কত মহান! প্রতি বছরের মতো আবারো নেকী অর্জনের মৌসুম এনে দিয়েছেন তিনি -আলহামদুলিল্লাহ। এগারোটি মাসে আমরা যে গুনাহে জড়িয়ে পড়েছিলাম, তা থেকে মুক্ত হবার সুযোগ

করে দিয়েছেন তিনি। কাজেই এখনই সময় জাগ্রত হবার, কারণ সৎকাজ করার এ এক চমৎকার পরিবেশ। আগেই বলেছি, পাপবিদগ্ধ এ সমাজে বসবাস করেও জান্নাতের অধিবাসী হবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর রহমত বা সাহায্য দরকার। কারণ পরিবেশ একটা বড়ো ফ্যাক্ট। 'ইবাদত করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। পবিত্র শাহরু রমাযানে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সেই সুযোগই করে দিয়েছেন। দেখুন : কতই না চমৎকার এই পরিবেশ-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)، قَالَ : «إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ».

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “রমাযান মাস এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।”^{২৫}

এর পরবর্তী হাদীসে আরো একটু বিস্তারিত বলা হয়েছে-

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلِّسَتِ الشَّيَاطِينُ».

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “রমাযান মাস এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শেকলেবন্দী করা হয়।”^{২৬}

পবিত্র রমাযান মাসে আমাদের পবিত্র হবার উপযুক্ত পরিবেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। তিনি জান্নাতী হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দিয়ে এ পরিবেশটাকে আরো সুন্দর করেছেন। সর্বোপরি, শয়তানকে বন্দী করে শয়তানী ষড়যন্ত্রের হামলা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। যদিও তিনটি কাজই আমাদের

* সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং সম্পাদক, শাণ্ডাহিক আরাফাত।

^{২৫} সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৬৩, মা. শা., হা. ১৮৯৮।

^{২৬} সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৬৪, মা. শা., হা. ১৮৯৯।

দৃষ্টির আড়ালে ঘটে থাকে, তবু তার প্রভাব কিন্তু আমরা টের পাই। আমরা দেখতে পাই রমায়ানের চাঁদ উঠলেই মুসলিম সমাজে দেখা দেয় নবজাগরণ। ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ সবাই জড়ো হয় মসজিদে। সালাতের পর তারা বীহ সালাতের জামা আতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। সে কী উদ্দীপনা! ঘরে ঘরে শুনা যায় কুরআনের সুমধুর সুর। রেডিও টিভিতে আসে পরিবর্তন। শিল্পী-কুশলী বিশেষ করে সংবাদ পাঠক-পাঠিকাদের পোশাক পরিচ্ছদ আর আবরণে। অনুষ্ঠানমালার একটি বড়ো অংশ জুড়ে থাকে ইসলাম এবং মুসলিম প্রসঙ্গ। কী অভাবনীয় পরিবর্তন! কী অদ্ভুত! বাকী এগারোটি মাসে আমাদের বহুমুখী সর্বাঙ্গিক চেষ্টায় যে কাজটির সিকিভাগও করা যায়নি, শাহরু রমায়ানের চাঁদ ওঠার সাথে সাথেই তার পুরোটার বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেল। কে এই বৈশ্বিক মোসুমের কারিগর? নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা!

সাওম মু'মিনের ঢাল : বছরের বেশিরভাগ সময় আমাদের কাঁটে নিরাপত্তাহীনতায়। বাইরের জিন্ শয়তান, আর নিজের ভেতরের ষড়রিপুর আক্রমণে প্রায় পর্যুদস্ত অবস্থা। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাওম ফরয করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)، قَالَ : "الصِّيَامُ جُنَّةٌ.

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “শুনাহ হতে আত্মরক্ষা সাওম হচ্ছে ঢাল।”^{২৭}

বস্তুত এ হচ্ছে চমৎকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। কারণ শয়তান দু'টি উপায়ে মানুষকে গুনাহের সাগরে নিক্ষেপ করে। প্রথমতঃ সে মানুষকে সৎকাজ হতে বিরত রেখে পাপ কাজের দিকে এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ অলসতা ত্যাগ করে কেউ সৎকাজ করতে সক্ষম হলেও শয়তান তার মাঝে রিয়া অর্থাৎ- লোক দেখানো কাজের প্রবণতা তৈরি করে দেয়। কিন্তু মাশা-আল্লাহ! সাওম অত্যন্ত গোপন 'ইবাদত। সালাত, যাকাত এবং হাজ্জ সাধারণত জনসমক্ষেই পালন করতে হয়। কিন্তু সাওম? সায়েম (রোযাদার) ইচ্ছে করলে গোপনে পানাহার করে জনসমক্ষে নিজেকে রোযাদার হিসেবে পরিচিত করতে পারে। কিন্তু এই প্রতারণা না করে একজন রোযাদার যখন সত্যি সত্যিই সাওম পালন করে, তখন শয়তান তার কাছে পুরোপুরি পরাজিত হয়। কাজেই

শয়তানী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাওম কার্যকর ঢালই বটে! আল্লাহ তা'আলা এ রকম মুত্তাকী পরহেযগার মানুষ তৈরি করতে চান। এ লোকেরা যেন পাপবিদগ্ধ এ সমাজে বাস করেও নিজেদেরকে রক্ষা করে মহান আল্লাহর পথে চলতে পারে। সূরা আল-বাক্বারায় তিনি সে কথাই বলেছেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মতো তোমাদের উপরও সাওম (রোযা) ফরয করা হলো যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।”^{২৮}

শুনাহ মাক্ফের এই তো সুযোগ : মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের কাজ হলো শুধুই সৎকাজ করা। কিন্তু উল্টো আমরা জড়িয়ে পড়ি নানারকম গুনাহের কাজে। অথচ যেতে চাই জান্নাতে। এ প্রেক্ষিতে অতীতের গুনাহ থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যাবে এ টেনশন মানুষকে সবসময় তাড়া করে। শাহরু রমায়ানে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের গুনাহ মাক্ফের এক মহান সুযোগ এনে দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ)، قَالَ : «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বাদরে ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় সালাত আদায় করবে তার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় ঈমানসহ রমায়ানের সাওম পালন করবে তারও অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।”^{২৯}

শুনাহ মাক্ফের এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়? মোটেই না।

সাহারী ও ইফতার- কল্যাণ এবং বরকতের নিদর্শন : আল্লাহ তা'আলা কত মহান! তিনি অবিরাম সাওম পালনের অসহনীয় কষ্ট থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন। তাঁর প্রিয় রাসূল (ﷺ)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে সহজ পথ বাতলে দিয়েছেন।

^{২৮} সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮০।

^{২৯} সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৬৬, মা. শা., হা. ১৯০১।

^{২৭} সহীহুল বুখারী- মা. শা., হা. ১৮৯৪।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (رضي الله عنه): أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) وَأَصْلَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَتَنَاهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تَوَاصَلُ، قَالَ: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى».

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। কোনো এক সময় নবী (ﷺ) (সাহারী ও ইফতার ছাড়া) সাওমে বেসাল (একাধারে রোযা) রাখতে থাকলে সাহাবীরাও সাওমে বেসাল রাখতে শুরু করেন। কিন্তু তাদের জন্য তা কষ্টকর হয়ে পড়লে নবী (ﷺ) তাদেরকে সাওমে বেসাল রাখতে নিষেধ করেন। তখন সবাই বললো, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখছেন? (আমরা কেন রাখবো না?) তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়। আমাকে (মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে) পানাহার করানো হয়।^{৩০}

লাইলাতুল ক্বাদর- সাওয়াব আর কল্যাণে গড়ে দেয় আমাদের তাকদীর : শাহরু রমাযানের অন্যতম আকর্ষণ লাইলাতুল ক্বাদর বা ভাগ্যরজনী। মানুষকে সৌভাগ্যশালী করার জন্য, তাদের জীবনকে হেদায়েতের নূরে আলোকিত করার জন্য পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য এ এক মহা উপহার। আল্লাহ সুবহানাছ তা‘আলা নিজেই বলেছেন :

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

“লাইলাতুল ক্বাদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।”^{৩১}

গুনাহ হতে রেহাই পেতে এ রাতে জেগে থাকতে হয় ‘ইবাদতের জন্য, মাফ চাইতে হয় প্রভুর দরবারে। বলতে হয়-

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ نَحْبُ الْعَفْوِ فَاعْفُ عَنِّي.

প্রভু হে! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি তো ক্ষমা করতে ভালোবাসো। অতএব আমাদের ক্ষমা করে দাও।^{৩২}

এমন আকুল প্রার্থনায় গাফুরর রাহীম কি সাড়া না দিয়ে পারেন? প্রিয় নবী (ﷺ) নিশ্চিত সুসংবাদই দিয়েছেন :

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

“যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় সালাত আদায় করবে, তার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।”^{৩৩}

^{৩০} সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৮৬, মা. শা., হা. ১৯২২।

^{৩১} সূরা আল ক্বাদর : ৩।

^{৩২} মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৫৩৮৪।

এ রাতের সাওয়াব হাজার মাসের চেয়েও বেশি। এক হাজার মাস শুধু তেরাশি বছর চার মাস নয়; বরং এর চেয়ে যে কতগুণ বেশি তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। সুবহানালাহ! আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেছেন :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

“আমি এই কুরআনকে নাযিল করেছি লাইলাতুল ক্বাদরে।”^{৩৪}

বস্ত্ত কুরআনের আলোয় মানুষের ভাগ্য হয়েছে সুপ্রসন্ন। একদিন যে ব্যক্তি জাহান্নামে থাকার উপযুক্ত ছিল, এখন সে জান্নাতে যাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর এই মহান রাতে ‘ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ পৌছতে পারে সৌভাগ্যের চরম শিখরে।

তাকদীরে কুরতুবীর বরাতে তাকদীরে মাআরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে- লাইলাতুল ক্বাদরে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত ভাগ্যলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিয়ক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে ফেরেশতাদেরকে লিখে দেয়া হয়। এমনকি এ বছরে কে হজ্জ করবে, তাও লিখে দেয়া হয়। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه)‘র উক্তি অনুযায়ী চারজন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন ইসরাফীল, মীকাজীল, মালাকুল মাউত ও জিব্রা-ঈল (رضي الله عنه)। কাজেই, নিজ নিজ ভাগ্য উন্নয়নের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দু‘আ করার সুযোগ পায় মানুষ এ রাতেই। আর এজন্য মহানবী (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে নির্দেশ দিয়েছেন এ রাতের সন্ধানে সক্রিয় হওয়ার :

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)، قَالَ :

«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْثْرِ، مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

‘আয়িশাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “তোমরা লাইলাতুল ক্বাদরকে রমাযানের শেষ ১০ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ করো।”^{৩৫}

ই‘তিকাহ- লাইলাতুল ক্বাদরের সন্ধানে প্রভুর ধ্যানে কয়েক দিন : সৌভাগ্য রজনী লাইলাতুল ক্বাদরকে পাবার জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। কর্মব্যস্ত মানুষের পক্ষে তা

^{৩৩} সহীহুল বুখারী; সুনান আবু দাউদ- হা. ১৩৭২, সহীহ।

^{৩৪} সূরা আল ক্বাদর : ১।

^{৩৫} সহীহুল বুখারী- হা. ২০১৭।

অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু ই'তিকাহে বসে মহান আল্লাহর ধ্যানে রমাযানের শেষ দশকটা কাটিয়ে দিলে বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে যায়। প্রিয় নবী (ﷺ) এ কাজটি করতেন বেশ যত্ন সহকারে, একাত্মচিত্তে।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ».

'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রমাযানের শেষ ১০ দিনে ই'তিকাহে বসতেন এবং বলতেন- তোমরা লাইলাতুল ক্বাদরকে রমাযানের শেষ ১০ দিনে তালাশ করো।^{৩৬}

পার্বিঁ বসন্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ই'তিকাহে বসতে হয়। সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ, তাহলীল, দু'আ, দুর্গদ ইত্যাদি পাঠের মাধ্যমে কেটে যায় সারাটা দিন। মহান আল্লাহর ঘরে বসে, পর্দার ভেতরে একাকীতে দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে মানুষের মন মহান আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে বেশ নিবিড়ভাবে। তখন হৃদয় মনে মহান আল্লাহর স্মরণে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ওই সময়ের সাওয়াব তো তখন আর হিসেবের মধ্যে রাখা যায় না, সংখ্যাভীত সাওয়াবে ভরে যায় 'আমলনামা। এজন্যই হয়তো প্রিয় নবী (ﷺ)'র সহধর্মিণীদের মাঝেও ই'তিকাহের ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল, যদিও মহিলাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি।

আর ইতিকাহের এ ১০ দিনে (রমাযানের শেষ দশকে) মহানবী (ﷺ)-এর রাতের 'ইবাদত বেশ বেড়ে যেতো।

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيَّقَطَ أَهْلَهُ».

'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বর্ণনা করেছেন, যখন (রমাযানের শেষ) দশ দিন আসত, তখন নবী (ﷺ) পরনের কাপড় মজবুত করে বাঁধতেন (অর্থাৎ- দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন), রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকদেরকেও জাগিয়ে দিতেন।^{৩৭}

রোযাদার- গুনাহ মাফ আর সাওয়াব অর্জনে উচ্চাসনে : মাসব্যাপী জান্নাতী ট্রেনিংয়ের প্রশিক্ষণার্থী হলো সায়েম বা রোযাদার। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আর জৈবিক চাহিদা দমন করে সে

পরিণত হয় সংযমী মানুষে। পরিণত হয় গুনাহমুক্ত ব্যক্তিতে। প্রিয় নবী (ﷺ) তো তাই বলেছেন :

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় ঈমানসহ রমাযানের রোযা রাখবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।^{৩৮}

শুধু কি তাই? অন্য রোযাদারকে সহযোগিতা করেও সে পেতে পারে বোনাস সাওয়াব :

عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) قال خطبنا رسول الله (ﷺ) الى ان قال من اشبع صائما سقاه الله من خوضي شوبة لا يظما حتى يدخل الجنة.

সালমান ফারসী (رضي الله عنه) বলেন যে, আল্লাহর নবী (ﷺ) তাঁর এক বক্তৃতায় আমাদেরকে বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে পেট পূর্ণ করে খাওয়াবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হাউজে কাওসার থেকে এমন এক শরবত পান করাবেন যে, কঠিন বিচারের দিন জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে সে আর তৃষ্ণা অনুভব করবে না।^{৩৯}

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».

জায়িদ ইবনু খালিদ জুহানী (رضي الله عنه) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদার ব্যক্তির রোযা রাখার সমান সাওয়াব পাবে। অবশ্য রোযাদার ব্যক্তির নিজের রোযার সাওয়াব বিন্দুমাত্র কমবে না।^{৪০}

রোযার মাধ্যমে রোযাদারের দু'রকম সাফল্য অর্জিত হয়। একদিকে তার সাওয়াব বাড়তে থাকে। অপর দিকে তার গুনাহ কমতে থাকে। তার সাওয়াব বৃদ্ধির পরিমাণটাও দারুণ! কারণ মানুষের সৎকাজের সাওয়াব এক হতে দশ, দশ হতে সাতশো গুণ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। কিন্তু রোযাদারের সাওয়াব কী পরিমাণ, তা আল্লাহ মালুম। ওই সাওয়াব অফুরন্ত। তার পুরস্কারটাও স্পেশাল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

^{৩৬} সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৬৬, মা. শা., হা. ২০০৯।

^{৩৭} বায়হাক্বী- মা. শা., ৩/৩০৫।

^{৪০} জামে' আত তিরমিযী- হা. ৮০৭, সহীহ।

^{৩৬} সহীহুল বুখারী- হা. ২০২০।

^{৩৭} সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৪।

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ.

“রোযা আমারই জন্য, আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব।”^{৪১}

এমন বিশেষ ঘোষণা তো শুধু রোযাদারদের জন্যই।

কে বলে মুখের গন্ধ? এ যে মিশক আশ্বরের সুবাস! রোযাদার তার রোযার মাধ্যমে ক্রমশ এমন মর্যাদায় উপনীত হন যে, তার তুলনা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সারা দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণায় তার মুখে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, তা মহান আল্লাহর কাছে মিশক আশ্বরের সুবাসের চেয়ে প্রিয়তর হয়ে ওঠে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : “রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মিশক আশ্বরের সুবাস হতেও উত্তম”^{৪২}

মোটকথা, রোযার মাধ্যমে মাটির মানুষ আরশের মালিকের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রের পরিণত হয়।

প্রভু হে! ক্ষমা করো আমায়! শাহরু রমায়ান গুনাহ হতে মুক্ত হবার, ক্ষমা লাভের এবং সাওয়াব আহরণের মাস। পরম করুণাময় এ মাসে তাঁর রহমতের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেন।

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, আমার উম্মাতকে পুরোপুরি ক্ষমা করা হয় রমায়ানের শেষ রাতে। মহানবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো- ওই রাতটি কি শবে ক্বাদরের? তিনি বললেন, না। কর্মীর কর্মের ফল পুরোপুরি ওই সময় দেয়া হয়, যখন সে সম্পূর্ণ কাজ-কর্ম সমাধা করে। মহানবী (ﷺ) বলেছেন। রমায়ান মাস উপলক্ষ্যে আমার উম্মাতকে ৫টি বিশেষ নিয়ামত দেয়া হয়েছে।

এক. রমায়ানের প্রথম রাতে আল্লাহ তা'আলা রোযাদার বান্দাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। যার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

দুই. রোযাদারের মুখের গন্ধ মহান আল্লাহর কাছে মিশক আশ্বরের চেয়েও সুবাসিত প্রিয়তর।

তিন. রোযাদারের জন্য প্রতি দিন অসংখ্য ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

চার. আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে নির্দেশ দেন যে, তুমি আমার বান্দাদের জন্য তৈর হও, সুসজ্জিত থাকো। শীগগীরই আমার রোযাদার বান্দারা দুনিয়ার ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়ে আমার ঘরে এসে শান্তি উপভোগ করবে।

পাঁচ. রমায়ানের শেষ তারিখে আল্লাহ তা'আলা সব রোযাদারকে ক্ষমা করে দেন। (একথা শুনে) এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, “(শেষ তারিখ বলতে) এটি কি ক্বাদরের রাত (রুবানো হয়েছে)?” তিনি বললেন, না। তুমি কি মজদুরদের দেখনি? তারা তো যখন কাজ পূর্ণ করে অবসর পায় তখন তাদের পুরো মজুরি দেয়া হয়।^{৪৩}

আমাদের সবারই মনে রাখা দরকার ক্ষমা পাবার এ মহাসুযোগ যেন কোনোক্রমেই হাতছাড়া না হয়। তাওবাহ, ইস্তিগফারের যতো দু'আ আছে, সেগুলো একাধিটিতে বার বার পড়ার মাধ্যমে আমরা এ সুযোগ নিতে পারি। আর এ কাজটি তো করতেই হবে। ক্ষমা অর্জন করতে পারলে এ পৃথিবীতে আমরা হতে পারবো সংযমী এবং শুদ্ধতম আলোকিত মানুষ, আর পরকালে আমাদেরকে সাদরে বরণ করার জন্য তৈরি থাকবে একটি স্পেশাল গেইট যার নাম রাইয়ান।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : « فِي الْحِجَّةِ ثَمَانِيَةٌ أَبْوَابٍ مِنْهَا : بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ ».

প্রখ্যাত সাহাবী সাহল ইবনু সা'দ (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : জান্নাতে ৮টি গেইট আছে। তন্মধ্যে একটি গেইটের নাম রাইয়ান। শুধু রোযা পালনকারী ব্যক্তিরাই ওই গেইট দিয়ে প্রবেশ করার অধিকার পাবে।^{৪৪}

মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও হে রোযাদার! জেগে ওঠো : এতো যে সম্মান আর মর্যাদা বয়ে নিয়ে আসে শাহরু রমায়ান। সেই সময় আর সেই সাওয়ামকে আমরা কি অবহেলা করতে পারি? এমন বোকা কি কেউ আছে। কতো মমতা দিয়েই না আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ডাক দিচ্ছেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾

^{৪১} সহীহুল বুখারী- হা. ৭৪৯২।

^{৪২} মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৯৫৯/৪।

^{৪৩} শু' আবুল ঈমান- কানযুল উম্মাল, বায়হাক্বী।

^{৪৪} সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকা-ত- হা. ১৯৫৭/২।

হে মানুষ! কোনো বিষয় তোমাকে তোমার সম্মানিত প্রতিপালকের সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছে?"^{৪৫}

আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রমাযান মাসের প্রথম রাতেই আসমান থেকে ফেরেশ্তারা আহ্বান জানায়, হে কল্যাণ প্রত্যাশীরা! তোমরা দ্রুত মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের দিকে অগ্রসর হও। আর হে পাপকাজে মগ্ন ব্যক্তিরা! তোমরা থামো।^{৪৬}

ফেরেশ্তাদের এ আহ্বান মূলত মহান আল্লাহর সেই সার্বজনীন আহ্বানেরই পুনরুক্তি মাত্র, যেখানে তিনি বলেছেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ: "إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ".

আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রমাযান মাসের প্রথম রাতেই আসমান থেকে ফেরেশ্তারা আহ্বান জানায়, হে কল্যাণ প্রত্যাশীরা! তোমরা দ্রুত মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের দিকে অগ্রসর হও। আর হে পাপকাজে মগ্ন ব্যক্তিরা! তোমরা থামো।^{৪৭}

ফেরেশ্তাদের এ আহ্বান মূলত মহান আল্লাহর সেই সার্বজনীন আহ্বানেরই পুনরুক্তি মাত্র, যেখানে তিনি বলেছেন :

سارعوا الى مغفرة من ربكم.

অতএব আর দেরি নয়, চলুন প্রস্তুতি নিই গুনাহ মাক্ফের এই সময়ে। নিজেদেরকে জান্নাতী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিচের কাজগুলো সম্বন্ধে সম্পাদন করি :

১. প্রথমেই পুরো রমাযান মাসের পরিকল্পনা করবো— সাহারীর জন্য ঘুম থেকে উঠা, জামা'আতে সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত এবং তাফসীর অধ্যয়ন, হাদীস পাঠ, সাংসারিক কাজ, অফিশিয়াল কাজ, পড়াশোনা, ইফতার, তারাবীহ এবং ঘুমানোর সময় সবই পরিকল্পনায় রাখবো।

২. কুরআন শুধু তিলাওয়াত করলে সাওয়াব হবে ঠিকই কিন্তু যাদের পক্ষে সম্ভব— কুরআনের তাফসীর পড়বো এবং সাথে সাথে নোট করবো কুরআনে কোনো কোনো কাজ মন্দ এবং কোনো কোনো কাজ ভালো হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে আর সেই অনুসারে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেবো।

^{৪৫} সূরা আল ইনফিতা-র : ৬।

^{৪৬} জামে' আত্ তিরমিযী।

^{৪৭} জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৬৮২, সহীহ।

৩. সাওম ফরয হয়েছে মানুষকে মুত্তাকী বানাবার জন্য। কুরআন পড়ার সময় খুঁজবো, কোথায় কোথায় মুত্তাকী পরহেযগারদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। ওই বৈশিষ্ট্যগুলো নোট করে নিজের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেবো।

৪. প্রতিবেশীরা যাতে সঠিকভাবে সাওম পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে তাদেরকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবো।

৫. নিয়মিত দা'ওয়াত এবং তাবলীগের কাজ করবো এবং কুরআন তা'লীম, দারসুল কুরআন, দারসুল হাদীস, 'আক্বীদাহ্ এবং 'ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা সভা ইত্যাদি আয়োজন করবো। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন উল্লিখিত কাজগুলো যথানিয়মে সম্পাদনের মাধ্যমে নিষ্পাপ মানুষ হওয়ার তাওফীক দান করুন—আমীন।

কবিতা / قصيدة

মায়ের ভাষা

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

ক খ আর অ আ বেরোয় আমার প্রতি স্বাসে
গগন পবন জল ভূ-তলে বাংলা ধ্বনি ভাসে
আমি বাংলা ছাড়া অন্ধ;

তাজিংডং আর কেওক্রাডং নাচে বাংলা তালে
এই ভাষাতে দোয়েল গায় বসে তরুডালে
আহা! কী যে মধুর ছন্দ!

মায়ের ভাষা মিশে আছে খাঁটিসোনা রূপ ধরে
পদ্মা মেঘনা যমুনার বিশাল বালুচরে
করে মধুজলে স্নান;

এই ভাষাতে কলম দিয়ে পদ্য গল্প লেখি
এই ভাষাকে বুকে চেপে কত স্বপ্ন দেখি
লিখে যাই কত গান।

বাংলা আমার মিশে আছে ধমনী শিরায়
শ্বেত কণিকা লৌহিত কণিকা অণুচক্রিকায়
তাজা রাখে দেহ প্রাণ;

বাংলা রঙে রবি উঠে পূর্ব আকাশে
বাংলা সুর ভেসে বেরায় ষড়ঋতুর বাতাসে
নাকে পাই সুধা ঘ্রাণ।

* বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

✍️ مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধ :

রমায়ান প্রস্তুতি ও বিশুদ্ধ সিয়াম

জান্নাতুল মহল*

[দ্বিতীয় পর্ব]

সিয়ামের ফযীলাত

১. সিয়াম গুনাহ মোচনকারী : যে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রমায়ানের সাওম পালন করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।^{৪৮}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, “কোনো লোকের স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশীর দ্বারা সৃষ্ট কোনো গুনাহ সালাত, সিয়াম ও দান-সাদ্বাক্বাহ্ মোচন করে দেয়।”^{৪৯}

২. সিয়াম-জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ দূরত্বে রাখবে : আবু সাঈদ আল-খুদরী (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত; তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র সিয়াম (রোযা) পালন করবে, সেই বান্দাকে আল্লাহ ঐ সিয়ামের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বে রাখবেন।^{৫০}

৩. সিয়াম-জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল : ‘উসমান ইবনু আবুল আস কর্তৃক বর্ণিত; মহানবী (ﷺ) বলেন, “সিয়াম হলো জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢালস্বরূপ”; যেমন যুদ্ধের সময় নিজেকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ঢাল (ব্যবহৃত) হয়ে থাকে।^{৫১}

৪. সিয়াম-সুপারিশ করবে : ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত; আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, “কিয়ামতের দিন সিয়াম বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।’ আর কুরআন বলবে, ‘আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। নবী (ﷺ) বলেন, “ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।”^{৫২}

* দাঁড় ও প্রশিক্ষক, ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প।

^{৪৮} সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৬০।

^{৪৯} সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

^{৫০} সহীহুল বুখারী- হা. ২৮৪০।

^{৫১} সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ৩৮৭৯।

^{৫২} মুসনাদে আহমাদ।

৫. সিয়ামের সমতুল্য কোনো ‘ইবাদত নেই : আবু উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমাকে এমন কোনো ‘আমলের কথা বলুন, যদ্বারা আল্লাহ তা‘আলা আমাকে লাভবান করবেন’ (অপর এক বর্ণনায় আছে, যার মাধ্যমে আমি জান্নাত পেতে পারব)। তিনি (ﷺ) বলেন, ‘তুমি সিয়াম রাখো, কারণ এর সমতুল্য কিছুই নেই।’^{৫৩}

৬. যে ব্যক্তির শেষ ‘আমল সিয়াম সে জান্নাতে প্রবেশ করবে : হুযাইফাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী (ﷺ) আমার বুক হেলান দিয়ে ছিলেন। সেই সময় তিনি বললেন, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ বলার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন সিয়াম রাখার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কিছু সাদ্বাক্বাহ্ করার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।^{৫৪}

৭. সিয়াম পালনকারী রবের সাক্ষাৎ বা দিদার লাভ করবে : সিয়াম পালনকারীর দু’টি আনন্দ রয়েছে— একটি আনন্দ উপভোগ করে, সে যখন ইফতার করে, আর দ্বিতীয় মহানন্দটি সে উপভোগ করবে (তার সিয়ামের ফলে) যখন (জান্নাতে) তার রবের সাক্ষাৎ বা দিদার লাভ করবে।^{৫৫} আল্লাহ্ আকবার!

৮. ‘ইবাদতের মধ্যে কোনো ভুল হলে সিয়াম কাফফারা : সিয়ামের একটি অনন্য ফযীলাত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা‘আলা অন্যান্য ‘ইবাদতের মধ্য হতে সিয়ামকেই কেবলমাত্র কাফফারা (পাপের প্রায়শ্চিত্য বা বদলা) হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যেমন- ইহরাম অবস্থায় রোগাক্রান্তের ফলে বা অন্য কোনো কারণে মাথার চুল

^{৫৩} ইবনু খুযাইমাহ- তাহক্বীক : আলবানী, হা. ৯৭০।

^{৫৪} সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (তাহক্বীক)- হা. ৯৭২।

^{৫৫} সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৬০।

মুগুন করলে এবং হজ্জে কুরবানী করতে অসমর্থ হলে, কসম ভঙ্গ করলে, ইহরাম অবস্থায় শিকার করলে।^{৬৬}

৯. রাইয়্যান নামক জান্নাত শুধুমাত্র সিয়াম পালনকারীদের জন্য : জান্নাতের যাওয়ার অসাধারণ একটি 'আমল- সিয়াম। জান্নাতের ৮টি দরজার মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়্যান। রাইয়্যান অর্থ পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করা। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ সিয়াম পালনকারী রাইয়্যান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এরপর তা (সেই) দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা রয়েছে, কিয়ামত দিবসে কেবল সিয়াম পালনকারীগণ উক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের প্রবেশের পর সেটা (ওই দরজা) বন্ধ করে দেয়া হবে, ফলে আর কেউ প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।^{৬৭}

সিয়ামের নিয়ত : নিয়তের শাব্দিক অর্থ হলো ইচ্ছা বা সংকল্প বা প্রতিজ্ঞা করা। আরবীতে হলো (ক্বাসাদ আল-ক্বালাব) অর্থ হৃদয়ের ইচ্ছা। পরিভাষায় নিয়ত বলা হয়, কোনো কাজ করার পূর্বে অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করা। যে ব্যক্তি সিয়াম পালনের ইচ্ছা নিয়ে এদ্বারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে রাতে সাহুর (সাহারী) খেয়ে নিলো সেই নিয়তকারী হলো অর্থাৎ- এটাই প্রকৃত অর্থে নিয়ত।^{৬৮} মহান আল্লাহর বিধান পালনার্থে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে কোনো কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করা, তা নিছক অন্তরের কাজ, জিহ্বার কোনো সম্পর্ক নেই, আর তাই তা মুখে উচ্চারণ করা অবৈধ।^{৬৯}

সুতরাং সিয়াম পালনের পূর্বে দু'আ বা সূরার ন্যায় আরবী গদরূপে "নাওয়াইতু আন আসুমা গাদাম মিন শাহরি রমাযানালা... এভাবে পাঠ করা বৈধ নয়; বরং বিদ'আত। (এছাড়াও 'গাদাম' অর্থ আগামীকাল। যেহেতু আরবী মতে রাত আগে-দিন পরে তাই সাহারী খাচ্ছি আজকের সিয়ামের জন্য আর নিয়ত কালকের জন্য বলাটা ভুল)। একইভাবে অন্যান্য 'ইবাদত যেমন- ওয়ূ, গোসল, তায়াম্মুম, সালাত প্রভৃতির পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করাও বিদ'আত।

^{৬৬} উৎস : সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৯৬, সূরা আন-নিসা : ৯২, সূরা আল-মায়িদাহ : ৮৯, ৯৫ এবং সূরা আল-মুজাদালাহ : ৩-৪।

^{৬৭} সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

^{৬৮} ফিক্বুহুস সুন্নাহ- ১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃ.।

^{৬৯} ফিক্বুহুস সুন্নাহ- ১ম খণ্ড, ৩৮ পৃ.।

রাসূল (ﷺ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন এবং জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত যারা, তারা সহ লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরাম কেউ কোনো দিন কোনো 'ইবাদতের পূর্বে উক্ত নাওয়াইতু আন পাঠ করেননি।

সাহারী : সিয়াম রাখার উদ্দেশ্যে শেষ রাত্রীতে যে খাবার খাওয়া হয় আরবীতে তাকেই সাহুর বা সাহারী বলা হয়। যদিও আমাদের পরিবারে বা সমাজে অনেকেই সাহারী বলে থাকি। সিহর/সাহারী অর্থ- যাদু, মন্ত্র বা ধোঁকা। ২৬ নং সূরা/সূরা আশ্-শু'আরা-তে আমরা অনেক আয়াতে সিহর বা সাহারী এই শব্দটি দেখতে পাই। যার অর্থ যাদু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব সাহারীকে সাহারী বলা ভুল।

সাহারী খাওয়ার গুরুত্ব : আনাস ইবনু মালিক হতে বর্ণিত; রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা সাহারী খাও। কেননা, সাহারীতে বরকত ও কল্যাণ আছে।"^{৭০}

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবাহানাছ তা'আলা সাহারী ভক্ষণকারীদের জন্য দয়া করেন এবং মালাইকা (ফেরেশতাগণ) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।"^{৭১} আল্লাহ আকবার!

সাহারী ভক্ষণকারীর জন্য- ১. আল্লাহ দয়া করেন; **২.** মালাইকা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। **৩.** সাহারীতে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে।

ইফতার

ইফতারের সময় : আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, কেননা ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা বিলম্বে ইফতার করে।"^{৭২}

সূর্যাস্তের সময়ই ইফতারের সময়।^{৭৩}

সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর কাল-বিলম্ব না করে দ্রুত ইফতার করার মধ্যেই কল্যাণ।

কি দিয়ে ইফতার : আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সালাতের পূর্বে কিছু আধাপাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন।^{৭৪} যে ব্যক্তি খেজুর না পায় সে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। তিনি এমন খাবার দ্বারা ইফতার করতে পছন্দ করতেন যাকে আঙুন স্পর্শ করেনি।^{৭৫}

^{৭০} সহীহুল বুখারী- হা. ১৯২৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৯৫।

^{৭১} ইবনু হিব্বান- ৩৪৬৭; আত তারগীব ওয়াত তারহীব- ১/৫১৯।

^{৭২} সুন্নাহ আবু দাউদ- হা. ২৩৫৩।

^{৭৩} সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫৪।

^{৭৪} আহমাদ- ৩/১৬৪; আবু দাউদ- ২৩৫৬; তিরমিযী- ৯৬৯।

^{৭৫} আবু ইয়া'লা; আত তারগীব ওয়াত তারহীব- তাহক্বীক : আলবানী।

খেজুর দ্বারা ইফতারের উপকারিতা : পেট খালি থাকা অবস্থায় (পাকস্থলীতে) মিষ্টি জিনিস দিলে তা অধিকরূপে গ্রহণ করে। এর ফলে শরীরে বিভিন্ন শক্তি ও উপকৃত হয়, বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তি এবং শরীরের সজিবতা এর দ্বারা বৃদ্ধি পায়। আর খেজুর হলো- মিষ্টি এবং অধিক গুণসমৃদ্ধ একটি খাবার।

পানি দ্বারা ইফতারের উপকারিতা : সিয়ামে পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারা দিন না খেয়ে থাকার ফলে শরীরে একপ্রকার শুষ্কতা আসে। তাই খেজুর খাওয়ার পর প্রথমে পানি দিয়ে আদ্র করলে উপকার পরিপূর্ণ হয়। এজন্য পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য উত্তম হলো- প্রথমে একটু পানি পান করে তারপরে খেতে শুরু করা। এছাড়া খেজুর ও পানিতে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সারাদিন না খেয়ে থাকার পর তা খেলে শরীরের শিরা-উপশিরা সতেজ হয়।^{৬৬}

ইফতার করার নিয়ম : ১. পানাহারের পূর্বে 'বিস্মিল্লা-হ' বলা। কারণ, মহানবী (ﷺ) তা বলতে আদেশ করেছেন।^{৬৭} ২. খাওয়ার শুরুতে 'বিস্মিল্লা-হ' বলতে ভুলে গেলে এবং খেতে খেতে মনে পড়লে বলতে হয়, 'বিস্মিল্লা-হি আউয়ালাহ ও আ-খিরাহ' (শুরুতে ও শেষে মহান আল্লাহর নাম নিয়ে খাচ্ছি)।^{৬৮} ৩. খাওয়া শেষ হলে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলতে হয়। যেহেতু কিছু খাওয়া অথবা পান করার পরে বান্দা মহান আল্লাহর প্রশংসা করুক এটা তিনি পছন্দ করেন।^{৬৯} ৪. ইফতার শেষে দু'আ : ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত; নবী (ﷺ) ইফতার করলে এই দু'আ বলতেন-

«ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.»

উচ্চারণ : যাহাবায যামাউ অবতাল্লাতিল 'উরুকু অসাবাতাল আজরু ইন্ শা-আল্লাহ। অর্থ : 'পিপাসা দূরীভূত হলো, শিরা-উপশিরা সতেজ হলো এবং ইন্ শা-আল্লাহ সওয়াব সাব্যস্ত হলো।'^{৭০} ইফতারের সময় এই দু'আই সবচেয়ে সহীহরূপে নবী (ﷺ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ৫. খাদ্য গ্রহণ শেষে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়ে দু'আ :

^{৬৬} যাদুল মা'আদ- ২/৫০-৫১ পৃ.।

^{৬৭} সহীহুল বুখারী- ৩/৩৪৫।

^{৬৮} আবু দাউদ- ৩৭৬৭; তিরমিযী- ১৮৫৮; ইবনু মাজাহ- ৩২৬৪।

^{৬৯} সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৩৪; আত্ তিরমিযী- হা. ১৮১৬।

^{৭০} আবু দাউদ- হা. ২৩৫৭, হাসান; মিশকাত- হা. ১৯৯৩।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِيٍّ، وَلَا قُوَّةٍ.

উচ্চারণ : আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্'আমানী হা-যা, ওয়া রাযাকুনীহি মিন্ গাইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালাকুউয়াহ্। অর্থ : সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য; যিনি আমাকে আমার ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই এই খাবার খাইয়েছেন এবং এই রযী দান করেছেন। -তাহলে তার বিগত সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করা হবে।^{৭১}

ইফতার করানো : রমাযানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করানো। গরীব হোক বা ধনী, বন্ধু হোক বা আত্মীয় অথবা দূরের কেউ, অথবা প্রতিবেশী হোক ইফতার করলে তাতে রয়েছে প্রচুর সওয়াব।

নবী (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করায় সেই ব্যক্তিও ঐ সিয়ামের সমপরিমাণই সওয়াব অর্জন করে। আর এতে ঐ সিয়ামকারীর সওয়াব কিছু পরিমাণও কম হয়ে যায় না।^{৭২}

যে কোনো পরিবারের কাছে ইফতার করলে তার জন্য কৃতজ্ঞতা আদায়ে দু'আ : 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (رضي الله عنه) বলেন, একদিন নবী (ﷺ) সা'দ ইবনু মু'আযের নিকট ইফতার করে কৃতজ্ঞতা আদায়ে তার জন্য এই দু'আ করলেন-

«أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلْ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ.»

“আপনার কাছে সিয়াম পালনকারীরা ইফতার করলেন, আপনার খাবার সৎলোকেরা যেন খায়, আর আপনাদের জন্য মালাইকা (ফেরেশতাগণ) ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।^{৭৩}

নবী (ﷺ) নিজ পরিবারের নিকট ইফতার করার সময় এই দু'আ পড়েছেন।^{৭৪}

আল্লাহ্ আকবার! এতো সুন্দর দু'আ। নিজ পরিবার অথবা অন্য কোনো পরিবারের কাছে ইফতার খেয়ে কৃতজ্ঞতা আদায়ে এই দু'আ করতে ভুলবেন না।

[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ্]

^{৭১} তিরমিযী- ৩৪৫৮; আবু দাউদ- ৪০২৫; ইবনু মাজাহ- ৩২৮৫, হাসান।

^{৭২} তিরমিযী- ৮০৭; ইবনু মাজাহ- ১৭৪৬; আহমাদ- ১৭০৩।

^{৭৩} তিরমিযী- ১০৯১; আবু দাউদ- ২১৩০; ইবনু মাজাহ- ১৯০৫, সহীহ।

^{৭৪} মুসনাদে আহমাদ- হা. ১২১৭৭।

কুরআনের মর্যাদা ও মানবজীবনে তার প্রভাব

মো. মনিরুজ্জামান*

ভূমিকা : আল-কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ গ্রন্থ। এটি শুধু মুসলিম উম্মাহর জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা।

যা মানবজাতির জন্য এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি শুধু একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়; বরং সৃষ্টিজগতের সঠিক দিশা, ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড, আলো-অন্ধকারের পার্থক্যকারী এবং অনন্ত সফলতার পথনির্দেশ।

কুরআনকে বলা হয় هُدًى لِّلنَّاسِ (মানবজাতির জন্য হিদায়াত)। তাফসীর ইবনু কাসীর ও তাফসীরে জাকারিয়াতে কুরআনের মর্যাদা, মানব জীবনে তার প্রভাব ও অপরিসীম গুরুত্ব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মহান আল্লাহর এই কিতাব আমাদের জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা।

কুরআন : মানবতার জন্য মহান আল্লাহর চিরন্তন আলো মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন কোনো গ্রন্থ নেই, যা কেবল পাঠ নয়; বরং জীবন গঠন, চিন্তা, সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণের দিকনির্দেশনা দেয়। আল-কুরআন সেই অলৌকিক গ্রন্থ, যার প্রতিটি অক্ষর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে নিজের বাণী হিসেবে ঘোষণা করেছেন :

﴿إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

“এটি তো কেবল অবতীর্ণ ওয়াহী।”^{৭৫}

তাফসীরে ইবনু কাসীরে বলা হয়েছে, এই আয়াত প্রমাণ করে যে কুরআনের প্রতিটি অক্ষরই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, কোনো মানব-রচিত বাণী নয়। তাফসীরে জাকারিয়ায় উল্লেখ আছে, এর মাধ্যমে কুরআনের মর্যাদা ও সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

কুরআন মানুষের জন্য রহমত, হিদায়াত ও শিফা। এটি নাযিল হয়েছে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবজাতিকে আলো দেখানোর জন্য। আল্লাহ বলেন :

﴿هُدًىٰ بَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ وَهُدًىٰ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾

“এটি মানুষের জন্য স্পষ্ট বাণী, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।”^{৭৬}

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আল কুরআনের প্রতিটি অক্ষর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ও সংরক্ষিত এবং চিরকালীন সত্যের বার্তা বহন করে।

যে যুগে অন্ধকার, মূর্খতা ও অন্যায় মানবজাতিকে ঘিরে ফেলেছিল, সেই সময় আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রেরণ করেন সর্বশেষ বাণী নিয়ে-

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

“পড়ো, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।”^{৭৭}

এই প্রথম আহ্বানেই স্পষ্ট হয়, কুরআনের লক্ষ্য শুধু ধর্মীয় রীতিনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি জ্ঞান, চিন্তা, গবেষণা ও আত্মজাগরণের এক মহান ঘোষণা।

কুরআন এমন এক বাণী, যা মানুষের বাহ্যিক জীবন যেমন শুদ্ধ করে, তেমনি অন্তরের অন্ধকারও দূর করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿هُدًىٰ لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾

“এটি মানুষের জন্য হিদায়াত, সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।”^{৭৮}

তাফসীরে ইবনু কাসীর ব্যাখ্যা করেন যে, “কুরআন হচ্ছে এমন এক নূর (আলো), যা অন্ধকারাচ্ছন্ন আত্মাকে পথ দেখায়, সন্দেহ দূর করে ও মানববোধকে মহান আল্লাহর দিকে ফেরায়।”

তাফসীরে জাকারিয়া-য় বলা হয়েছে, “এই আয়াতের ‘ফুরকান-ন’ শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে- কুরআন এমন এক মানদণ্ড, যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন তৈরি করে। নবী করীম (ﷺ) বলেছেন-

خَيْرُكُمْ مَن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

* সাবেক প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক, জমঙ্গয়ত শুকানে আহলে হাদীস, যশোর জেলা।

^{৭৫} সূরা আন-নাযম : ৪।

^{৭৬} সূরা আ-লি-ইমরান : ১৩৮।

^{৭৭} সূরা আল-আলাক : ১।

^{৭৮} সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫।

“তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।”^{৭৯}

এই হাদীস প্রমাণ করে, কুরআনের সাথে সম্পর্কই মানবমর্যাদার সর্বোচ্চ চূড়ান্ত স্তর। এটি শুধুমাত্র পাঠের বই নয়; বরং চিন্তা, জীবনবোধ, রাজনীতি, সমাজনীতি, নৈতিকতা ও আখলাকের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান।

কুরআন মানুষকে শেখায় কীভাবে দুনিয়ায় সফল ও পরকালে মুক্তি পাওয়া যায়

আল্লাহ তা’আলা বলেন—

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

“নিশ্চয়ই এই কুরআন এমন পথের দিকে পথপ্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সঠিক।”^{৮০}

ইবনু কাসীর বলেন, “এই আয়াতে আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা করেছেন যে কুরআনই একমাত্র পথ, যা মানুষকে ন্যায়ের পথে স্থির রাখে।”

তাফসীরে জাকারিয়া ব্যাখ্যা করেন, “‘আকওম’ মানে এমন পথ যা মানুষ সমাজে ন্যায়, শান্তি ও স্থিতি আনে।”

কুরআনের আলো স্পর্শ করলে মানুষ নিজের অন্তরেই বিপ্লব অনুভব করে। এই বই শুধু মুখস্থের নয়— বোধের, ‘আমলের, ভালোবাসার। নবী (ﷺ) তাঁর বিদায়ী খুতবায় ঘোষণা করেন—

تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن تَمَسَّكُمْ بِهِ لَنْ تَضَلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، كِتَابَ اللَّهِ.

“আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না— সেটি মহান আল্লাহর কিতাব।”^{৮১}

এখান থেকেই স্পষ্ট যে, কুরআন মানুষের জীবনকে আলোকিত করার একমাত্র মাধ্যম। এর মর্যাদা শুধু মহান আল্লাহর বাণী হওয়ার কারণেই নয়; বরং এটি মানুষের অন্তরকে প্রশান্তি দেয়, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং মানুষকে দুনিয়া-আখিরাতে মুক্তির পথ দেখায়।

এই ঘোষণা মানবজাতির জন্য চিরন্তন নীতিবাক্য— কুরআনকে কেন্দ্র করেই স্থির হয় হিদায়াত ও সফলতার মানদণ্ড।

^{৭৯} সহীহুল বুখারী- হা. ৫০২৭।

^{৮০} সূরা আল-ইসরা : ৯।

^{৮১} সহীহ মুসলিম- হা. ২৪০৮।

সুতরাং কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর কালাম, হিদায়াতের উৎস এবং জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। যারা এর প্রতি ঈমান আনে, তা পাঠ করে, বুঝে এবং জীবনে প্রয়োগ করে— তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল।

এখন আমরা পর্যায়ক্রমে দেখব— কুরআনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কেমনভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে। ⇨ আল কুরআনের বাণী, ⇨ তাফসীর ইবনু কাসীর ও তাফসীরে জাকারিয়া থেকে সারমর্ম এবং সহীহ হাদীস ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ নিচে দু’টি ভাগে বিষয়টি সাজানো হলো— ১. কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে প্রথমে ২০টি পয়েন্ট এবং ২. মানবজীবনে কুরআনের প্রভাব সম্পর্কে পরবর্তী ২০টি পয়েন্ট আকারে আলোচনা করা হলো।

প্রথম অধ্যায় : কুরআনের মর্যাদা (২০টি পয়েন্ট)

⇨ কুরআনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য (The Status of the Qur’an)

১. কুরআন আল্লাহ তা’আলার সরাসরি বাণী اللَّهُ كَلَّمَ :

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ اللَّهِ الْعَزِيزِ﴾

“নিশ্চয়ই এটি পরাক্রমশালী আল্লাহর বাণী।”^{৮২}

তাফসীর ইবনু কাসীর : এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা করেছেন যে, কুরআন কোনো মানবীয় চিন্তা বা কবিতা নয়; এটি একান্তই মহান আল্লাহর কালাম, যা জিব্রা-ঈল (ﷺ) নবী (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। কুরআনের প্রতিটি শব্দ আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তাই এর কোনো অংশ পরিবর্তনযোগ্য নয়।^{৮৩}

তাফসীরে জাকারিয়া : এখানে قَوْلُ اللَّهِ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে কুরআনের উৎস মহান আল্লাহরই বাণী, যদিও জিব্রা-ঈল (ﷺ) তা পৌঁছিয়েছেন। এটি আল্লাহর এক অনবদ্য সৃষ্টি, যা মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক।^{৮৪}

^{৮২} সূরা আত-তাক্বীর : ১৯।

^{৮৩} Tafsir Ibn Kathir- vol. 8, p. 392।

^{৮৪} Tafsir Zakariya- Surah At-Takwir, p. 256।

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করে, সে প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি নেকী লাভ করবে।”^{৮৫}

কুরআন কোনো প্রেরিত কবিতা নয়; এটি মহান আল্লাহর মুখনিঃসৃত বাণী। এর প্রতিটি অক্ষর রহমত ও নূর। তাই একজন মু’মিনের দায়িত্ব হলো কুরআনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা এবং তা শেখা-শেখানোয় নিজের জীবন নিয়োজিত করা।

২. কুরআন মানবজাতির জন্য হিদায়াতের পূর্ণাঙ্গ উৎস : আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾

“এই সেই গ্রন্থ, যাতে কোনো সন্দেহ নেই -এটি মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।”^{৮৬}

তাফসীর ইবনু কাসীর : এই আয়াতে আল্লাহ তা’আলা কুরআনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ঘোষণা করেছেন। এটি এমন গ্রন্থ, যাতে কোনো সন্দেহের স্থান নেই। ‘মুত্তাকী’ বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে মহান আল্লাহকে ভয় করে, গুনাহ থেকে দূরে থাকে এবং কুরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করে।^{৮৭}

তাফসীরে জাকারিয়া : এখানে কুরআনকে “হিদায়াতের উৎস” বলা হয়েছে, কারণ এতে এমন কোনো বিষয় বাদ পড়েনি যা মানুষের কল্যাণে প্রয়োজনীয়। কুরআন নৈতিকতা, ‘ইবাদত, সমাজ ও রাষ্ট্র -সবক্ষেত্রে আলোর দিশা দেয়।’^{৮৮}

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, “কুরআন হলো মহান আল্লাহর দড়ি, যে একে আঁকড়ে ধরবে সে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।”^{৮৯}

কুরআন হলো সেই আলোকিত মানচিত্র, যা মানুষকে পথ দেখায় আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে। যারা এই গ্রন্থকে আঁকড়ে ধরে, তাদের জীবন শান্তি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরে ওঠে।

৩. কুরআন একটি অবিকৃত ও সংরক্ষিত কিতাব : আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ﴾

^{৮৫} সহীহ আত্ তিরমিযী- কিতাবুস সাওয়াব, হা. ২৯১০।

^{৮৬} সূরা আল-বাক্বারাহ : ২।

^{৮৭} Tafsir Ibn Kathir- vol. 1, p. 46।

^{৮৮} Tafsir Zakariya- Surah Al-Baqarah, p. 22।

^{৮৯} সহীহ মুসলিম- হা. ২৪০৮।

“নিশ্চয়ই আমিই এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমিই এর সংরক্ষণকারী।”^{৯০}

তাফসীর ইবনু কাসীর : আল্লাহ তা’আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কুরআনকে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত বিকৃতি থেকে রক্ষা করবেন। পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যেমন মানুষ পরিবর্তন করেছিল, কুরআনের ক্ষেত্রে তা কখনো ঘটবে না।^{৯১}

তাফসীরে জাকারিয়া : ﴿لِحٰفِظُوْنَ﴾ অর্থ- আল্লাহ তা’আলা নিজেই এর সংরক্ষক। ইতিহাস সাক্ষী যে, চৌদ্দশত বছরেও কুরআনের একটি অক্ষর পরিবর্তন হয়নি। এর সংরক্ষণ মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন।^{৯২}

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, “এই উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন একটি দল থাকবে যারা সত্যের উপর অটল থাকবে।”^{৯৩}

কুরআনের সংরক্ষণ শুধু মুসহাফে নয়, কোটি মুসলমানের মুখস্থ ও হৃদয়ে। এটি প্রমাণ করে যে, কুরআনের রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ, আর মুসলিম উম্মাহ সেই দায়িত্বের অংশীদার।

৪. কুরআন হচ্ছে এক অনন্ত আলো (نُورٌ مُّبِيْنٌ) : আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿فَاَمْنٰوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِيْ اُنزِلْنَا﴾

“অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং যে নূর আমরা অবতীর্ণ করেছি, তাতে ঈমান আনো।”^{৯৪}

তাফসীর ইবনু কাসীর : ‘নূর’ বলতে এখানে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করে দেয়। কুরআন হৃদয়কে জীবিত করে, চিন্তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।^{৯৫}

তাফসীরে জাকারিয়া : এই আয়াতে আল্লাহ তা’আলা নির্দেশ দিচ্ছেন- শুধু বিশ্বাস নয়, কুরআনের আলোয় জীবন পরিচালনা করতে হবে। ‘নূর’ এখানে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণের প্রতীক।^{৯৬}

^{৯০} সূরা আল-হিজর : ৯।

^{৯১} Tafsir Ibn Kathir- vol. 5, p. 403।

^{৯২} Tafsir Zakariya- Surah Al-Hijr, p. 178।

^{৯৩} সহীহ মুসলিম- হা. ১৯২০।

^{৯৪} সূরা আত্-তাগা-বুন : ৮।

^{৯৫} Tafsir Ibn Kathir- vol. 8, p. 131।

^{৯৬} Tafsir Zakariya- Surah At-Taghabun, p. 67।

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, “কুরআন এমন এক আলো যা তোমার জন্য অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করবে।”^{৯৭}

কুরআনের আলো মানুষের অন্তর আলোকিত করে। যে ব্যক্তি কুরআনের নূরকে জীবনে ধারণ করে, তার চিন্তা ও কর্ম মহান আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

৫. কুরআন হচ্ছে সর্বোত্তম অলৌকিকতা ও প্রমাণ : আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِبَيِّنَاتٍ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِبَيِّنَاتٍ﴾

“বলুন, যদি মানুষ ও জিন্ সবাই মিলেও এই কুরআনের মতো কিছু আনতে চায়, তারা কখনো তা আনতে পারবে না।”^{৯৮}

তাফসীর ইবনু কাসীর : আল্লাহ তা’আলা চ্যালেঞ্জ করেছেন— কোনো মানুষ বা জিন্ মিলেও কুরআনের সমকক্ষ একটি সূরাও রচনা করতে পারবে না। এটি প্রমাণ করে কুরআনের অলৌকিকতা ও ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব।^{৯৯}

তাফসীরে জাকারিয়া : এই আয়াতে আল্লাহ তা’আলা কুরআনের চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন, যা যুগে যুগে অবিকৃত থেকে গিয়েছে। কুরআনের ভাষা, অর্থ ও প্রভাব মানুষের সৃষ্টির সীমার বাইরে।^{১০০}

“নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, নবীকে এমন মু’জিয়াহ্ দেওয়া হয়েছে যা তার যুগের লোকদের প্রভাবিত করেছিল; কিন্তু আমাকে যে ওয়াহী (কুরআন) দেওয়া হয়েছে, সেটিই আমার সর্বোত্তম মু’জিয়াহ্।”^{১০১}

কুরআন নবী (ﷺ)-এর চিরন্তন মু’জিয়াহ্, যা আজও ভাষা, বিজ্ঞান ও মানবচিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করে। এটি এক অলৌকিক প্রমাণ যে, মহান আল্লাহর বাণী মানুষের সাধের বাইরে।

৬. কুরআন হলো হিদায়াত, রহমত ও শিফার উৎস : আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

“আমি কুরআনে এমন কিছু নাযিল করি যা মু’মিনদের জন্য শিফা ও রহমত।”^{১০২}

তাফসীর ইবনু কাসীর : এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, কুরআন মানুষের দুঃখ, ভয়, অজ্ঞতা ও পাপ থেকে আত্মাকে মুক্ত করে। এটি আত্মার রোগের ওষুধ এবং সমাজের জন্য রহমতের উৎস।^{১০৩}

তাফসীরে জাকারিয়া : ‘শিফা’ বলতে এখানে শারীরিক নয়; বরং আত্মিক রোগ যেমন- অহংকার, কপটতা ও সন্দেহ থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। কুরআনের আলো অন্তরকে সুস্থ করে তোলে।^{১০৪}

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যারা রুকইয়া করে (কুরআনের আয়াত দ্বারা চিকিৎসা করে), তারা যেন কুরআনের আয়াত দিয়েই করে, কারণ এতে শিফা আছে।”^{১০৫}

কুরআনের প্রভাব কেবল আধ্যাত্মিক নয়; বরং নৈতিক ও সামাজিকও। এটি মু’মিনদের অন্তরকে প্রশান্তি দেয় এবং সমাজে রহমতের বাতাস বইয়ে দেয়।

৭. কুরআন সর্বোত্তম বাণী ও উপদেশ : আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي﴾

“আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী অবতীর্ণ করেছেন, এমন একটি কিতাব যা সুষম ও পুনঃপাঠযোগ্য।”^{১০৬}

তাফসীর ইবনু কাসীর : এই আয়াত প্রমাণ করে যে কুরআনের বক্তব্য, রচনা ও গভীরতা এমনভাবে সাজানো যে তা বারবার পড়লে হৃদয় নতুনভাবে প্রভাবিত হয়। এটি অন্য কোনো রচনার মতো নয়।^{১০৭}

তাফসীরে জাকারিয়া : أَحْسَنَ الْحَدِيثِ দ্বারা বোঝানো হয়েছে— এমন এক বাণী যা মানুষকে একদিকে ভয় দেখায়, অন্যদিকে আশার দিশা দেয়। কুরআন হৃদয়কে নরম করে ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে।^{১০৮}

নবী (ﷺ) বলেন, “এই কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এতে যা বলা হয়েছে, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে দূরে থাকো।”^{১০৯}

^{১০৩} Tafsir Ibn Kathir- vol. 5, p. 108 ।

^{১০৪} Tafsir Zakariya- Surah Al-Isra, p. 55 ।

^{১০৫} সহীহ মুসলিম- হা. ২২০০ ।

^{১০৬} সূরা আয-যুমার : ২৩ ।

^{১০৭} Tafsir Ibn Kathir- vol. 7, p. 89 ।

^{১০৮} Tafsir Zakariya- Surah Az-Zumar, p. 142 ।

^{১০৯} সহীহ মুসলিম- কিতাবুস সলাত, হা. ৮০৪ ।

^{৯৭} সহীহ মুসলিম- কিতাবুস সলাত, হা. ৮০৪ ।

^{৯৮} সূরা আল-ইসরা : ৮৮ ।

^{৯৯} Tafsir Ibn Kathir- vol. 5, p. 88 ।

^{১০০} Tafsir Zakariya- Surah Al-Isra, p. 41 ।

^{১০১} সহীহুল বুখারী- হা. ৭২৭৪ ।

^{১০২} সূরা আল-ইসরা : ৮২ ।

কুরআনের বার্তা শ্রেষ্ঠ- কারণ এটি মানুষের হৃদয়, চিন্তা ও আচরণের সামঞ্জস্য রক্ষা করে। এর ভাষা, ছন্দ ও সত্যতার গভীরতা এমন যে, তা পাঠককে আত্ম-সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

৮. কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণায়ক الفرقان : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

“বরকতময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি আল-ফুরক্বান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হন।”^{১১০}

তাফসীর ইবনু কাসীর : ‘আল-ফুরক্বা-ন’ নামটি এসেছে কারণ কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানে। এটি মানবতার জন্য ন্যায়বিচারের সংবিধান।^{১১১}

তাফসীরে জাকারিয়া : এখানে ‘নযীর’ বলতে নবী (ﷺ)-কে বোঝানো হয়েছে, যিনি কুরআনের মাধ্যমে পুরো মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন- সত্যের পথে না চললে আখিরাতে ভয়াবহ পরিণতি হবে।^{১১২}

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, “কুরআন হবে তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী।”^{১১৩}

কুরআন মানবতার বিচারক- এটি জানায় কী হালাল, কী হারাম; কী সঠিক, কী ভ্রান্ত। যে এটি অনুসরণ করে, সে মহান আল্লাহর পথে থাকে; আর যে উপেক্ষা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য তৈরি করে।

৯. কুরআন মহান আল্লাহর অবিচল সত্যের দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَسَيَكْفُرُ بِكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾

“তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ।”^{১১৪}

তাফসীর ইবনু কাসীর : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, তাঁর বাণী- অর্থাৎ- কুরআন- সত্য, কারণ এতে কোনো মিথ্যা বা অন্যায় নেই। এটি মহান আল্লাহর ন্যায়বিচারের প্রতিফলন।^{১১৫}

^{১১০} সূরা আল-ফুরক্বা-ন : ১।

^{১১১} Tafsir Ibn Kathir- vol. 6, p. 208।

^{১১২} Tafsir Zakariya- Surah Al-Furqan, p. 36।

^{১১৩} সহীহ মুসলিম- কিতাবুস সলাত, হা. ৮০৫।

^{১১৪} সূরা আল-আন'আম : ১১৫।

^{১১৫} Tafsir Ibn Kathir- vol. 3, p. 199।

তাফসীরে জাকারিয়া : صِدْقًا وَعَدْلًا-এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে কুরআনের প্রতিটি আদেশ ও নিষেধ বাস্তব ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে অতিরঞ্জন, কল্পনা বা মিথ্যার কোনো স্থান নেই।^{১১৬}

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, “মহান আল্লাহর কিতাবে যা সত্য, সেটিই সর্বোচ্চ সত্য এবং যে তা প্রত্যখ্যান করে, সে পথভ্রষ্ট।”^{১১৭}

কুরআনের প্রতিটি বিধান বাস্তব ও ভারসাম্যপূর্ণ। এর আইন, উপদেশ ও মূল্যবোধ মানববোধের উর্ধ্বে এক চিরন্তন সত্য। তাই কুরআনই একমাত্র অপরিবর্তনীয় মানদণ্ড।

১০. কুরআন পাঠে প্রশান্তি ও সওয়াবের প্রতিশ্রুতি : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

“যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে- জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।”^{১১৮}

তাফসীর ইবনু কাসীর : মহান আল্লাহর স্মরণ বলতে এখানে কুরআন তিলাওয়াতকেই বোঝানো হয়েছে। যারা নিয়মিত কুরআন পাঠ করে, তাদের অন্তর অস্থিরতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রশান্তিতে ভরে ওঠে।^{১১৯}

তাফসীরে জাকারিয়া : এই আয়াতে মহান আল্লাহর স্মরণ অর্থাৎ- ‘যিকরুল্লাহ’ দ্বারা কুরআন তিলাওয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানো হয়েছে। এটি মু'মিনের জন্য আত্মার খাদ্য।^{১২০}

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে দুঃখ থেকে নিরাপদ রাখেন।”^{১২১}

কুরআনের সাথে সম্পর্ক হৃদয়ের প্রশান্তি এনে দেয়। এটি আত্মাকে শক্তিশালী করে, চিন্তাকে নির্মল করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সহজ করে। [চলবে ইন শা-আল্লাহ]

^{১১৬} Tafsir Zakariya- Surah Al-An'am, p. 77।

^{১১৭} সহীহুল বুখারী- কিতাবুত তাওহীদ, হা. ৭৪৩৭।

^{১১৮} সূরা আর্-রা'দ : ২৮।

^{১১৯} Tafsir Ibn Kathir- vol. 4, p. 371।

^{১২০} Tafsir Zakariya- Surah Ar-Ra'd, p. 120।

^{১২১} সহীহ মুসলিম- কিতাবুস সলাত, হা. ৮০৬।

قصص الحديث / কাসাসুল হাদীস :

রাসূল (ﷺ)-এর উপর প্রথম ওহী নাযিলের ঘটনা

আবু তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন চল্লিশে পদার্পণ করলেন, ঐ সময় তাঁর এত দিনের বিচার বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা-ভাবনা যা জনগণ এবং তাঁর মধ্যে ব্যবধানের এক প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছিল তা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। খাবার এবং পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে দু'মাইল দূরত্বে অবস্থিত হেরা পর্বত গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র আকার-আয়তনের একটি গুহা। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার গজ এবং প্রস্থ পৌনে দু'গজ। এর নীচ দিকটা তেমন গভীর ছিল না। একটি ছোট পথের প্রান্তভাগে অবস্থিত পর্বতের উপরি অংশের একদ্রে মিলে মিশে ঠিক এমন একটি আকার আকৃতি ধারণ করেছিল যা শোভাযাত্রার পুরোভাগে অবস্থিত আরোহী শূন্য সুসজ্জিত অশ্বের মতো দেখায়।

পুরো রমায়ান রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হেরা গুহায় অবস্থান করে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন। বিশ্বের দৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের অন্তরাল থেকে যে মহাশক্তি প্রতিটি মুহূর্তে সকল কিছুকে জীবন, জীবিকা ও শক্তি জাগিয়ে চলেছেন, সেই মহা মহীয়ান ও গরীয়ান সত্ত্বার ধ্যানে মশগুল থাকতেন। স্বগোত্রীয় লোকদের অর্থহীন বহুত্ববাদী বিশ্বাস ও পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা তাঁর অন্তরে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। কিন্তু তাঁর সামনে এমন কোনো পথ খোলা ছিল না যে পথ ধরে তিনি শান্তি ও স্বস্তির সঙ্গে পদচারণা করতে সক্ষম হতেন।^{১২২}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্জন-প্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতের এক মহতী কর্মসূচীর জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। যে আত্মার নসীবে নবুওয়্যাতরূপী এক মহান আসমানী নিয়ামত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে এবং যিনি পথদ্রষ্ট ও অধঃপতিত মানুষকে সঠিকপথ নির্দেশনা দিয়ে করবেন ধন্য তাঁর জন্য যথার্থই প্রয়োজন সমাজ জীবনের যাবতীয় ব্যস্ততা, জীবন যাত্রা নির্বাহের যাবতীয় ঝামেলা এবং সমস্যা থেকে মুক্ত থেকে নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বিশ্বব্যবস্থায় সব চাইতে

মর্যাদাশীল ও দায়িত্বশীল-আমানতদার মনোনীত করে তাঁর কাঁধে দায়িত্বভার অর্পণের মাধ্যমে বিশ্বমানবের জীবন বিধানের রূপরেখা পরিবর্তন এবং অর্থহীন আদর্শের জঞ্জাল সরিয়ে শাস্ত্র আদর্শের আঙ্গিকে ইতিহাসের পরিমার্জিত ধারা প্রবর্তন করতে চাইলেন, তখন নবুওয়্যাত প্রদানের প্রাককালে তাঁর জন্য একমাসব্যাপী নির্জনতা অবলম্বন অপরিহার্য করে দিলেন যাতে তিনি গভীর ধ্যানের সূত্র ধরে দিব্যজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হন। নির্জন হেরা গুহার সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করতেন এবং সকল অস্তিত্বের অন্তরালে লুক্কায়িত অদৃশ্য রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতেন যাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসা মাত্রই তিনি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ব্রতী হতে পারেন।^{১২৩}

ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্র ও বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ওহী এসেছিল রমায়ান মাসের ২১ তারিখ সোমবার রাতে। চান্দ্র মাসের হিসাব মোতাবেক সে সময় মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর ছয় মাস ১২ দিন।

নবী (ﷺ)-এর উপর প্রথম ওয়াহী নাযিলের ঘটনাটি বর্ণনা করেছে তার স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর প্রথম প্রথম নিদ্রাবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা সকালের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত। আর তিনি নির্জনতা পছন্দ করতে লাগলেন। তাই তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসার পূর্বে একাধারে কয়েক রাত পর্যন্ত তাহান্নুস করতেন। তাহান্নুস হলো- বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকদিন 'ইবাদত বন্দেগী করা। এজন্য তিনি কিছু খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এরপর তিনি খাদীজাহ্ (رضي الله عنها) 'র কাছে আসলে তিনি পুনরায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করে দিতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর কাছে সত্যবাণী এসে পৌঁছল। ফেরেশতা (জিব্রা-ঈল) তাঁর নিকট এসে বললেন, আপনি পাঠ করুন। রাসূল (ﷺ) বললেন, আমি পাঠ করতে জানি না। রাসূল (ﷺ) বলেন, তখন ফেরেশতা [জিব্রা-ঈল (رضي الله عنه)] আমাকে ধরে খুব শক্ত করে আলিঙ্গন করেন। আমি এতে প্রাণান্তকর কষ্ট উপলব্ধি করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি

^{১২২} রহমাতুল্লিল 'আলামীন- আল্লামা সুলায়মান মানসুরপুরী, ১/৪৭ পৃ.; সীরাতে ইবনু হিশাম- ১/২৩৫-২৩৬ পৃ.; ফী যিলালিল কুরআন- সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, ২৯/১৬৬ পৃ.।

^{১২৩} ফী যিলালিল কুরআন- ২৯/১৬৬-১৬৭।

পাঠ করুন। আমি বললাম, আমি তো পাঠ করতে জানি না। এতে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার খুব শক্ত করে আলিঙ্গন করলেন। আর আমি খুবই ভয় পেলাম। তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ করুন! আমি বললাম, আমি তো পাঠ করতে জানি না। তখন তিনি আমাকে ধরে তৃতীয়বারের মতো খুব শক্ত করে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি কষ্ট পেলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন,

﴿إِفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * وَإِفْرَأْ * رَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

“আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে পাঠ করুন যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন; তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে, আপনি পাঠ করুন আর জেনে নিন, আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানী ও দাতা, যিনি কলম দ্বারা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন; আর মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা মানুষ জানত না।”^{১২৪}

এরপর রাসূল (ﷺ) এ অবস্থায় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে খাদীজাহ্ (رضي الله عنها)-কে বললেন, আমাকে বজ্রাবৃত করো, আমাকে বজ্রাবৃত করো। তখন সবাই তাঁকে বজ্রাবৃত করেছিল। অবশেষে তাঁর ভীতিভাব দূর হলে তিনি খাদীজাহ্‌কে ডেকে বললেন, শোনো, আমার কি হলো! আমি আমার নিজের সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়েছি। তারপর তিনি খাদীজাহ্ (رضي الله عنها)-কে সব কথা খুলে বললেন। একথা শুনে খাদীজাহ্ (رضي الله عنها) বললেন, কখনো নয় আপনি বরং শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা’আলা আপনাকে কখনো অসম্মান করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার অধিকার আদায় করেন। সদা সত্য কথা বলেন। অসহায়দের কষ্টভার লাঘব করেন। গরীবদের অর্থ উপার্জন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং ভালো কাজে সাহায্য করেন। তারপর খাদীজাহ্ (رضي الله عنها) নবী (ﷺ)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ্ ইবনু নাওফালের কাছে গেলেন। ওয়ারাকাহ্ জাহিলী যুগে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় ধর্মীয় কিতাব লিখতেন। এমনকি ইঞ্জিল কিতাব অনুবাদ করে অনেক কিছু লিখেছিলেন। তিনি খুব বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাহ্ (رضي الله عنها) তাঁকে বললেন, ভাই! আপনার ভতিজা কি বলেন, একটু শুনুন। তখন ওয়ারাকাহ্ নবী (ﷺ)-কে প্রশ্ন করলেন, হে ভতিজা! কি ব্যাপার তুমি কি দেখতে পাও? তখন নবী (ﷺ) যা কিছু দেখেছিলেন সব খুলে বললেন। নবী (ﷺ)-এর মুখে সবকিছু শুনে ওয়ারাকাহ্ বললেন: “ইনিই সে ফেরেশতা যাঁকে মূসার কাছে পাঠানো হয়েছিল।” আহা! যদি আমি সে সময় যুবক হতাম, হায়! আমি যদি বেঁচে থাকতাম। তারপর তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ

(ﷺ) বললেন, তারা কি আমাকে এখান থেকে বের করে দিবে? ওয়ারাকাহ্ বললেন, হ্যাঁ! তারা তোমাকে বের করে দিবে। তুমি যা পেয়েছ, তা যে-ই পেয়েছে, তা কেই দুঃখ দেয়া হয়েছে। তোমার সে সময় আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য সহযোগিতা করব। এর কিছুদিন পরই ওয়ারাকাহ্ ইবনু নাওফাল মারা যান এবং অহী দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খুবই চিন্তায়ুক্ত হয়ে পড়েন।^{১২৫}

কবিতা / قصيدة

বাঙালী এবার জাগ

মজিব আল-মাওজী*

ভাষার যে কী শক্তি,
বাঙালীর যে কী ভক্তি!
ভাষার চোটে দু’ভাগ পাকিস্তান!

ঘরের বাস্র থেকে সরাও হিন্দী
সিরিয়াল আর দেখব না।
বাংলা ভাষাকে অপমান করে
কোনো স্ক্রিপ্ট লেখব না।

দিল্লীর ঘর থেকে বাংলা খ্যাদায়
আমরা খ্যাদাব হিন্দী
আমরা সবাই বাঙালীর ছেলে
তোমরা সবাই সিন্ধী।

বাংলার গায়ে আগুন ধরালে
ভারত জ্বলবে ধীরে
ভারত সাধীন করতে মরেছ
খুদীরাম বাংলাবীরে।

সেই বাংলাকে তোমরা হিন্দীর
অপমান করো বারবার
ইংরেজ বাঁচাতে অস্ত্র ধরেছ তোমরা
সেই মহাসভা, তোমরা সাতারকার!
আবার যদি আঘাত হেনেছ, জেনেছ
তোমরাই হবে জেরবার।

পাকিস্তান তো দু’ভাগ হয়েছে
হিন্দী সতের ভাগ?
বাংলার জয় হবেই হবে
বাংগালী এবার জাগ।

^{১২৫} সহীহুল বুখারী- হা. ৩।

* সাবেক অধ্যক্ষ, শাহ সুলতান (رحمته الله) কামিল মাদরাসা গোদাগাড়ী।
বর্তমান অধ্যক্ষ, দেবীপুর রহমানিয়া মাদরাসা, তানোর, রাজশাহী।

^{১২৪} সূরা আল-আলাক: ১-৫।

قصة / গল্প :

আমি তো কিছুই রেখে আসিনি!

মো. খাশিউর রহমান বিন মো. মুনসুর আলী*

একজন যুবক তার বৃদ্ধ পিতাকে ডাক্তার দেখানোর জন্য শহরের বিখ্যাত একটি হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তার দেখানো শেষ হলে ফেরার পথে বাবা আস্তে করে বললেন,

বাছা, আমার খুব ক্ষুধা লাগছে।

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে খুশিমনে বলল,

চলুন বাবা, আজ আপনাকে বিশেষ কিছু খাওয়াই।

সে তাকে নিয়ে গেল একটি অভিজাত রেস্তোরাঁয়। সেখানকার পরিবেশ ছিল বেশ নীরব ও সুশৃঙ্খল। কিন্তু বৃদ্ধ বাবা বয়সের কারণে কাঁপছিলেন, হাত স্থির ছিল না। খাবার খাওয়ার সময় বারবার কিছু অংশ থালা থেকে মেঝেতে পড়ছিল, আবার কিছুটা তার পোশাকেও লাগছিল। উপস্থিত লোকজন কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছিল, কারো চোখে বিরক্তির বলক, কারো মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি।

কিন্তু ছেলে কিছুতেই বিচলিত হলো না। সে বাবার দিকে শুধু ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইল। তার মনে বারবার ভেসে উঠছিল শৈশবের সেই দৃশ্য, যখন এই মানুষটি তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে খাবার খাইয়েছিলেন, যখন তার পোশাক নোংরা হলে ধৈর্যের সঙ্গে পরিষ্কার করেছিলেন।

খাওয়া শেষ হলে ছেলে শান্তভাবে বাবাকে ধরে ওয়াশরুমে নিয়ে গেল। সেখানে সে বাবার হাত-মুখ ধুইয়ে দিলো, কাঁপতে থাকা হাতে সহায়তা করল, জামাকাপড় পরিষ্কার করল। এরপর ফিরে এসে টেবিল আর মেঝেতে পড়ে থাকা খাবারগুলো নিজ হাতে গুছিয়ে নিলো। চারপাশের সবার চোখ তখনও তাদের দিকে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু সে কোনো দিকে ভ্রূক্ষপ করল না। সব কাজ শেষ করে বিল পরিশোধ করল এবং বাবাকে সম্মানের সঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে বের করে আনল।

যখন তারা গাড়িতে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন রেস্তোরাঁর এক অতিথি দ্রুত তাদের পিছু নিলো। সে এসে বৃদ্ধ বাবার মাথায় ভালোবাসার চুম্বন দিলো, তারপর ছেলের কপালে আরেকটি চুম্বন রেখে আবেগে কাঁপা গলায় বলল, হে মহাশয়! আপনি কি খেয়াল করেননি, আপনি রেস্তোরাঁয় কিছু রেখে এসেছেন!

ছেলে অবাক হয়ে বলল,

না, আমি তো কিছুই রেখে আসিনি।

তখন লোকটি আবেগে চোখ ভিজিয়ে উত্তর দিলো, অবশ্যই রেখে এসেছেন। আপনি রেখে এসেছেন নৈতিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, মানবতার এক জ্বলন্ত আলো এবং পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের এমন এক গভীর শিক্ষা, যা এখানে উপস্থিত প্রতিটি মানুষ হৃদয়ে ধারণ করেছে।

এই দৃশ্য উপস্থিত সবাইকে নীরব করে দিলো। অনেকের চোখ ভিজে উঠল, আবার অনেকেই মনে মনে দু'আ করল সেই সন্তানের জন্য।

সত্যিই, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ শুধু তাদের প্রতি কর্তব্যই নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মহাসোপান। বাবা-মা সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, তারা দু'আ করলে জীবনে বরকত নেমে আসে। পৃথিবীতে মানুষের আশ্রয়স্থল বলতে যদি কিছু থাকে, তবে তা হলো পিতা-মাতা। আজ আমরা যদি তাদের প্রতি ভালোবাসা, ধৈর্য ও সম্মান দেখাই, কাল আমাদের সন্তানেরা সেই আচরণই আমাদের জন্য ফিরিয়ে দেবে। তাই আসুন, আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি। আমাদের বাবা-মাকে কখনো কষ্ট দেব না। তাদের হাসি-আনন্দই হবে আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন। তাদের চোখের পানি যেন কখনো আমাদের কারণে না ঝরে।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে এমন সন্তান বানান, যারা পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করে, তাদের অন্তরের শান্তির কারণ হয় এবং তাদের সন্তুষ্টির মাধ্যমে জান্নাতের দরজা খোলা পায়। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন!

* ফারোগ, আল জার্মি' আহ আস সালাফিয়াহ, রাজশাহী।

أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

দিনব্যাপী দা'ওয়াতী প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২৬ ঈ.

তারিখ : ৩১ জানুয়ারী-২০২৬, শনিবার, স্থান : মজিদপুর দক্ষিণ পাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ, কেশবপুর।

আয়োজনে- যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় যুক্ত সেক্রেটারি শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক আহমদ আলী। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শাইখ রেজাউল ইসলাম। যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি মো. মোরশেদ আলম। যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশিদ।

এখানে বিভিন্ন শাখার জমঈয়ত ও শুক্বানের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শুক্বান সভাপতি মো. ইনামুল ইসলাম, জেলা শুক্বান সাধারণ সম্পাদক মাস্টার মো. আব্দুল হান্নান, যশোর আল-হেরা কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক আকবর আলী, আত-তাওহীদ ইসলামী কমপ্লেক্স-এর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল মালেক, জেলা শুক্বানের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক নাসিম বিন উবায়দুল্লাহ, কেশবপুর-মনিরামপুর উপজেলা শুক্বানের সভাপতি মো. কিবরিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম, চণ্ডিপুর জমঈয়তে আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মো. উবায়দুল্লাহ, মাওলানা ইকবাল হোসেন, মাওলানা আব্দুস সবুর, হুমায়ুন কবির, মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

চণ্ডিপুর শাখা জমঈয়ত থেকে উপস্থিত ছিলেন ইমাম মাওলানা মো. উবায়দুল্লাহ, মুয়াজ্জিন আসাদুল হক, তৈয়্যব আলী, মাহাবুর মোড়ল, মশিয়ার, শুক্বান থেকে প্রচার সম্পাদক তারিকুল ইসলাম সাজু, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক নাসিম হাসান, আবু হুরাইরা ও শুয়াইব।

ঢাকা উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায়

২০২৬ সনের চূড়ান্ত হেফয প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বিগত ১২ জানুয়ারী যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় ২০২৬ সনের চূড়ান্ত হেফয প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাসা মসজিদে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত চূড়ান্ত হেফয প্রতিযোগিতায় ৫৯ জন ঢাকা ও আশ-পাশের আহলে হাদীস মাদ্রাসার হাফিয ছাত্ররা অংশ গ্রহণ

করে। মমতায় বিভাগে ৮ জন, জা. জি. বিভাগে ২০ জন, জা. বিভাগে ২৫ জন ও মাকবুল বিভাগে ৩ জন পাশ করে।

১ম হয় খাইরুল ইসলাম এম. এম. আরা। তাকে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়, ২য় মুহাম্মাদ আলী এম. এম. আরা. ও হেদায়াতুল্লাহ, এম. এম. আরা। তাদের দু'জন উভয়কে ৪ হাজার করে টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। ৩য় আরিফ রাক্বানী এম. এম. আরা। তাকে ৩ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। বাকী মুমতাজদের ১ হাজার টাকা ও জা. জি. দের ৫ শত, জা. দের ৩ শত ও মাকবুলদের ২ শত করে টাকা প্রদান করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তের ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা

জানুয়ারি থেকে মার্চ- ২০২৬ খ্রি.

১. জানুয়ারি/২০২৬ : ১৫ তারিখ সাধারণ সভা সকাল ১১.৩০ মিনিট স্থান জেলা জমঈয়ত অফিস। উপজেলা প্রতিনিধিদের মাঝে কন্মল বিতরণ।

২. ফেব্রুয়ারি-২০২৬ : ৪ তারিখ কার্যকরী কমিটির সভা জেলা জমঈয়ত অফিসে সকাল ১০.০০ টা।

৩. মার্চ-২০২৬ : ১লা মার্চ, ১১ রমযান জেলা জমঈয়তের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল। স্থান জেলা জমঈয়ত অফিস/আলিনগর জামে মসজিদ। সময় বাদ যোহর।

৪. কাউন্সিল অধিবেশন ও ইফতার মাহফিল : ২১/০২/২০২৬ খ্রি., শিবগঞ্জ উপজেলা। ২৭/০২/২০২৬ খ্রি., ভোলাহাট উপজেলা। ২৮/০২/২০২৬ খ্রি., গোমস্তাপুর উপজেলা। ০৮/০৩/২০২৬ খ্রি., চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর।

৫. শাখা গঠন ও পুনর গঠনের কাজ অব্যহত রয়েছে।

৬. জুমু'আহতে খুৎবাহ্ প্রদান চলমান রয়েছে।

৭. পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি ও কল্যাণ তহবিলের সদস্য অন্তর্ভুক্তির কাজ অব্যহত রয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তের কার্যকরী

কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সভাপতি ডা. সুলতান আহমদ-এর সভাপতিত্বে কার্যকরী কমিটির সভা ৪ ফেব্রুয়ারী/২৬ জেলা জমঈয়ত অফিসে সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান শুরুতেই তিলায়াত ও কুরআনের দারুস পেশ করেন সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মো. মজিবুর রহমান মাওড়ী। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সভাপতি ডা. সুলতান আহমদ। সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মো. এনামুল হক সংগঠনের গুরুত্ব তুলে

ধরে বক্তব্য পেশ করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই আন্তরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে,

১. দপ্তর ভিত্তিক নিজ উদ্যোগে দায়িত্ব পালন।
২. ইফতার মাহফিল ১১ রমায়ান, ১ মার্চ/২৬ খ্রি. রোজ রবিবার বাদ যোহর জমঙ্গয়ত অফিসে অথবা আলিনগর মসজিদে আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ জন্য অধ্যক্ষ জনাব মো. মজিবুর রহমান মাওড়ীকে আহ্বায়ক ও সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ আকবর আলীকে সদস্য-সচিব করে সাত সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্র থেকে একজন এবং রাজশাহী থেকে একজন করে মেহমান নেয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।
৩. পূর্ব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাউন্সিল অধিবেশন এবং ইফতার মাহফিল বাস্তবায়নের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রতিনিধিগণ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য সভাপতি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।
৪. আরাফাত ও তর্জুমানুল হাদীসের গ্রাহক বৃদ্ধি এবং বকেয়া টাকা আদায়ের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অফিসে দশ কপি তর্জুমানুল হাদীস নেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত হয়।
৫. মসজিদের তথ্য সংগ্রহের জন্য এক বছর আগে তথ্য ফরম দেয়া হলেও আজও কোনো কিছু করা হয়নি। বিষয়টি বড় দুঃখজনক। তাদের পুনরায় এই ব্যাপারে তৎপর হওয়ার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।
৬. কল্যাণ তহবিলের যারা সম্মানিত সদস্য তাদের ইয়ানত হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং সদস্য অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আন্তরিকতার পরিচয় দেয়ার জন্য বিশেষভাবে বলা হয়।
৭. পরিশেষে সভাপতি কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত পত্রসমূহ পাঠ করে শুনান এবং নিজ নিজ উপজেলায় পত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কার্যকরী কমিটির সভা সঞ্চালন করেন সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ আকবর আলী। আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

একটি যুগান্তকারী প্রস্তাব

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

ডা. সুলতান আহমদ

তারিখ : ০৭/০২/২০২৬ খ্রি.

স্বাস্থ্যই সুখের মূল। আল্লাহ বলেছেন মানব কুলকে সুন্দর অবায়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছি। রোগে যদি আক্রান্ত হয়, তাহলে সেই সুন্দর অবায়ব আর থাকে না। রোগে শোকে জরাজীর্ণ হয়ে মানুষ তখন বড় অসাহায়ত্ব রোধ করে।

স্বাস্থ্যনীতিগুলো অবশ্যই অনুকরণীয় : ১. মানুষ বাঁচার জন্য খায়, খওয়ার জন্য মরে। ২. নিয়ন্ত্রিত জীবন, আনন্দ ভূবন। ৩. সুস্থ্যতায় জীবন, জীবন মানেই স্বপ্ন, স্বপ্নই কর্ম প্রেরণা। ৪. ভালো স্বাস্থ্য ভালো দাঁতের উপর নির্ভরশীল। ৫. স্বাস্থ্যই সম্পদ, চিকিৎসায় নিরাপদ, অবহেলায় মহাবিপদ। ৬. নিয়মিত ঘুম, নিয়মিত গোসল, নিয়মিত খানা অসুখ হবে না। ৭. মায়াজম সকল রোগের জননী।

এ সমস্ত বাণী থেকে অনুভব করা যায় যে, মানুষের সল্ল্য ব্যয়ে সুচিকিৎসা প্রদান, নিরাময় করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে একটি আদর্শিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবী মাত্র।

বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলে হাদীস গঠনতন্ত্রের আলোকে যুগ যুগ ধরে দা'ওয়াতী কাজে প্রবাহ মান। কিন্তু অবকাঠামোগত দর্শমান আমাদের কিছুই নেই। স্থায়ী আয়ের কোনো পথ রচিত হয়নি আজও। তাই আমার চিন্তা চেতনা যে, আদর্শিক একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রাজধানীর কোনো এক স্থানে প্রাথমিক পর্যায়ে ভাড়াবাড়ীতে হলেও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চালু করা। পর্যায়ক্রমে ঢাকার দর্শনীয় স্থানে একাধিক শাখা, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শাখা বিস্তার করা যেতে পারে। অবস্থা ভেদে নিজস্ব জায়গায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ইন্ শা-আল্লাহ। তখন সেবা দানের বিনিময়ে জমঙ্গয়তের আয়ের বড় একটা উৎস হিসেবে গণ্য হবে।

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল করতে হলে নিম্নোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ কার্যকরী করা একান্ত প্রয়োজন।

পরিকল্পনা : ১. দায়িত্বশীল মনোনয়ন দেয়া। ২. টেকনিক্যাল ও ননটেকনিক্যালের সমন্বয়ে মেডিকেল ও হাসপাতাল গঠনের বাস্তবায়ন কমিটি তৈরি করা। ৩. স্থান নির্ধারণ। ৪. নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। ৫. অস্থায়ী অফিস করণ। ৬. জনবল নিয়োগ। ৭. অর্থের উৎস- ক) বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলে হাদীসের অনুসারীদের মাঝে শেয়ার বিক্রয় করা। খ) প্রতিটি শেয়ার ২/৫ লক্ষ টাকা করা যেতে পারে। গ) আমাদের সম্মানিত সদস্যগণ সর্বোচ্চ ১০টি শেয়ার ক্রয় করতে পারবেন। ঘ) দুই হাজার শেয়ার হলে ২লক্ষ টাকা করে বিক্রয় হলে মূলধন দাঁড়ায় ৪০ কোটি টাকা। অপরদিকে ৫ লক্ষ টাকা করে শেয়ার বিক্রয় করা হলে মূলধন দাঁড়াবে শত কোটি টাকা। ৮. ৪৫টি সাংগঠনিক

জেলায় প্রচার প্রসারের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয় করা হলে মেডিকেল কলেজসহ হাসপাতাল করা খুবই সহজ হবে। ৯. হাসপাতালে যদি গরীব অসহায়দের প্যাথলোজি টেস্ট ৫০% কমিশন সহ ফ্রি চিকিৎসা দেওয়ার লক্ষ্যে আসন্ন পবিত্র মাহে রমাযানে যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। ১০. এককালীন দান, মৌসুমী দান, বৈদেশিক ডোনেশন গ্রহণ করা যেতে পারে। ১১. যৌথ স্বাক্ষরে আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যাংক হিসাব (চলতি) খোলা যেতে পারে। ১২. এ ব্যাপারে কোনো মুসলিম ভ্রাতৃত্বপূর্ণ দেশ আগ্রহ প্রকাশ করলে জয়েন ইনভেস্টমেন্ট এ এই মেডিকেল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। ১৩. সেরা চিকিৎসক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণকে নিয়োগ বা খণ্ডকালীন চিকিৎসা দানের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। ১৪. অবশ্যই জমন্দিয়তে আহলে হাদীসের অনুসারীগণই অগ্রাধিকার যোগ্য হবেন। ১৫. কোনো হিতাকাজী যদি জমি দান করেন কিংবা অবকাঠামোগত বিনির্মাণে উপযুক্ত পরিমাণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন, তাহলে তাঁকে আজীবন সদস্য করা হবে এবং তার বংশের কেউ হাসপাতালের উপযুক্ত থাকলে তার যোগ্যতা অনুসারে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। ১৬. মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সদয় অনুমতি প্রয়োজন। ১৭. প্রশাসনিক সহযোগিতাও একান্ত জরুরি। ১৮. আমাদের সকল প্রতিষ্ঠান যেমন- মসজিদ, মাদরাসা শাখার এবং এলাকাসমূহ প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। ১৯. বিভাগভিত্তিক টিম গঠনের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয় ও অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। ২০. ফোল্ডারবুকলেট, লিফলেট, পোস্টার এবং ব্যানার করা যেতে পারে।

পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীলদেরকে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। চিন্তায় চেতনায় মননশীলতায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমি সকলকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

সকল ভেদাভেদ ভুলেগিয়ে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাযশী (রাঃ) হাতে গড়ার প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ জমন্দিয়তে আহলে হাদীস এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারী স্যারের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনায় বলীয়ান, গরীয়ান এ সংগঠন।

হে আল্লাহ! আর একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সকল পথ সুগম করে দাও। তাওফীকৃ দান করো, হে হাকেমুল হাকেমিন, হে শিফাদানকারী! আমাদেরকে শিফাদানের সকল পথকে সহজ করে দাও -আমিন।

সড়ক দুর্ঘটনায় মুহাম্মদ সেলিম মোল্লার মৃত্যু

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার জাফরনগর এলাকার বাসিন্দা জমন্দিয়ত হিতৈষী মরহুম ফজলুর রহমান মোল্লার চতুর্থ পুত্র মুহাম্মদ সেলিম মোল্লা গত ২০ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্সালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৪৯ বছর।

মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন তাঁর তৃতীয় সহোদর, জাফরনগর শাখা জমন্দিয়তের সভাপতি সোহরাব হোসেন মোল্লা।

উল্লেখ্য, মরহুম এ বছর পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন।

তাঁর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে রুহের মাগফিরাত কামনায় দু'আর আবেদন জানিয়েছেন যশোর জেলা জমন্দিয়তের প্রবীণ দায়িত্বশীল ও স্থানীয় মসজিদের খতিব শাহজাহান বিশ্বাস।

আল্লাহ তা'আলা মরহুমকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন -আমিন।

মৃত্যু সংবাদ ও দু'আর আহ্বান

১. নাটোর জেলা জমন্দিয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক আনসারী গত ১ ফেব্রুয়ারি-২০২৬, রবিবার, সকাল ০৮ : ০০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি তাহেরপুর মাদরাসায় প্রধান ছিলেন। নলডাঙ্গা কেন্দ্রীয় ঈদগাহে দীর্ঘদিন ইমামতি করেছে। তার ৪ ছেলে, ৩ মেয়েসহ অনেক আত্মীয় রেখে যান। জানাযার সালাতে ইমামতি করেন তার ছোট ভাই মাওলানা মো. ইদ্রিস আলী, মশিন্দা চরপাড়া, গুরদাসপুর, নাটোর।

২. রংপুর জেলা জমন্দিয়তে আহলে হাদীসে সহ-সভাপতি জনাব মো. সাঈদুল হক ১৩ ফেব্রুয়ারি-২০২৬, শুক্রবার, সকাল ১১:৩৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফেরদাউস এর উচ্চ মাকাম দান করুন। আল্লাহুমা আমীন, ইয়া রাক্বাল আলামীন। মাননীয় জমন্দিয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমন্দিয়তের পক্ষ হতে মাইয়িতের জন্য দু'আ-আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন -আমীন। সকলকে দু'আর অনুরোধ রইল।

ফাতাওয়া ও মাসায়িল / الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়েতে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আনু নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : আকাশ মেঘলা থাকলে কিংবা কোনো কারণে যদি ২৯ শা'বান চাঁদ দেখা না যায় তাহলে কী রমায়ানের সাওম শুরু করা যাবে? বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

আব্দুল হাদী

শসনগাছা, কুমিল্লা।

জবাব : ২৯ শা'বান চাঁদ না দেখা গেলে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী শা'বান মাসকে ত্রিশদিন পূর্ণ করতে হবে। সন্দেহের মধ্যে থেকে সাওম শুরু করা যাবে না। কেননা সন্দেহ-সংশয়-এর বশবর্তী হয়ে সাওম পালন শুরু করলে অবশ্যই গুনাহগার হতে হবে। সাহাবী আন্নার (رضي الله عنه) বলেন :

«مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ».

“যে সন্দেহপূর্ণ দিনে সাওম পালন করল, সে আবুল কাসেম (নবী [ﷺ]-এর উপনাম)-এর নাফরমানী করল।” (সহীহুল বুখারী- ২/৬৭৩, ৩/২৭) আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে নাফরমানী করলো, সে প্রকারান্তে রাসূল (ﷺ)-কেই অস্বীকার করলো। (সহীহুল বুখারী- হা. ৭২৮০)

জিজ্ঞাসা (০২) : আমি জানতে চাই, সিয়াম (রোযা) কাকে বলে? এবং তা কত হিজরি সালে ফরয হয়েছে?

আব্দুর রহীম আকন্দ

জামালপুর।

জবাব : সিয়ামের শাব্দিক অর্থ- বিরত থাকা। (লিসানুল আরব- ১২/৩৫০)

শার'ঈ অর্থ- সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মহান আল্লাহর জন্য 'ইবাদত-এর উদ্দেশ্যে খানা-পিনা ও যৌন সন্তোগ এবং সিয়াম বিনষ্টকারী সকল বিষয় হতে বিরত থাকা। (ফাতহুল বারী- ৪/১০২)

হিজরি সালের ২য় বর্ষে সাওম ফরয হয়েছে। (আল মাজমূ'য়- ৬/২৫০)

জিজ্ঞাসা (০৩) : আমার জিজ্ঞাসা, সিয়াম (রোযা) পালনের জন্য নিয়ত করা কি আবশ্যিক এবং কীভাবে নিয়ত করতে হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

শাহিনুর আজ্জার

শীলমান্দি, নরসিংদী।

জবাব : প্রতিটি 'ইবাদতের ন্যায় সাওম পালনের জন্যও নিয়ত করা আবশ্যিক। কেননা, “প্রতিটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।” অতএব, নিয়ত ব্যতিরেকে সাওম পালন করলে তা হবে উপবাসের নামান্তর। তবে নিয়তের জন্য কোনো শব্দমালা নেই; বরং তা মনের সংকল্প। কেননা নবী (ﷺ) ও তার সাহাবীগণ নিয়তের কোনো অংশ মুখে উচ্চারণ করতেন না। (আল আমরু বিল ইত্তিবা ওয়ান নাহযু 'আনিল ইবতিদা'- ১/৩১ পৃ. [মা. শা.])

অতএব ফজর (সুবহি সাদিক) উদিত হওয়ার পূর্বেই ফরয সিয়াম পালনের জন্য মনের দৃঢ় সংকল্প আবশ্যিক। আর এ নিয়তে থাকতে হবে স্বচ্ছতা ও ইখলাসের পূর্ণতা। হাফসাহ (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

যে ব্যক্তি ফজরের আগে সাওম পালনের জন্য নিয়ত করেনি, তার সিয়াম নেই। (সুনান আনু নাসায়ী- হা. ২৩৩১; সুনান আবু দাউদ- হা. ২৪৫৪) ফরয সিয়ামের জন্য রাতেই নিয়ত করতে হবে।

অবশ্য নফল সিয়ামের জন্য দিনের যে কোনো সময় নিয়ত করা জায়য এবং নফল সিয়াম পালনকারী ওযর ছাড়াই সাওম ভঙ্গ করতে পারবে। (সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৪) আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০৪) : আমার দু'টি ছেলে। একটির বয়স ১৩ বছর আর একটির বয়স ১০ বছর। আমি জানতে

চাই আমাদের সন্তানরা কত বছর বয়স থেকে ফরয সিয়াম (রোযা) পালন করবে?

হালিমা আজার
ঘোরাশাল, নরসিংদী।

জবাব : সাওম ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হওয়া। কেননা, নাবালেগ কোনো ব্যক্তির উপর ইসলামের বিধান প্রযোজ্য নয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ."

“তিন শ্রেণীর মানুষ হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে— ক) ঘুমন্ত ব্যক্তি— যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, খ) শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক— যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হয় এবং গ) পাগল-উন্মাদ— যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফেরে।” (সুনান আবু দাউদ- হা. ৪৪০৩; জামে’ আত তিরমিযী- হা. ১৪২৩; সুনান আনু নাসায়ী- হা. ৩৪৩২; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২০৪১, আলবানী সহীহ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩২৮৭/১৪, তাহক্বীক) এ তিন অবস্থায় থাকাকালীন মানুষের কোনো গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

তবে অতি আদর-সোহাগ দেখিয়ে শিশুদেরকে সাওম থেকে বিরত রাখা সমীচীন নয়; বরং ভবিষ্যতের প্রস্তুতিস্বরূপ তাদের বয়স ও সামর্থ্য অনুপাতে সাওম পালনের জন্য উৎসাহিত ও নির্দেশ দেয়া উচিত। রাসূল (ﷺ)-এর যুগে মায়েরা তাদের শিশু সন্তানদেরকে সাওম পালনে উৎসাহিত করতেন। হাদীসে এসেছে—

عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ : ... وَنُصَّوْمُ صَبِيَّانَنَا، وَتَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

মহিলা সাহাবী রুবাইয়া (رضي الله عنها) বলেন, আমরা আমাদের শিশুদের সাওম পালন করাতাম এবং তাদের জন্য পশম/লোম দিয়ে তৈরি খেলনা রাখতাম, যখন তাদের কেউ (ক্ষুধায়) কেঁদে উঠত, তখন তাকে সেই খেলনাটি দিতাম, যতক্ষণ না ইফতারের সময় হয়।” (সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৬০; সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৬/১১৩৬) আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০৫) : আমাদের সমাজে তারাবীহ নামায বিশ রাকআত পড়া হয়, আমার জানার বিষয়— বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তারাবীহ সালাত-এর রাকআত সংখ্যা কত?

আব্দুল কাইয়ূম
মেরীগাছা, নাটোর।

জবাব : তারাবীহ সালাতের রাকআত সংখ্যা কত? তা জানার আগে যে বিষয়টি জানা দরকার তা হলো— তারাবীহ, ক্বিয়ামে রমাযান, ক্বিয়ামুল লাইল, তাহাজ্জুদ এ সবই একই সালাতের ভিন্ন ভিন্ন নাম। এখন অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহাজ্জুদ সালাত গভীর রাতে আদায় করতে হয়, আর তারাবীহ ‘ইশা’র সালাতের পর আদায় করতে হয়, তাহলে উভয় সালাত এক হয় কীভাবে?

সহজ সমাধান হলো— উভয় সালাত ভিন্ন ভিন্ন হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অবশ্যই ‘ইশা’র পর তারাবীহ, অতঃপর গভীর রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন। কিন্তু সহীহ হাদীস তো দূরের কথা একটি য’ঈফ হাদীস দ্বারাও সাব্যস্ত হয়নি যে, রমাযানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথমে তারাবীহ ও পরে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করেছেন।

উল্লিখিত আলোচনার পর তারাবীহ সালাতের রাকআত সংখ্যা নির্ধারণ করতে একটি সহীহ হাদীস-ই যথেষ্ট হবে—

আবু সালামাহ ইবনু ‘আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি ‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নবী (ﷺ)-এর রাতের সালাত কিরূপ ছিল? তিনি বললেন,

«مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.»

“রমাযান মাসে ও রমাযান ছাড়া তিনি রাতের সালাত এগার রাকআতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন, সে চার রাকআতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর চার রাকআত সালাত আদায় করেছেন, তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যও ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর তিন রাকআত (বিতর) সালাত

আদায় করতেন।” (সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৮৫, ১১৪৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৭৫) এমনকি ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ও ১১ রাকআত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।

مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبِي بِنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّيْرِيَّ. أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. قَالَ : وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ. وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ.

“ইমাম মালিক (রাঃ) মুহাম্মদ বিন ইউসুফের সূত্রে সাযিব ইবনু ইয়াযিদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) উবাই ইবনু কা’ব এবং তামীমদারী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, মুসল্লীদেরকে নিয়ে ১১ রাকআত (তারাবীহ) সালাত পড়তে।” (মু’আত্তা- হা. ২৫১; সুনানুল কুবরা বাইহাকী- হা. ৪৮০০, সনদ সহীহ; আল মাসাবীহ-ইমাম সুয়ূতি, পৃ. ২৭)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে- রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রাতের সালাত দুই-দুই রাকআত করে, অতঃপর যখন ফজর হওয়ার আশঙ্কা করবে, তখন এক রাকআত বিতর পড়ে নেবে। (সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭২; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৪৯)

এ হাদীস দ্বারা তারাবীহ বা ক্বিয়ামুল লাইল-এর রাকআত সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি; বরং পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে যে, দুই রাকআত পর পর সালাম ফিরাতে হবে। আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০৬) : আমি যদি সাহারী না খাই তাহলে রোযা রাখতে পারব কী? রোযা রাখার জন্য সাহারী খাওয়া কি আবশ্যিক? সাহারী খাওয়ার সময়সীমা এবং আহাররত অবস্থায় ফজরের আযান শুরু হলে করণীয় কী?

ছালেহা আক্তার

পাটেরবাগ, দনিয়া, ঢাকা।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীতে বরকত আছে। (সুনান আন নাসায়ী- হা. ২১৫৫)

অতএব, ইচ্ছাকৃত সাহারী খাওয়া থেকে বিরত থাকার অর্থ হচ্ছে নিজেকে বরকত থেকে বঞ্চিত করা। কেউ কি নিজেকে বরকত থেকে বঞ্চিত করবে?

তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে সাহারী খাওয়া সম্ভব না হলেও ফরয সাওম পালন করতে হবে।

সাহারী খাওয়ার শেষ সময় সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। তবে কখনো যদি সাহারী খাওয়া অবস্থায় সুবহে সাদিক উদিতও হয় এবং মুয়াযযিনের কণ্ঠে আযান ধ্বনিত হয়, সে ক্ষেত্রে করণীয়, প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার খাওয়া সম্পন্ন করা। কেননা নবী (সঃ) বলেছেন :

«إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ التَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ».

“যখন তোমাদের কেউ এ অবস্থায় (ফজরের) আযান শুনবে, যখন তার হাতে (খাবারের) পাত্র আছে; তখন সে যেন তা না রাখে, যতক্ষণ না তার প্রয়োজন পূরণ হয়।” (সুনান আবু দাউদ- হা. ২৩৫০, আলবানী সহীহ)

আর এ হুকুমটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যিনি সুবহে সাদীক কখন হবে তা জানেন না।

সতর্কতা : এ ক্ষেত্রে নিয়তের স্বচ্ছতা ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। সুযোগের সদ্ব্যবহার কাম্য। আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০৭) : আমি জানতে চাই, ইফতার গ্রহণের সঠিক সময় কোন্টি?

আব্দুল হক

কয়েন বাজার, নাটোর।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবীদের ‘আমল হলো- তাঁরা সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার গ্রহণ করতেন। মূলতঃ ইফতারের সম্পর্ক সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

﴿ثُمَّ أَتَبُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

“আর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো (অর্থাৎ- সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার গ্রহণ করো।” (সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৭)

আর শরীয়তের পরিভাষায় রাত বলা হয়- সূর্য পশ্চিমাকাশে অদৃশ্য হওয়া থেকে ফজর পর্যন্ত। (আর-মু'জামুল ওয়াসিত- ৮৫০, "اللَّيْلُ" শব্দ দৃষ্টব্য)

সাইয়্যিদিনা ‘উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) বলেন :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَذْبَرَ النَّهَارَ مِنْ هَا هُنَا، وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.»

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন রাত এ দিক থেকে ঘনিয়ে আসে, আর দিন এদিক থেকে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন সাওম পালনকারী ইফতার করবে। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১১০০)

দ্রুত ইফতার করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উৎসাহিত করেছেন :

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.»

“মানুষ সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতদিন তারা (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) দ্রুত ইফতার করবে।” (সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮/১০৯৮)

স্মর্তব্য যে, বর্তমান প্রযুক্তির যুগে সূর্যাস্তের সঠিক সময় নিরূপণ করা কঠিন কিছু নয়। সুতরাং এ নিয়ে দ্বিধাশিথ হওয়ার কিছু নেই। আবার সেকেন্ড মেপে ইফতার করার মতো বাড়াবড়িও কাম্য নয়, কেননা একই জেলার দুইপ্রান্তের সূর্যাস্তের মধ্যে সেকেন্ডের পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব, এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলার উপর তাওয়াক্কুল এবং খুলুসিয়াতের আবশ্যিকতা বেশি প্রয়োজন। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০৮) : আমি দেখেছি মানুষ ইফতারে হরেক রকমের খাবারের আয়োজন করে। আমি জানতে চাই, ইফতারে অপচয় বা অতিভোজনের বৈধতা কতটুকু?

ওয়াহিদুজ্ জামান,
শনিরআখরা, ঢাকা।

জবাব : সাহারী খাওয়ার মধ্য দিয়ে সিয়াম শুরু এবং ইফতার করার মধ্য দিয়ে সওমের পূর্ণতা ঘটে; যা নবী (ﷺ) ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم)-এর ‘আমল দ্বারা বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত। আর ইফতার গ্রহণের পর হতে সাহারীর পূর্বপর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা খানাপিনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে সকলপ্রকার অপচয়রোধে কঠোর নির্দেশনা বিদ্যমান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

«وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»

“আর তোমরা খাও এবং পান করো, আর অপচয় করো না, নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।” (সূরা আল আ'রাফ : ৩১)

আমাদের সমাজের কোথাও কোথাও ইফতারের নামে বাহুল্য ব্যয় ও অপচয় করা হয়। এটি নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ। ইসলাম তা কখনও সমর্থন করে না। আমাদের মাঝে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, রমাযানে অতিভোজন বা খাদ্যে বাহুল্য ব্যয় করলে, পরকালে হিসাব দিতে হবে না, কথাটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। আল্লাহ তা‘আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০৯) : আমার বাবা খুবই অসুস্থ। আমি জানতে চাই, তিনি কীভাবে সাওম পালন করবেন? করতে না পারলে তার বিধান কী?

সায়েরা আক্তার
মিরপুর, ঢাকা।

জবাব : মানুষের অসুস্থ অবস্থাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

(ক) সাধারণ অসুস্থতা, অর্থাৎ- যে অবস্থায় সাওম পালন করলে শরীরের উপর মারাত্মক কোনো প্রভাব পড়বে না, তবে সামান্য কষ্ট বৃদ্ধি পাবে- এমন অবস্থায় সাওম পালন আবশ্যিক। আর যৌক্তিকভাবে বলা যায় যে, সাওম পালনে কমবেশি কষ্ট হবেই।

(খ) মারাত্মক অসুস্থতা, যে অবস্থায় কোনোক্রমেই সাওম পালন সম্ভব নয়; তবে ভবিষ্যতে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে; এ ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে সাওম আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“অতঃপর তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ অথবা সফরে আছে সে পরবর্তী দিনে তা পূরণ করবে।” (সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৪)

(গ) এমন অসুস্থতা, যা থেকে সুস্থতার সম্ভাবনা ক্ষীণ কিংবা সুস্থ হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই- এ ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধগণ অগ্রগণ্য। আর এ ব্যাপারে শরঈ ফায়সালা হলো- প্রতিটি সওমের বিনিময়ে প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে অথবা ঐ পরিমাণ খাদ্য প্রদান করতে হবে। সাহাবী ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন :

رُحِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفِطَرَ وَيُطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا فَضَاءَ عَلَيْهِ.

“বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, সে ইফতার করবে (অর্থাৎ- সাওম ত্যাগ করবে) এবং প্রতিদিনের (সওমের) পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে, (এক্ষেত্রে) তার উপর কোনো কাযা (সাওম) নেই।” (হাকিম- হা. ১৬০৭; দারাকুতনী- ২/২০৬, হা. ৩, ৬, আলবানী সনদ সহীহ; ইরওয়াউল গালীল- ৪/১৯) আল্লাহ তা‘আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (১০) : সাওম পালনে অক্ষম ব্যক্তি কি পরিমাণ ফিদিয়া প্রদান করবেন এবং ফিদিয়ার হকুদার কারা?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : অশীতিপর বৃদ্ধ, যিনি সাওম পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম অথবা এমন অসুস্থতা, যা থেকে সুস্থতা লাভের কোনো সম্ভাবনাই নেই- এমন ব্যক্তি একজন দরিদ্র-অভাবীকে (প্রচলিত প্রধান খাদ্য) খাওয়াবেন অথবা কোনো দরিদ্রকে অর্ধ সা‘ (অর্থাৎ- প্রতিটি সওমের জন্য ১.২৫ কেজি চাউল) খাদ্যদ্রব্য প্রদান করবেন। (মাজমু ফাতাওয়া ইবনু বায- ১৫/২০৩)

কে হকুদার? যদি অমুসলিম দেশে বসবাসকারী কারো উপর সওমের ফিদিয়া ওয়াজিব হয় এবং সে দেশে ফিদিয়া গ্রহণের হকুদার কোনো মুসলিম পাওয়া যায়, তবে তাদেরকে ফিদিয়ার খাদ্য খাওয়াবে। আর যদি

সে দেশে এ রকম কাউকে পাওয়া না যায় তাহলে অন্য মুসলিম দেশে দান করবে; যে দেশের এ খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। (মাজমু ফাতাওয়া ইবনু উসাইমীন- ফাতাওয়াস্ সিয়াম [১১২]) আল্লাহ তা‘আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (১১) : সাওম কাযা অবস্থায় মৃত্যু ঘটলে জীবিতগণ কিভাবে তা আদায় করবে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : অসুস্থ অবস্থায় সাওম কাযা রেখে মৃত্যু ঘটলে উত্তরাধিকারীদের করণীয় হলো-

প্রথমতঃ মা ‘আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)، قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

“রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সাওম (কাযা) রেখে মারা যায়, তার ওয়ারিস বা অভিভাবক সেই (কাযা) সাওম (মাইয়িতের পক্ষ থেকে) পূর্ণ করবে।” (সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫২; সহীহ মুসলিম- হা. ১১১৬) আল্লাহ তা‘আলা সর্বাধিক জ্ঞাত। অথবা,

দ্বিতীয়তঃ মৃতের কাযা সাওম পূরণে ফিদিয়া প্রদান করবেন। অর্থাৎ- মৃতের প্রতিদিনের ছুটে যাওয়া কাযা সওমের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে।” (হাকিম- হা. ১৬০৭; দারাকুতনী- ২/২০৬, হা. ৩, ৬, আলবানী সনদ সহীহ; ইরওয়াউল গালীল- ৪/১৯)

জিজ্ঞাসা (১২) : ইচ্ছাকৃত সাওম ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা প্রদান করতে হবে কী? করলে তা কিভাবে করতে হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

আব্দুল গফুর
রাজশাহী।

জবাব : সহবাস ব্যতীত সাওম ভঙ্গ হওয়ার অন্যান্য কারণ ইচ্ছাকৃত সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে সাওম ভঙ্গ হলে, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার কোনো কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো তাওবাহ করা এবং সেই দিনের সওমের কাযা পূরণ করা। আর সহবাসের মাধ্যমে সাওম ভঙ্গ করলে প্রথমতঃ তাওবাহ করতে হবে, অতঃপর সেই দিনের সওমে কাযা পূরণের পাশাপাশি কাফ্ফারাও আদায়

করতে হবে। আর এ সাওমের কাফফারা হলো- একজন মু'মিন ক্রীতদাস আযাদ করা। যদি তা না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে লাগাতার দু'মাস সিয়াম পালন করা। আর তাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা। এ ক্ষেত্রে ষাটজন দরিদ্রকে একসঙ্গে অথবা সুবিধামতো কয়েক ভাগে বিভক্ত করেও খাদ্য প্রদান করা যাবে। (ফাতাওয়া আল লাজ্নাদ দায়িমাহ- ১/৯/২২১) উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত গোটা রমায়ান মাসে স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ ছিল না; অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে রমায়ানের রাতে স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করেছেন। (সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৭) আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (১৩) : মহিলাদের ঋতুশ্রাব ও সন্তান প্রসবের পর শ্রাব অবস্থায় সাওম পালনের বিধান কী? ওষুধ সেবনের মাধ্যমে শ্রাব বন্ধ করা যাবে কী?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : নারীদের জন্য এ শর'ঈ বিধান প্রদান করা হয়েছে যে, ঋতুশ্রাব বা সন্তান প্রসবোত্তর রক্তশ্রাব অবস্থায় নারীগণ সাওম পালন করবে না, যতক্ষণ না তা থেকে পবিত্রতা লাভ করবে। এমনকি সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্তেও রক্তশ্রাব শুরু হলে সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো- রমায়ান পরবর্তী দিনসমূহে কাযা সাওমগুলো পূর্ণ করবে, যা শ্রাবের সময় ছুটে গিয়েছিল। আর তা পরবর্তী রমায়ান আসার আগেই সময়-সুযোগ করে পূরণ করতে হবে। কেননা, তা আল্লাহ তা'আলার ঋণ, আর সাওম পালনের মাধ্যমে সে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ছুটে যাওয়া সাওমগুলো বিরতিহীন অথবা বিরতিসহ উভয় পদ্ধতিতে আদায় করা যাবে। 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বলেন :

«كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ».

“রমায়ানের কিছু সাওম আমার উপর রয়ে যায়। সেগুলো (পরবর্তী বছরের) শা'বান মাস ব্যতীত আমার পক্ষে কাযা করা সম্ভব হতো না।” (সহীহুল

বুখারী- হা. ১৯৫০; সহীহ মুসলিম- হা. ১৫১/১১৪৬) আল্লাহ তা'আলা অধিক অবগত।

আরো উল্লেখ্য যে, ফজর শুরু হওয়ার পূর্বে পবিত্র হলে ঐদিন থেকেই সাওম পালন করতে হবে। এমনকি দিনের বেলায় হলুদ বর্ণের শ্রাব দেখা গেলেও সাওম পূর্ণতা পাবে ইন্ শা-আল্লাহ। এ মর্মে বিশুদ্ধ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মু 'আত্টিয়াহ্ (رضي الله عنها) বলেন, মাসিক শ্রাব হতে পবিত্র হওয়ার পর নির্গত হওয়া হরিদ্রাবর্ণের শ্রাবকে আমরা কিছুই মনে করতাম না। (সহীহুল বুখারী- ১/৮৪; সুনান আবু দাউদ- হা. ৩০৭; সুনান আন্ব নাসায়ী- হা. ৩৬৮; সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ৬৪৭)

অনেক সময় ঋতুবর্তী নারীগণ ঔষধ ব্যবহার করে শ্রাব বন্ধ রাখেন। এ বিষয়ে উত্তম হচ্ছে তার স্বাভাবিক ঋতুশ্রাব অব্যাহত রাখা এবং আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তার উপর সম্ভ্রষ্ট থেকে হয়েয-রোধকারী কোনো কিছু ব্যবহার না-করা এবং পরবর্তীতে কাযা সাওম পালন করা। উম্মুল মু'মিন এবং সালাফে সালাহীন নারীগণ এভাবেই 'আমল করতেন। (স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়াসমগ্র- ১০/১৫১) আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (১৪) : আমার প্রতিনিয়ত সাদাশ্রাব বা লিকুরিয়া নির্গত হয়। এ অবস্থায় কি সালাত আদায় করা যাবে? কুর'আন-হাদীসের আলোকে জানতে চাই?

মৌসুমি আক্তার

যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

জবাব : এ অবস্থায় আপনি প্রতি ওয়াক্তে ওযু করে সালাত আদায় করে নিবেন। এতে সালাত আদায় হবে। ফাতিমাহ্ বিনতু আবু হুবাইশ রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন : “আমি ইস্তিহাযা সম্পন্ন নারী, ফলে আমি পবিত্র থাকতে পারি না, আমি কি সালাত ছেড়ে দিব? তিনি (ﷺ) বললেন : এটি শিরা নির্গত রক্ত, হয়েয নয়। যদি তোমার হয়েয শুরু হয় তাহলে তুমি সালাত ছেড়ে দাও। আর যদি হয়েয বন্ধ হয়ে যায় তবে (ইস্তিহাযার রক্ত বের হতে থাকলে) তুমি তোমার দেহ থেকে রক্ত ধুয়ে নিবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে। (সহীহুল বুখারী- হা. ২২৮)

জিজ্ঞাসা (১৫) : যারা রিক্সা চালায়, যারা মাটি কাটে কিংবা যারা প্রচণ্ড গরমে কঠোর পরিশ্রম করে তাদের জন্য সিয়াম পালনে কোনো ছাড় আছে কি?

জামাল সাকিব
বরিশাল।

জবাব : প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে যে, রাসূল (ﷺ)-এর যুগেও অনেক সাহাবী কঠোর পরিশ্রম করে সাওম পালন করেছেন, সুতরাং পরিশ্রমের অযুহাতে সাওম ছেড়ে দেয়ার কোনোই সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস (রমাযান) পাবে সে যেনো সিয়াম পালন করে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফর অবস্থায় থাকবে সে পরবর্তীতে (কাযা) সিয়াম পূরণ করবে।” (সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৫)

যদি কঠোর পরিশ্রম ওযর হিসেবে গণ্য হত, তবে কুরআন-সুন্নাহ'য় অবশ্যই এ সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধ থাকতো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

অতএব, রমাযানের সিয়াম পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। কঠিন পরিশ্রমের কারণে সিয়াম পালন কষ্টসাধ্য হলে প্রয়োজনে পরিশ্রম কমিয়ে দিতে হবে। কেননা, একজন মু'মিন স্বীয় রিয়কের জন্য রায্যাক মহান আল্লাহর উপরই ভরসা করবে। বিধায়, কাজের ওযর দেখিয়ে রমাযানের সিয়াম ভঙ্গ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়য নয়; বরং হারাম। (ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম- মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন- পৃ. ৪৫৪) আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (১৬) : গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মা'য়ের জন্য সাওম পালন কি বাধ্যতামূলক? না-কি না রাখলেও চলবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : এ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ মত হলো—

প্রথমতঃ গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মা'য়ের পক্ষে সাওম পালন কঠিন ও কষ্টসাধ্য হলে প্রতিটি সওমের

পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে। এ সম্পর্কিত হাদীস—

“إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصَّيَّامَ.”

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুসাফির হতে সাওমকে উঠিয়ে নিয়েছেন আর (চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয) সালাত অর্ধেক করেছেন এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী হতে সাওম (উঠিয়ে নিয়েছেন)। (জামে' আত তিরমিযী- হা. ৭১৫, হাসান সহীহ; সুনান আবু দাউদ- হা. ২৪০৮, হাসান সহীহ; সুনান আনু নাসায়ী- হা. ২২৬৯, সহীহ; সুনান ইবনু মাজাহ- ১৬৬৭, আলবানী হাসান সহীহ)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, “গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী নারী যদি আশঙ্কা করে যে, সাওম পালন করলে সন্তানের ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তারা ইফতার করবে, অর্থাৎ- সাওম ছেড়ে দিবে এবং ছুটে যাওয়া প্রতিটি সওমের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে।” (সুনান আবু দাউদ- হা. ২৩১৮, হাসান সহীহ; বায়হাক্বী- হা. ৭৮৬৬, আলবানী সহীহ; মুখতাসারু ইরওয়াউল- হা. ৯১৩)

দ্বিতীয়তঃ গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মা'য়ের জন্য সাওম পালন কঠিন ও কষ্টসাধ্য হলে পরবর্তী সময়ে সাওম কাযা করবে, কেননা এ অবস্থায় তারা অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে গণ্য হবে। অতএব অসুস্থ ব্যক্তির বিধান তাদের উপর প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ- পরবর্তীতে সাওম পূর্ণ করবে। এ মতকে সমর্থন করেছেন আল্লামা শাইখ বিন বায (رحمتهما الله)। (তুহফাতুল ইখওয়ান- ১৭১) আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (১৭) : সাওম পালনকারীর জন্য কোনটি আগে— সাহারী, না-কি ফরয গোসল? ফরয গোসল না করে সিয়াম শুরু করা যাবে কী?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : স্বপ্নদোষ কিংবা স্ত্রী সহবাসজনিত কারণে গোসল ফরয হয়েছে, কিন্তু ফরয গোসল করতে গেলে সাহারীর সময় শেষ হয়ে যাবে— এ অবস্থায় করণীয় হলো— প্রথমে সাহারী খাওয়া, অতঃপর গোসল করে ফজরের সালাত আদায় করা। কেননা সাহারী খাওয়ার

জন্য নাপাকী হতে পবিত্রতা লাভ শর্ত নয়, তবে সময়-সুযোগ থাকলে গোসল করে নেয়া উত্তম। রাসূল (ﷺ) স্ত্রী সহবাসজনিত কারণে গোসল ফরয হওয়া সত্ত্বেও (ফরয) গোসল না করেই সাহারী খেয়েছেন, তারপর গোসল করে (ফজর) সালাত আদায় করেছেন। ‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বলেন :

عَائِشَةُ (رضي الله عنها) قَالَتْ : «أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) إِنْ كَانَ لِيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ».

“আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তিনি স্বপ্নদোষ নয়; বরং সহবাসজনিত কারণে নাপাক অবস্থায় সকাল করতেন, অতঃপর সাওম পালন করতেন।” (বুখারী- হা. ১৯৩১; মুসলিম- হা. ১১০৯; ইবনু মাজাহ্- হা. ১৭০৪) আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (১৮) : সাওম অবস্থায় টুথপেস্ট বা টুথপাউডার ব্যবহার করা যাবে কী? না-কি মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে হবে?

তারেক রহমান
জয়পুরহাট।

জবাব : মুখের অভ্যন্তরভাগ ও দাঁত পরিষ্কার করতে টুথপেস্ট বা মাজন ব্যবহার করলে সওমের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং এটা কাঁচা ডালদ্বারা মিসওয়াক করার সদৃশ। কেননা, কাঁচা মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করলে তার স্বাদ অনুভূত হলেও সওমের যেমন ক্ষতি হয় না। টুথপেস্ট বা মাজনের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। তবে সতর্ক থাকতে হবে, যেনো তা পেটে না পৌঁছায়। (তুহফাতুল ইখওয়ান-শাইখ বিন বায-এর ফাতাওয়া থেকে, ১৭৫)

শাইখ সালেহ্ আল উসাইমীন (رضي الله عنه) বলেছেন, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সন্দেহ সৃষ্টিকারী কোনোকিছু ব্যবহার না করাই উত্তম। (কিতাব আদ-দা’ওয়াহ লি-শাইখ ওসাইমী- ২/১৬৮ পৃ.) আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (১৯) : বমি কিংবা রক্তক্ষরণজনিত কারণে সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে কী?

জামিলা খাতুন
নওগাঁ।

জবাব : প্রথমতঃ আমাদের অনেকের ধারণা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মুখভর্তি বমি হলে সাওম ভেঙে যাবে! চাই তা কম হোক বা বেশি হোক। কিন্তু প্রকৃত বিধান হলো- স্বাভাবিক নিয়মে বমি হলে সাওম নষ্ট হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত বমি করলে তাকে সেই দিনের সাওম কাযা করতে হবে। নবী (ﷺ) বলেন :

«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقِضْ».

“যার (স্বাভাবিক নিয়মে) বমি হয়ে যায় তার উপর (সাওম) কাযা নেই। কিন্তু যে ইচ্ছাকৃত বমি করে সে যেন সাওম কাযা করে।” (জামে’ আত্ তিরমিযী- হা. ৭২০, আলবানী সহীহ; সুনান আবু দাউদ- হা. ২৩৮০)

দ্বিতীয়তঃ সিঙ্গা লাগানো কিংবা অন্য কোনো কারণে রক্তক্ষরণ হলে সাওম ভঙ্গ হবে না। তবে শিঙ্গা লাগানো কিংবা কোনো নিরুপায় রোগীকে একান্ত প্রয়োজনে রক্ত প্রদানের কারণে অতিশয় দুর্বল ও সাওম পালনে অক্ষম হয়ে পড়লে, তিনি সেদিনের সাওম ভঙ্গ করে পরবর্তীতে কাযা সাওম পালন করবেন। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৩৮)

তবে শরীরের কোনো স্থান থেকে সাধারণ যে কোনো রক্তক্ষরণে সাওম ভঙ্গ হবে না। (স্বায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র- ১০/২৬৪) আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (২০) : সাওম পালনকালে চোখ, কান, নাকে ড্রপ ব্যবহার এবং ইনহেলর বা ইনজেকশন নেয়া যাবে কী?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : এ ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি মনে রাখতে হবে, তা হলো- খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ বা প্রবেশ করলে সাওম ভঙ্গ হবে। যা খাদ্য-পানীয়’র অন্তর্ভুক্ত নয় তা ব্যবহারে সাওম ভঙ্গ হবে না।

অসুস্থতার দরুন সাওম অবস্থায় কখনো কখনো চোখ, কান কিংবা নাকে ড্রপ ব্যবহার অথবা ইনজেকশন গ্রহণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে শরঈ বিধান হলো- চোখ, কান ও নাকে ড্রপ ব্যবহার করলে সাওম ভঙ্গ হবে না, কেননা তা খাদ্য বা পানীয়’র অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে নবী (ﷺ) সাওম অবস্থায় নাকে মাত্রাতিরিক্ত পানি টানতে নিষেধ করেছেন।

وَبَالِغٍ فِي الْأَسْتِثْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

“এবং বেশি করে নাকে পানি টান। কিন্তু যদি সাওম পালনকারী হও তাহলে (মাত্রাতিরিক্ত) টানবে না।”
(সুনান আবু দাউদ- হা. ১৪২; জামে’ আত তিরমিযী- হা. ৭৮৮; সুনান আন নাসায়ী- হা. ৮৭; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০৭, আলবানী সহীহ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪০৫/১৫। সংগৃহীত শাইখ বিন বায-এর ফাতাওয়া থেকে, তুহফাতুল ইখওয়ান- ১/১৭৫, হা. ১৪)

উল্লিখিত নীতিমালার আলোকেই সাওম অবস্থায় খাদ্য-পানীয় বা পুষ্টি জাতীয় কোনো ইনজেকশন গ্রহণ করা যাবে না। তবে যে সকল ইনজেকশন কেবল মেডিসিন, তা বিশেষ প্রয়োজনে নেয়া যাবে। (শাইখ বিন বায-এর ফাতাওয়া থেকে, তুহফাতুল ইখওয়ান- ১/১৭৪) আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (২১) : ফিতরা প্রদানের নির্দিষ্ট কোনো সময় আছে; না-কি যে কোনো সময় তা প্রদান করা যাবে?

আব্দুল মোমেন
বুডিচং, কুমিল্লা।

জবাব : ফিতরা আদায় করার উত্তম সময় হচ্ছে ঈদুল ফিতর-এর দিনে ঈদের সালাতের উদ্দেশে বের হওয়ার পূর্বক্ষণে। অর্থাৎ- ফিতরা আদায় করে ঈদের সালাতের উদ্দেশে গমন করা। ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত; নবী (সাঃ) যাকাতুল ফিতর আদায় করার আদেশ দেন ঈদের সালাতের উদ্দেশে বের হওয়ার পূর্বে। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৯)

তবে ফিতরা দেয়ার সময় শুরু হয় রমাযানের শেষ দিন সূর্য ডুবার সাথে সাথে। (সৌদী ফাতাওয়া কমিটি- ৯/৩৭৩)

ঈদের এক-দুই দিন পূর্বেও ফিতরা আদায় করা যেতে পারে, কারণ সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে অনেকেই ঈদের এক অথবা দুই দিন পূর্বে ফিতরা আদায় করতেন। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১১)

উল্লিখিত নিয়মে ফিতরা আদায় করার শর’ঈ বিধান বিদ্যমান। তবে ঈদের সালাতের পরে ফিতরা প্রদান করলে তা সাধারণ দান হিসাবে গণ্য হবে। আর এক্ষেত্রে সে ফিতরা প্রদানের বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা হতে বঞ্চিত হবে। (সুনান আবু দাউদ- অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ- ফিতরের যাকাত) আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (২২) : ফিতরার জন্য নিসাব শর্ত কী, ফিতরার বস্তু ও সঠিক পরিমাপ কতটুকু? জানিয়ে বাধিত করবেন।

নূর হোসেন
বংশাল, ঢাকা।

জবাব : প্রথমতঃ যাকাতুল ফিতর-এর জন্য নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। কেননা, রাসূল (সাঃ) ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো নিসাব নির্ধারণ করেননি; বরং তিনি (সাঃ) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, স্বাধীন-পরাধীন, ছোট-বড় সকলে উপর যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৩; সহীহ মুসলিম- হা. ৯৮৪; সুনান আবু দাউদ- হা. ১৬১১; জামে’ আত তিরমিযী- হা. ৬৭৫; সুনান আন নাসায়ী- হা. ২৫০৪ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৪২৫)

দ্বিতীয়তঃ কোনো বস্তু দ্বারা কি পরিমাণ ফিতরা আদায় করতে হবে, এ মর্মে প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু সা’ঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বিদ্যমান। তিনি বলেন, আমরা নবী (সাঃ)-এর যুগে এক সা’ খাদ্য অথবা এক সা’ খেজুর অথবা এক সা’ যব অথবা এক সা’ কিস্মিস্ অথবা এক সা’ পনীর দ্বারা ফিতরা আদায় করতাম। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৮; সহীহ মুসলিম-২২৮১)

ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিতরাস্বরূপ এক সা’ খেজুর কিংবা এক সা’ যব ফরয করেছেন- স্বাধীন-পরাধীন (দাস), পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকল মুসলিমের প্রতি। আর তা ঈদের সালাতে গমনের পূর্বে আদায় করতে আদেশ করেছেন। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৩; সহীহ মুসলিম- হা. ২২৭৫)

উল্লিখিত হাদীসত্রয় থেকে প্রতীয়মান হয়-

ক) প্রধান খাদ্যবস্তু (যেমন- আমাদের দেশে চাউল) অথবা খেজুর, যব, কিশমিশ বা পনীর দ্বারা ফিতরা আদায় করতে হবে।

খ) ঈদের সালাতে গমনের পূর্বেই জনপ্রতি এক সা’ পরিমাণ খাদ্যবস্তু প্রকৃত হকুদারের নিকট পৌঁছে দিতে হবে- যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবীদের (রাঃ) আমল। এখন প্রশ্ন হলো- সা’ পরিমাপ? মদীনা’র সা’-এর বাংলাদেশী পরিমাপ হলো- ২.৫ কেজি সমপরিমাণ

চাউল অথবা একজন সাধারণ পূর্ণ বয়স্ক মানুষের উভয় হাত একত্রিকরণ করে চার অঞ্জলি সমপরিমাণ। (ফাতাওয়া ও মাসায়িল- আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী [রহঃ])

এ বিষয়ে সরাসরি হাদীস-এর উপর ‘আমল করলেই ফিতনা এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে -ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (২৩) : অনেকে মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানার জন্য ফিতরার টাকা নিয়ে থাকেন। কেউ কেউ আবার বলেন, ফিতরার প্রকৃত হকদার ফকীর ও মিসকিন। আমার জিজ্ঞাসা ফিতরা গ্রহণের প্রকৃত হকদার কারা?

সাইফুল ইসলাম

শিমুলবাড়ী, গাইবান্ধা।

জবাব : কে বা কারা ফিতরা গ্রহণের হকদার এ বিষয়ে ইসলামী বিদ্বানগণের দু’প্রকার মত বিদ্যমান। যথা-

প্রথমতঃ সূরা আত্ তাওবায় আট শ্রেণির হকদারের কথা বর্ণিত হয়েছে- যারা যাকাত-সাদাকাহ্ গ্রহণের হকদার। যথা- ১) ফকীর, ২) মিসকীন, ৩) যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারি, ৪) ইসলামে আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এমন অমুসলিমকে, ৫) দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে, ৬) ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে, ৭) মহান আল্লাহর রাস্তায় এবং ৮) মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। (সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬০)

দলিল : ফিতরাকে নবী (ﷺ) যাকাত ও সাদাকাহ্ বলেছেন, তাই যে খাতসমূহ সাদাকাহ্ বা যাকাত প্রদানের জন্য প্রযোজ্য, তা ফিতরার জন্যও প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ সাদাকাহ্ তুল ফিতর বা ফিতরা পাওয়ার হকদার কেবল ফকীর ও মিসকিন; সূরা আত্-তাওবায় বর্ণিত অন্য ছয় শ্রেণি ফিতরার হকদার নয়।

দলিল : ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিতরের যাকাত (ফিতরা) ফরয করেছেন সাওম পালনকারীদের অশ্লীলতা ও অহেতুক কথা-বার্তা হতে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের আহারস্বরূপ ...। (সুনান আবু দাউদ- যাকাতুল ফিতর, হা. ১৬০৬, হাসান; ইরওয়াউল গালীল- হা. ৮৪৩)

এ মতকে সমর্থন করেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়ুম, ইমাম শাওকানী, আল্লামা আযীমাবাদী, ইবনু উসাইমীন প্রমুখ। (দেখুন : মাজমু’উ ফাতাওয়া- ২৫/৭৩; যাদুল মা’আদ- ২/২২; নায়লুল আউত্বার- ৩-৪/৬৫৭; আওনুল মা’বুদ- ৫-৬/৩; শারহুল মুমতি- ৬/১৮৪)

ফিতরা প্রাপ্তির হকদার সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতটি অধিক বিস্তৃত; কেননা এ মতের পক্ষে স্পষ্ট দলিল বিদ্যমান। আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (২৪) : আমাদের সমাজে ফিতরার টাকা ও চাউল মসজিদে একত্রিত করা হয়, এবং সেখান থেকে বিতরণ করা হয়, আমার জিজ্ঞাসা ফিতরা কি নিজ দায়িত্বে, না-কি সমষ্টিগতভাবে বিতরণ করতে হবে?

নুরে আলম,

ভৈষেরকোট, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

জবাব : ফিতরা বিতরণ পদ্ধতি নিয়ে দু’ধরনের প্রথা চালু আছে-

প্রথমতঃ নিজ দায়িত্বে বিতরণ করা। উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে নিজ দায়িত্বে হকদারের নিকট পৌঁছে দেয়া। (ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ্- ৯/৩৮৯)

কেননা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র আদেশ। এজন্য সাহাবী ইবনু ‘উমার স্বীয় ফিতরা নিজ দায়িত্বে এক-দুই দিন পূর্বেই বিতরণ করতেন। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১১) জমাকরণের কথা বলা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদ বা কোনো সংস্থায় জমা করে বিতরণ করা। নির্ভরযোগ্য কোনো সংস্থা, মহল্লা/গ্রাম প্রধান বা ইমামকেও নিজ ফিতরা বণ্টনের প্রতিনিধি করা জায়িয। (ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ্- ৯/৩৮৯) এ ক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে ও নির্ধারিত সময়ে ফিতরা বণ্টনের দায়িত্ব অর্পিত হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর।

আর ফিতরাদাতা যদি সংস্থাকে অর্থ দেয় এই উদ্দেশ্যে যে, উক্ত সংস্থা সেই অর্থ দ্বারা খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে তা ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করবে, এ ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে, যথাসময়ে তা প্রদান করা। কেননা, সংস্থার জন্য বৈধ নয় যে, সে তার মূল্য

বের করবে। (ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ- ৯/৩৭৭)
আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (২৫) : লাইলাতুল কুদরের রাত কোনটি?
আমি এই রাতগুলো কীভাবে অতিবাহিত করবো?
জানিয়ে বাধিত করবেন।

সেলিম ভূইয়া
কালাই, জয়পুরহাট।

জবাব : একজন মুসলিম লাইলাতুল কুদর-এর রাত
সেভাবেই অতিবাহিত করবেন, যেভাবে রাসূলুল্লাহ
(ﷺ) ও সাহাবা আজমাঈন অতিবাহিত করেছেন।

লাইলাতুল কুদরকে (২৬ রমায়ানের দিবাগত রাত) ২৭
রমায়ানের রাতে সীমাবদ্ধ না রেখে এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ
(ﷺ)-এর সুন্যাহ অনুসরণ করতে হবে। 'আয়িশাহ
(رضي الله عنها) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْثِرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ
رَمَضَانَ.

রমায়ান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে
(২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯-এর রাত) লাইলাতুল
কুদর অনুসন্ধান করো। (সহীহুল বুখারী- ২০২০ ও
২০১৭; সহীহ মুসলিম- ১১৬৯) অন্যত্র আবু হুরাইরাহ
(رضي الله عنه) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«أَرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيَّتَظَنِّي بَعْضُ أَهْلِي، فَتَسَيْتَهَا
فَأَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ».

স্বপ্নে আমাকে লাইলাতুল কুদর দেখানো হলো। কিন্তু
আমার এক স্ত্রী আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়ায়
আমি তা ভুলে গিয়েছি। অতএব, তোমরা তা
রমায়ানের শেষ দশকে অনুসন্ধান করো। (সহীহ
মুসলিম- হা. ২১২/১১৬৬)

লাইলাতুল কুদর রাতে করণীয় হলো- কিয়ামুল লাইল
বিনশ্চিতে ধীরস্থিরভাবে আদায় করা, কুরআন
তিলাওয়াত করা, তাফসীর, হাদীস ও দীনী 'ইলম চর্চা
করা এবং বেশি বেশি তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-
আয়কার ও ইস্তিগফার করা এবং সর্বোপরি বেশি বেশি
এ দু'আ পাঠ করা-

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইল্লাকা আফুউন কারীমুন
তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি মহানুভব ক্ষমাশীল। আপনি
ক্ষমা করা পছন্দ করেন। অতএব, আপনি আমাকে
ক্ষমা করুন। (সহীহুত তিরমিযী- হা. ৩৫১৩) আল্লাহ
তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (২৬) : আমি জানতে চাই ই'তিকাফ-এর
সময়সীমা, সূচনা, সমাপ্তি এবং আবশ্যিকতার বিধান
কী?

জাকির হোসেন
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

জবাব : একজন মুসলিম সম্পূর্ণ দুনিয়াবিমুখ হয়ে,
রমায়ানের শেষ দশকে স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্য লাভের
উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ধ্যানমগ্ন হন- যাকে শরীয়তের
পরিভাষায় ই'তিকাফ বলে। ই'তিকাফ পালন করা
সুন্যাত।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রমায়ানের শেষ দশকে ই'তিকাফ
করতেন। (সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৫; সহীহ
মুসলিম- হা. ১১৭১)

ই'তিকাফ-এর জন্য মসজিদে প্রবেশ করতে হবে ২০
রমায়ান সূর্যাস্তের পূর্বে। এটিই ইমাম চতুস্তয়সহ জমহুর
'আলেম-এর মত। কেননা, সহীহুল বুখারী ও সহীহ
মুসলিমের হাদীসদ্বারা সাব্যস্ত "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শেষ
দশ রাত ই'তিকাফ করতেন।"

যেহেতু ২০ রমায়ান সূর্যাস্তের সাথে সাথে রমায়ানের
শেষ দশক শুরু হয়ে যায়, বিধায় এদিন সূর্যাস্তের
পূর্বেই ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করতে
হবে।

তবে 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ই'তিকাফ করার ইচ্ছাপোষণ করলে
ফজর সালাত আদায় করেই স্বীয় ই'তিকাফের স্থানে
প্রবেশ করতেন। (সহীহুল বুখারী- হা. ২০৪১ ও সহীহ
মুসলিম- হা. ১১৭৩)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দীসগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ
করেছেন। তবে শাইখ সালাহ আল উসাইমীন বলেন,
"ই'তিকাফ শুরু হবে ২১ তারিখ রাত থেকে।"
(ফাতাওয়াস সিয়াম- পৃ. ৫০১)

আর রমায়ান শেষ হলে অর্থাৎ- ঈদের নতুন চাঁদ উদিত হলেই ই'তিকাফ শেষ হবে। (ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ- ১০/৪১১; ফাতাওয়াস সিয়াম- পৃ. ৫০১)

জিজ্ঞাসা (২৭) : আমাদের এলাকায় মহিলারা নিজ ঘরে ই'তিকাফ করে। আমি জানতে চাই মহিলারা কি ঘরে ই'তিকাফ করবে? নাকি তাদের ই'তিকাফের জন্যও মসজিদ আবশ্যিক?

নাজমা আজার
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদেই ই'তিকাফ করেছেন এবং তাঁর সহধর্মিণীগণ ই'তিকাফ করতে চাইলে মসজিদে পর্দাবৃত স্থান নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“আর তোমরা মসজিদসমূহে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করো না।” (সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৭)

মহিলারা নিজগৃহে ই'তিকাফ করবে- মর্মে কোনো বর্ণনা নেই। যারা বলেন, এটা তাদের অনুমান যা সুন্যাহ পরিপন্থী; বরং সহীহ সূত্রে 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

﴿وَلَا اِغْتِكَافِ اِلَّا فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ﴾

“ই'তিকাফ কেবল জামি' মসজিদে হতে হবে।” (সুনান আবু দাউদ- হা. ২৪৭৩)

এ হাদীসদ্বারা পুরুষদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। সুতরাং এ নির্দেশ নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (২৮) : আমি জানতে চাই- ই'তিকাফরত কোনো ব্যক্তির সাথে তার মাহরাম মহিলা (যার সাথে সাক্ষাৎ করা ইসলামে বৈধ) সাক্ষাত করতে পারবে কী?

নারগিস আজার
চান্দিনা, কুমিল্লা।

জবাব : অনেকেরই এমন ধারণা যে, ই'তিকাফরত ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীর সাক্ষাৎ করতে পারবে না। অথচ নবীপত্নী সাফিয়্যাহ্ (رضي الله عنها) বলেন :

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَرْوَرَةَ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ.

“রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ই'তিকাফরত ছিলেন। রাতের বেলায় আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলাম। অতঃপর কথা-বার্তা বললাম।” (সহীছুল বুখারী- হা. ৩২৮১; সহীহ মুসলিম- হা. ২৪/২১৭৫) আরো বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : «كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ)، إِذَا اِغْتَكَفَ، يُدْنِي إِيَّيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجُلُهُ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ই'তিকাফকালে মসজিদ হতে মাথা বের করে দিতেন আর তাঁর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) চিরুনি করে দিতেন। (সহীহ মুসলিম- হা. ৬/২৯৭)

তবে ই'তিকাফরত ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“আর মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না।” (সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৭) আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (২৯) : হাদীসে এসেছে- রমায়ান মাসে শয়তানদের শেকলবন্দি করা হয়, আমার প্রশ্ন- তাহলে এ মাসেও মানুষ কেন পাপকর্মে লিপ্ত হয়?

আব্দুস সালাম
টঙ্গী, গাজিপুর।

জবাব : অনেকের মনে যে প্রশ্নটি ঘুরপাক খায় তা হলো- রমায়ান মাসে তো শয়তানদেরকে শিকলবন্দি করা হয়, তবে এ মাসেও মানুষ কেন পাপ কাজ করে? এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর একটি হলো-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْحَيْنِ وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُنُقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.

আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন রমায়ান মাসের প্রথম রজনীর আগমন ঘটে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিন্দের শেকল দিয়ে

বেধে ফেলা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, যার একটি দরজাও খোলা থাকে না; জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, যার একটি দরজাও বন্ধ থাকে না এবং একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে— হে সৎকর্মশীল! অগ্রসর হও, হে অসৎকর্মপরায়ণ! থেমে যাও। আল্লাহ তা'আলা (রমাযানের) প্রতিটি রাতে অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৯৮, ১৮৯৯, ৩২৭৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৭৯)

উল্লিখিত হাদীসে শয়তানদেরকে শেকলবন্দি করার কথা ব্যক্ত হয়ে, তারপরও তারা কিভাবে কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে অসৎ কর্মের প্রতি উৎসাহিত করে?

প্রথমতঃ সুনান আন্ নাসায়ী'র বর্ণনায় এসেছে—

وَتُعَلُّ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ.

“রমাযান মাসে অবাধ্য ও উগ্র শয়তানদেরকে বন্দি করা হয়।” (সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২১০৬, সহীহ)

অর্থাৎ- শয়তানদের মাঝেও শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কুমন্ত্রণাদানে অধিক পারদর্শী, উগ্র ও অবাধ্য, কেউ অপেক্ষকৃত কম পারদর্শী, আবার কেউ শিক্ষানবিশ। তবে প্রত্যেক শয়তানই কমবেশি অবাধ্য, উগ্র এবং কুমন্ত্রণাদাতা। রমাযান মাসে কুমন্ত্রণাদানে অধিক পারদর্শী, উগ্র ও অবাধ্যতার দিক থেকে সিনিয়র শয়তানদেরকে বন্দি করা হয়; ফলে রমাযানে পাপের পরিমাণ কমে যায়, মানুষ অধিক আল্লাহমুখী হয়ে ‘ইবাদত-বন্দেগী, দান-সাদাকাহ প্রভৃতি নেকীর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। অপরপক্ষে ছোট শয়তানগুলো বড় শয়তানগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়ে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ রমাযানে শয়তানদেরকে বন্দি রাখা হয় এর অর্থ এই নয় যে, রমাযানে কোনো পাপাচার সংঘটিত হবে না। কারণ মানুষ কেবল শয়তানের কুমন্ত্রণায় পাপ করে না; বরং পাপাচার সংঘটিত হওয়ার পেছনে শয়তান ছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে। যেমন- (ক) রিপূর কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পাপ করে, (খ) মানুষরূপী শয়তানের খপ্পরে পড়ে পাপকার্যে লিপ্ত হয় এবং (গ) বদ অভ্যাসের বশবর্তী হয়েও পাপ করে।

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা যখন ইবলিসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রথম মানব আদম (ﷺ)-কে সাজদাহ্ করো- তখন সে কোন শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে অবাধ্য সীমালঙ্ঘন করেছিল? না, কোনো শয়তান নয়; বরং তার কু-প্রবৃত্তিই তাকে অহংকারী ও অবাধ্য করে তুলেছিল, তাই সে সীমালঙ্ঘন করে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হলো।

এ জন্যই রাসূল (ﷺ) রমাযান মাসে সাওম পালনকারীদেরকে কুপ্রবৃত্তি, কুঅভ্যাস প্রভৃতি ‘কু’ নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِنَّ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، يَدْعُ شَهْوَنَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي.

সাওম আমার জন্যে পালন করা হয় এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। কারণ সাওম পালনকারী ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়না ও আহার-বিহার শুধু আমার জন্যই পরিহার করে। আরও বলা হয়েছে—

إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْحَبْ، فَإِنَّ سَابَّهُ أَحَدًا أَوْ قَاتَلَهُ فَلَيْقُلْ: إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ.

তোমাদের মধ্যে যে সাওম পালন করবে, সে যেনো অশ্লীল কথাবার্তা না বলে আর শোরগোল বা উচ্চবাচ্য না করে। তাকে কেউ যদি গালি দেয় বা কটু কথা বলে অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তখন সে যেনো বলে, ‘আমি সাওম পালন করছি। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫১)

সুতরাং শয়তানকে শেকলবন্দি করা হলেও উপরোক্ত একাধিক কারণে মানুষ পাপাচার করে থাকে। এরপরও শয়তানদের শেকলবন্দি প্রতিফলন ঘটে মুসলিম সমাজে। লক্ষণীয় যে, তখন মানুষ অধিক পরিমাণে সৎকর্মের দিকে ধাবিত হয়, অনেক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি পাপ-পঙ্কিলতা ছেড়ে মসজিদমুখী হয়, অনেকেই নতুন করে সালাত-সিয়ামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কুরআন তিলাওয়াত, দান-সাদাকাহ, যিকর-আযকার এবং মহিলাদের মাঝে পর্দার অনুশীলন ইত্যাদি সৎকর্মের চর্চা বৃদ্ধি পায়; আর প্রকাশ্য পাপাচার অনেকাংশে হ্রাস

পায়। এসবই শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (৩০) : আমার কাছে বেশি পরিমাণে স্বর্ণ নেই, সামান্য কিছু আছে। আমি জানতে চাই কত ভরী সোনা-রুপা থাকলে যাকাত দেয়া ফরয?

ইসমাঈল হুসাইন

মিরপুর, ঢাকা।

জবাব : কম পক্ষে সাড়ে সাত ভরী স্বর্ণ এবং সাড়ে বায়ান্ন ভরী রুপা থাকলে যাকাত দিতে হবে। আর যাকাত দেয়ার নিয়ম হচ্ছে স্বর্ণ বা রুপার বিক্রয় মূল্য হিসাব করে তার শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ‘আলী (رضي الله عنه)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “যখন তোমার নিকট দুইশত দিরহাম (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা) থাকবে এবং তা এক বছর পর্যন্ত থাকবে তবে তাতে পাঁচ দিরহাম (আড়াই পার্সেন্ট) যাকাত দিবে। আর স্বর্ণ ২০ দিরহাম (সাড়ে সাত ভরি)-এর নিচে হলে যাকাত দেয়া লাগে না। যদি তোমার নিকট ২০ দিরহাম স্বর্ণ থাকে এবং তাতে এক বছর পূর্ণ হয় তবে সে ক্ষেত্রে অর্ধ দীনার (৪০ ভাগের এক ভাগ তথা আড়াই পার্সেন্ট) যাকাত প্রদান করো। এর চেয়ে বেশি হলে তা হিসাব করে যাকাত দাও।” (সুনান আবু দাউদ- হা. ৩৪২)

বাংলাদেশ জমজ্বলতে আহলে হাদীস-এর প্রকাশিত বইসমূহ

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	১. কালেমা তাইয়েবা, ২. আহলে হাদীস পরিচিতি, ৩. নবুওয়াতে মুহাম্মাদী, ৪. সিয়ামে রমায়ান, ৫. তারাবীহ, ৬. ঈদে কুরবান, ৭. তিন তালাক প্রসঙ্গ, ৮. ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, ৯. মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী
০২	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী
০৩	১. বুলুগুল মারাম, ২. কিতাবুল কাবায়ির	অনুবাদ : মাওলানা আব্দুর রহমান
০৪	নূরুল ঈমান	মূল : মাওলানা আব্বাস আলী মুর্শিদাবাদী
০৫	নবুওয়াতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ
০৬	সহীহ আল-কালিমুত তাইয়্যিব	শাইখ মুহাম্মদ নাসেরু-দ-দীন আল-আলবানী
০৭	অভিভাষণ	এ. এস. এম রফিকুল ইসলাম
০৮	বিশিষ্ট গবেষকদের কলমে, আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (رحمته الله) এর জীবনী	ড. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
০৯	ইসলামের আলোকে জীবন বিধান	মুহাম্মদ আবুল হোসেন

রমাযানুল মুবারক : আমাদের আহ্বান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আলহামদু লিল্লাহ। অবিরত কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবোরো এলো, তাকুওয়া অর্জন ও কুরআন নাযিলের মাস রমাযানুল মুবারক। ‘আমলে সলেহ্ তথা পুণ্য লাভের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বীয় ‘আমলনামা সমৃদ্ধ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে এ মাসে। ‘ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সাদাকার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আসুন, আমরাও তাকুওয়া অর্জনের এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

সম্মনিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

এ দেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারীদের তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। বিগত প্রায় আট দশকব্যাপী এ সংগঠনটি কুরআন-সুন্নাহ’র দা’ওয়াহ্ ও তাবলীগের পাশাপাশি দীনী প্রতিষ্ঠান পরিচালনাসহ আর্তমানবতার সেবায় নিরন্তর কাজ করে আসছে এবং এ কাজে উত্তরোত্তর গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে বাইপাইল, আশুলিয়ায় জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানার বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন হয়ে তৃতীয় তলার কাজ শুরু হয়েছে আলহামদু লিল্লাহ। আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহে কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) মডেল মাদরাসা’র শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরোও একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সেইসাথে মডেল মাদরাসার বালিকা শাখা ইতঃমধ্যে চালু করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ-এর শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে আলহাম দুলিল্লাহ। এছাড়া বাইপাইলে একটি বিশ্বমানের উচ্চতর ক্বাওমী মাদরাসা এবং একটি মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রাবাড়ি-ঢাকায় অবস্থিত বহুতল বিশিষ্ট জমঈয়ত ভবনের ৮ম তলার কাজও চলমান। ৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকায় ‘জমঈয়ত টাওয়ার’ নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং ভাওরাইদ-গাজীপুরে নওমুসলিম প্রকল্পের অধিবাসীদের কল্যাণার্থে সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। এ সংগঠনের মুখপত্র ‘সাপ্তাহিক আরাফাত’ ও ‘মাসিক তর্জুমানুল হাদীস’ সমৃদ্ধ কলেবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং জমঈয়ত পরিচালিত ‘বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা’লীমী বোর্ড ঢাকা’-এর কার্যক্রম ও গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রমাযানকে ঘিরে দেশব্যাপী দাওয়াহ্-তাবলীগী এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লিখিত বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে আপনারা দীর্ঘদিন যাবত আন্তরিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ যাযাকুমুল্লাহ খায়রান। আশা করি এবারও আপনারা এগিয়ে আসবেন, সম্প্রসারিত করবেন আপনারদের দানের হাত- বিশেষভাবে জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড কর্মসূচিতে আপনিও অংশগ্রহণ সদাকায় জারিআহ অব্যাহত রাখবেন ইন শা-আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা’আলা আমাদের সৎ ‘আমলসমূহ কবুল করুন আমীন।

মা’আসসালামাহ- আপনারদের সার্বিক কল্যাণ কামনায়

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণের ঠিকানা		
“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস” সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০ ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।	বিকাশ পার্সোনাল : (হিসাবরক্ষক) ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫	আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫, ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১
জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড ২০৫০১৭৯০২০১৬৯০৭০৯ ইসলামী ব্যাংক, বংশাল শাখা।	বিকাশ মার্চেন্ট (কল্যাণ ফান্ড) ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০২	নগদ মার্চেন্ট (কল্যাণ ফান্ড) ০১৯৩৩ ৩৫ ৫৯০২

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি ঢাকা-১২০৪। ① +৮৮০২২২৪৪৫৮৫৫১, ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১

মেধার লড়াই (কুইজ প্রতিযোগিতা)

৬৭তম বর্ষের ১৯-২০ সংখ্যা থেকে ২৫-২৬ সংখ্যা পর্যন্ত সাপ্তাহিক আরাফাত পড়ুন এবং কুইজে অংশগ্রহণ করে জিতে নিন আকর্ষণীয় পুরস্কার।

০১) সংক্ষেপে প্রকাশ :

- ক) রমায়ান মাসে দু'টি ফযীলাত কুরআনের আলোকে লিখুন?
খ) রমায়ান মাসের কোন কোন 'আমলের কারণে সাওম পালনকারীর পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করা হয়?
গ) সাওম পালনকারীর পুরস্কার কীভাবে প্রদান করা হবে?
ঘ) হাদীসের আলোকে কোন দু'টি সময় সাওম পালনকারীর জন্য আনন্দময়?
ঙ) হাদীসের কোনো শর্তের আলোকে এক রমায়ান থেকে পরবর্তী রমায়ান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ মাফ করা হয়?
চ) কুরআনের আলোকে অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য রোযার বিধান কী?
ছ) হাদীসের আলোকে লায়লাতুল ক্বাদর অন্বেষণ করতে কোন কোন তারিখে?

০২) বহুনির্বাচনী প্রশ্ন : (সঠিক উত্তরে টিকচিহ্ন দিন)

- ক) সাওম পালনকারী সাওম পালনের মাধ্যমে কী অর্জন করে?
i) প্রচুর ধন-সম্পদ ii) শক্তি-সামর্থ্য
iii) তাকওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি iv) খ্যাতি ও প্রতিপত্তি।
খ) কুরআনের সূরা দুখানে বলা হয়েছে- “নিশ্চয়ই আমি এটি (কুরআন) নাখিল করেছি এক বরকতময় রাতে” -এই বরকতময় রাত বলতে কোন রাতকে বুঝানো হয়েছে?
i) শবে মি'রাজের রাত ii) ১৫ শা'বানের রাত
iii) আশুরা বা ১০ মুহাররমের রাত iv) রমায়ানে লায়লাতুল ক্বাদরের রাত

গ) “الصَّيَّامُ جُنَّةٌ”-এর অর্থ কী?

- i) সাওম (রোযা) আলোস্বরূপ ii) সাওম (রোযা) ঢালস্বরূপ
iii) সাওম (রোযা) তাকওয়াস্বরূপ iv) সাওম (রোযা) পুরস্কারস্বরূপ
ঘ) জান্নাতের কোন দরজাটি সাওম পালনকারীদের জন্য?
i) বাবুস সালাম খ) বাব-ই রাইয়্যান
গ) বাব-ই কারার ঘ) বাবুন-নূর
ঙ) রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন সুগন্ধীর থেকেও অধিক প্রিয়?
i) মেশকের সুগন্ধী থেকে ii) আতরের সুগন্ধী থেকে
iii) গোলাপ ফুলে সুগন্ধী থেকে iv) বেলি ফুলের সুগন্ধী থেকে

০৩) সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ :

- ক) তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, যেমন- তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরয করা হয়েছিল।
খ) রমায়ান মাসে-এর দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়।
গ) ক্বাদরের রাতে ফেরেশতাগণ ও অবতরণ করেন।
ঘ) শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় মাসে।
ঙ) ক্বাদরের রাত মাস অপেক্ষাও মর্যাদাপূর্ণ।
০৪) কুরআন ও হাদীসের আলোকে লিখুন।
প্রশ্ন : রমায়ান মাসে একজন মুসলিমের করণীয় প্রধান কাজসমূহ কী কী?

রেজিস্ট্রেশন ফরম

অংশগ্রহণকারীর নাম : বয়স :

পিতার নাম : শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পূর্ণ ঠিকানা : গ্রাম/এলাকা- ডাকঘর-

থানা- জেলা- মোবাইল নং-

ই-মেইল (যদি থাকে)-

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, সাপ্তাহিক আরাফাত-এর কুইজ প্রতিযোগিতার সকল শর্তাবলী আমি মনোযোগসহকারে পড়েছি এবং তা মেনে চলতে সম্মত।

অংশগ্রহণকারীর স্বাক্ষর : তারিখ :

মেধার লড়াই!

কুইজ প্রতিযোগিতা!!

আসন্ন রমায়ানুল মুবারক উপলক্ষ্যে বুদ্ধির লড়াই (কুইজ প্রতিযোগিতা)

বর্ষ : ৬৭, সংখ্যা : (১৯-২০) থেকে (২৫-২৬) মোট ০৪টি সংখ্যা

কুইজ প্রতিযোগিতার শর্তাবলী

- এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার ফি প্রদান করতে হবে না। তবে নির্ধারিত ০৪টি সংখ্যা ১৫ ফেব্রুয়ারি-২৬-এর মধ্যে অর্ডার করতে হবে। অর্ডারের জন্য যোগাযোগ- ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, ০১৮৬৪১৩১৫১৮।
- অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, সাপ্তাহিক আরাফাত ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর ফেসবুক পেজে প্রকাশিত গুগল ফরম পূরণ করতে হবে।
- পবিত্র রমায়ানুল মুবারক উপলক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্নগুলো সাপ্তাহিক আরাফাত ৬৭ বর্ষের (১৯-২০) সংখ্যা থেকে (২৫-২৬) সংখ্যা পর্যন্ত মোট ০৪টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।
- প্রতিটি সংখ্যার শুরুতে মণির খনি বিভাগে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস প্রদান করা হবে। মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করলে কুইজ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ণয় করা সম্ভব হবে।
- প্রতিযোগীকে প্রতিটি সংখ্যার জন্য পৃথকভাবে উত্তরপত্র প্রস্তুত করতে হবে এবং একই ব্যক্তির একাধিক উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট বা ভুল তথ্যসংবলিত ফরম বাতিল বলে গণ্য হবে।
- পত্রিকায় প্রকাশিত রেজিস্ট্রেশন ফরমের নির্ধারিত অংশটি যথাযথভাবে ছিঁড়ে প্রতিটি উত্তরপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। পৃথক সাদা কাগজে স্পষ্ট ও পাঠযোগ্য হস্তাক্ষরে উত্তর লিখে পাঠাতে হবে।
- চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত সকল কুইজের উত্তর একসাথে কর্তৃপক্ষের নিকট ১৫ এপ্রিল-২০২৬-এর মধ্যে ডাকযোগে অথবা সরাসরি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাপ্তাহিক আরাফাতের বিপণন বিভাগে পৌছাতে হবে। প্রত্যেক সংখ্যার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন ফরম ঐ সংখ্যার উত্তরপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক।
- প্রতিযোগিতার চারটি সংখ্যার মধ্যে কোনো একটি সংখ্যায় অংশগ্রহণ না করলে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীকে চূড়ান্ত প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।
- কুইজ মূল্যায়ন, বিজয়ী নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও সর্বশেষ বলে গণ্য হবে।
- বিজয়ীদের নাম ও পুরস্কারের বিস্তারিত বিবরণ যথাসময়ে সাপ্তাহিক আরাফাত-এ প্রকাশ করা হবে। এ বিষয়ে কোনো প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।
- কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে প্রতিযোগিতার যেকোনো শর্ত সংযোজন, পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

আকর্ষণীয় পুরস্কারসমূহ

প্রথম পুরস্কার	:	১ জন- ১৫,০০০/- টাকা।
দ্বিতীয় পুরস্কার	:	২ জন- প্রত্যেককে ৭,০০০/- টাকা।
তৃতীয় পুরস্কার	:	৩ জন- প্রত্যেককে ৫,০০০/- টাকা
সান্ত্বনা পুরস্কার	:	১০০ জন বিশেষ উপহার।

বাংলাদেশ জমজয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত ফেব্রুয়ারি মাসের সালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫:২২	০৬:৩৯	১২:১২	০৩:২২	০৫:৪৫	০৭:০৩
০২	০৫:২২	০৬:৩৮	১২:১২	০৩:২৩	০৫:৪৬	০৭:০৩
০৩	০৫:২১	০৬:৩৮	১২:১৩	০৩:২৩	০৫:৪৬	০৭:০৪
০৪	০৫:২১	০৬:৩৮	১২:১৩	০৩:২৪	০৫:৪৭	০৭:০৪
০৫	০৫:২১	০৬:৩৭	১২:১৩	০৩:২৪	০৫:৪৮	০৭:০৫
০৬	০৫:২০	০৬:৩৭	১২:১৩	০৩:২৫	০৫:৪৮	০৭:০৫
০৭	০৫:২০	০৬:৩৬	১২:১৩	০৩:২৫	০৫:৪৯	০৭:০৬
০৮	০৫:১৯	০৬:৩৬	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৫০	০৭:০৭
০৯	০৫:১৯	০৬:৩৫	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৫০	০৭:০৭
১০	০৫:১৮	০৬:৩৪	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫১	০৭:০৮
১১	০৫:১৮	০৬:৩৪	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫১	০৭:০৮
১২	০৫:১৭	০৬:৩৩	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫২	০৭:০৯
১৩	০৫:১৭	০৬:৩৩	১২:১৩	০৩:২৮	০৫:৫৩	০৭:০৯
১৪	০৫:১৬	০৬:৩২	১২:১৩	০৩:২৮	০৫:৫৩	০৭:১০
১৫	০৫:১৬	০৬:৩১	১২:১৩	০৩:২৯	০৫:৫৪	০৭:১০
১৬	০৫:১৫	০৬:৩১	১২:১৩	০৩:২৯	০৫:৫৪	০৭:১১
১৭	০৫:১৪	০৬:৩০	১২:১৩	০৩:২৯	০৫:৫৫	০৭:১১
১৮	০৫:১৪	০৬:২৯	১২:১৩	০৩:৩০	০৫:৫৬	০৭:১২
১৯	০৫:১৩	০৬:২৯	১২:১৩	০৩:৩০	০৫:৫৬	০৭:১২
২০	০৫:১৩	০৬:২৮	১২:১৩	০৩:৩০	০৫:৫৭	০৭:১৩
২১	০৫:১২	০৬:২৭	১২:১২	০৩:৩০	০৫:৫৭	০৭:১৩
২২	০৫:১১	০৬:২৬	১২:১২	০৩:৩১	০৫:৫৮	০৭:১৪
২৩	০৫:১০	০৬:২৫	১২:১২	০৩:৩১	০৫:৫৮	০৭:১৪
২৪	০৫:১০	০৬:২৫	১২:১২	০৩:৩১	০৫:৫৯	০৭:১৫
২৫	০৫:০৯	০৬:২৪	১২:১২	০৩:৩১	০৫:৫৯	০৭:১৫
২৬	০৫:০৮	০৬:২৩	১২:১২	০৩:৩১	০৬:০০	০৭:১৫
২৭	০৫:০৭	০৬:২২	১২:১২	০৩:৩২	০৬:০০	০৭:১৬
২৮	০৫:০৭	০৬:২১	১২:১১	০৩:৩২	০৬:০১	০৭:১৬

ক্র.	জেলা	সাহারীর পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(-) ০০ মি. ৪৮ সে.	(-) ০০ মি. ৩০ সে.
০৩	গাজীপুর	(-) ০০ মি. ০৬ সে.	(-) ০০ মি. ১৮ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
০৫	নরসিংদী	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ২৪ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(-) ০০ মি. ৩৬ সে.	(-) ০০ মি. ২৪ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ১২ সে.	(-) ০০ মি. ৪৮ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	(-) ০২ মি. ০০ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
১১	নেত্রকোনা	(-) ০০ মি. ৫৪ সে.	(-) ০২ মি. ০৬ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১৮ সে.

ক্র.	জেলা	সাহারীর পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ১২ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(-) ০৬ মি. ২৪ সে.	(-) ০৪ মি. ৫৪ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(-) ০৭ মি. ৫৪ সে.	(-) ০৬ মি. ২৪ সে.
২০	খাগড়াছড়ি	(-) ০৭ মি. ০০ সে.	(-) ০৬ মি. ১২ সে.
২১	বান্দরবন	(-) ০৮ মি. ০৬ সে.	(-) ০৬ মি. ১৮ সে.
২২	কক্সবাজার	(-) ০৭ মি. ১৮ সে.	(-) ০৪ মি. ৪২ সে.
২৩	নোয়াখালী	(-) ০৩ মি. ১৮ সে.	(-) ০২ মি. ১৮ সে.
২৪	ফেনী	(-) ০৪ মি. ৩০ সে.	(-) ০৩ মি. ৩৬ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(-) ০২ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ১৮ সে.
২৬	কুমিল্লা	(-) ০৩ মি. ২৪ সে.	(-) ০৩ মি. ০০ সে.

ক্র.	জেলা	সাহারীর পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
২৭	চাঁদপুর	(-) ০১ মি. ৩০ সে.	(-) ০০ মি. ৫৪ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(-) ০২ মি. ৫৪ সে.	(-) ০৩ মি. ০৬ সে.
২৯	সিলেট	(-) ০৫ মি. ৩০ সে.	(-) ০৬ মি. ৪২ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(-) ০৩ মি. ২৪ সে.	(-) ০৪ মি. ৪৮ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(-) ০৫ মি. ১৮ সে.	(-) ০৬ মি. ০০ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(-) ০৩ মি. ৪৮ সে.	(-) ০৪ মি. ২৪ সে.
৩৩	খুলনা	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৫৪ সে.
৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৩৫	বাগেরহাট	(+) ০৩ মি. ০৬ সে.	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.
৩৬	যশোর	(+) ০৫ মি. ১৮ সে.	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.
৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৩ মি. ১২ সে.
৩৮	মাগুরা	(+) ০৪ মি. ০০ সে.	(+) ০৩ মি. ৩৬ সে.
৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.

ক্র.	জেলা	সাহারীর পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
৪৩	বরিশাল	(+) ০০ মি. ৪২ সে.	(-) ০০ মি. ২৪ সে.
৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০০ মি. ১৮ সে.
৪৫	পিরোজপুর	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
৪৬	পটোয়াখালী	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
৪৭	বরগুনা	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০০ মি. ১২ সে.
৪৮	ভোলা	(-) ০০ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ৩৬ সে.
৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.
৫১	নওগাঁ	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ১২ সে.
৫২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ০০ সে.	(+) ০৮ মি. ৪৮ সে.

ক্র.	জেলা	সাহারীর পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
৫৩	বগুড়া	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.
৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.
৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৭ মি. ৩৬ সে.
৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৮ মি. ২৪ সে.
৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৮ মি. ৩৬ সে.
৬০	রংপুর	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.
৬১	গাইবান্ধা	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.
৬২	লালমনিরহাট	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৬৩	নীলফামারী	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.

রমায়ান ১৪৪৭ হিজরি/২০২৬ খ্রিষ্টাব্দের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী (ঢাকার জন্য প্রযোজ্য)

রামায়ান	তারিখ	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
০১	১৯ ফেব্রুয়ারি	বৃহস্পতিবার	০৫.১৩	০৫.৫৬
০২	২০ ফেব্রুয়ারি	শুক্রবার	০৫.১২	০৫.৫৭
০৩	২১ ফেব্রুয়ারি	শনিবার	০৫.১২	০৫.৫৮
০৪	২২ ফেব্রুয়ারি	রবিবার	০৫.১১	০৫.৫৮
০৫	২৩ ফেব্রুয়ারি	সোমবার	০৫.১০	০৫.৫৮
০৬	২৪ ফেব্রুয়ারি	মঙ্গলবার	০৫.০৯	০৫.৫৯
০৭	২৫ ফেব্রুয়ারি	বুধবার	০৫.০৯	০৫.৫৯
০৮	২৬ ফেব্রুয়ারি	বৃহস্পতিবার	০৫.০৮	০৬.০০
০৯	২৭ ফেব্রুয়ারি	শুক্রবার	০৫.০৭	০৬.০০
১০	২৮ ফেব্রুয়ারি	শনিবার	০৫.০৬	০৬.০১
১১	০১ মার্চ	রবিবার	০৫.০৫	০৬.০২
১২	০২ মার্চ	সোমবার	০৫.০৫	০৬.০২
১৩	০৩ মার্চ	মঙ্গলবার	০৫.০৪	০৬.০৩
১৪	০৪ মার্চ	বুধবার	০৫.০৪	০৬.০৩
১৫	০৫ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৫.০৩	০৬.০৩
১৬	০৬ মার্চ	শুক্রবার	০৫.০১	০৬.০৪
১৭	০৭ মার্চ	শনিবার	০৫.০০	০৬.০৪
১৮	০৮ মার্চ	রবিবার	০৪.৫৯	০৬.০৫
১৯	০৯ মার্চ	সোমবার	০৪.৫৮	০৬.০৫
২০	১০ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪.৫৭	০৬.০৬
২১	১১ মার্চ	বুধবার	০৪.৫৬	০৬.০৬
২২	১২ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪.৫৫	০৬.০৭
২৩	১৩ মার্চ	শুক্রবার	০৪.৫৪	০৬.০৭
২৪	১৪ মার্চ	শনিবার	০৪.৫৩	০৬.০৮
২৫	১৫ মার্চ	রবিবার	০৪.৫২	০৬.০৮
২৬	১৬ মার্চ	সোমবার	০৪.৫১	০৬.০৮
২৭	১৭ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪.৫০	০৬.০৯
২৮	১৮ মার্চ	বুধবার	০৪.৪৯	০৬.০৯
২৯	১৯ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪.৪৮	০৬.০৯
৩০	২০ মার্চ	শুক্রবার	০৪.৪৭	০৬.১০

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাইন্ডার ও সালাত টাইম-এর সমন্বিত সময় অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সাহারীর শেষ ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য ঢাকার পূর্বে (-) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য	ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৩৩	খুলনা	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(-) ০১ মি. ০০ সে.	(-) ০১ মি. ০০ সে.	৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৪ মি. ২৪ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
০৩	গাজীপুর	(-) ০০ মি. ০০ সে.	(-) ০১ মি. ০০ সে.	৩৫	বাগেরহাট	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০৩ মি. ৩৩ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ২৪ সে.	(+) ০১ মি. ২৪ সে.	৩৬	যশোর	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
০৫	নরসিংদী	(-) ০১ মি. ০০ সে.	(-) ০১ মি. ২৪ সে.	৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(-) ০০ মি. ৩৬ সে.	(-) ০০ মি. ৩৬ সে.	৩৮	মাগুরা	(+) ০৩ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(-) ০১ মি. ৪৮ সে.	৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(-) ০১ মি. ০০ সে.	(-) ০২ মি. ৪২ সে.	৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০৮ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৪১	মেহেরপুর	(+) ০৬ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০০ মি. ৩৬ সে.	৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ০০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
১১	নেত্রকোনা	(-) ০১ মি. ২৪ সে.	(-) ০১ মি. ২৪ সে.	৪৩	বরিশাল	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০০ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ১২ সে.	(+) ০১ মি. ১৮ সে.	৪৪	ঝালকাঠি	০০ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৪২ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১২ সে.	৪৫	পিরোজপুর	(+) ০০ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ২৪ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ১৮ সে.	৪৬	পটুয়াখালী	(-) ০১ মি. ০৬ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(-) ০০ মি. ২৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩৬ সে.	৪৭	বরগুনা	(-) ০০ মি. ১২ সে.	(+) ০২ মি. ২৪ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.	৪৮	ভোলা	(-) ০২ মি. ০৬ সে.	(-) ০০ মি. ০৬ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ০২ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(-) ০৬ মি. ৩০ সে.	(-) ০৪ মি. ৩৬ সে.	৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ০৯ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(-) ০৭ মি. ০০ সে.	(-) ০৫ মি. ১২ সে.	৫১	নওগাঁ	(+) ০৬ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ০৭ সে.
২০	খাগড়াছড়ি	(-) ০৭ মি. ৪২ সে.	(-) ০৫ মি. ১২ সে.	৫২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ০৬ সে.	(+) ০৮ মি. ০০ সে.
২১	বান্দরবান	(-) ০৮ মি. ০০ সে.	(-) ০৬ মি. ০০ সে.	৫৩	বগুড়া	(+) ০৫ মি. ০৬ সে.	(+) ০৩ মি. ০০ সে.
২২	কক্সবাজার	(-) ০৮ মি. ৩০ সে.	(-) ০৪ মি. ৫৪ সে.	৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
২৩	নোয়াখালী	(-) ০৪ মি. ১২ সে.	(-) ০৩ মি. ৫৪ সে.	৫৫	পাবনা	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ০৩ সে.
২৪	ফেনী	(-) ০৪ মি. ১৮ সে.	(-) ০৩ মি. ৩৬ সে.	৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(-) ০৩ মি. ১২ সে.	(-) ০১ মি. ৪৮ সে.	৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৭ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০৯ সে.
২৬	কুমিল্লা	(-) ০৪ মি. ১৮ সে.	(-) ০৩ মি. ০০ সে.	৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৯ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০৭ সে.
২৭	চাঁদপুর	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ০৬ সে.	৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ১০ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০২ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(-) ০৩ মি. ০০ সে.	(-) ০৩ মি. ৪২ সে.	৬০	রংপুর	(+) ০৬ মি. ০০ সে.	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.
২৯	সিলেট	(-) ০৫ মি. ০০ সে.	(-) ০৬ মি. ৪৮ সে.	৬১	গাইবান্ধা	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(-) ০৩ মি. ০০ সে.	(-) ০৫ মি. ৪২ সে.	৬২	লালমনিরহাট	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(-) ০৫ মি. ০০ সে.	(-) ০৬ মি. ৩০ সে.	৬৩	নীলফামারী	(+) ০৭ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(-) ০৩ মি. ১৮ সে.	(-) ০৪ মি. ১৮ সে.	৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ০০ সে.

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ফেব্রুয়ারি-২০২৬ মাসের সময় অনুযায়ী।

লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইনাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক



হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা
প্রদানের মানসিকতা নিয়ে
আপনার কাজিত স্বপ্ন
হজ্জ পালনে আমরা
আন্তরিকভাবে আপনার
পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর
হাজীদেবর ভালোবাসায়
আমরা সফলতা ও
সুনাংের সাথে
পথ চলছি অবিরত

স্বত্বাধিকারী

মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ

কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খটীব, পেয়লাওয়াল জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- ❑ রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্জ পালন।
- ❑ সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- ❑ হজ্জ ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্জ ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- ❑ প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্জ গাইড হিসেবে হাজীদেবর সাথে প্রেরণ।
- ❑ হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- ❑ মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- ❑ হাজীদেবর চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- ❑ খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।



মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস



সরকার অনুমোদিত হজ্জ, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্জ লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭ম তলা (লিফটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদেবর ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

আসসালামু আলাইকুম । আহলান ওয়া সাহলান । ইন শা-আল্লাহ
 দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান
 তাওহীদ ও সূন্যহাভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান



কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম
 ঋণ দিবে? তাহলে তিনি তা
 বহুগুণে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন
 এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম
 পুরস্কার । সূরা আল হাদীদ- ১১

“নিশ্চয়ই সাদাকাহ আল্লাহর
 ক্রোধ নিবারণ করে এবং
 মন্দ মৃত্যু দূর করে ।”

সুনান তিরমিযী- ৬৬৪



আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা | আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা |
| ইয়াতীমখানা পরিচালনা | দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ |
| দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন | গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ |
| নওমুসলিম পুনর্বাসন | মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা |
| প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন | মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা |
| সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন | কারিগরি কলেজ প্রকল্প |
| সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ | ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা |
| আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা | বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প |
| পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ | আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (IIUSTB) পরিচালনা |
| অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম | শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা |
| আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন | ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প |



বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৩ কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

02 22 445 8551, 01933355901 | jamiyat1946.bd@gmail.com | www.jamiyat.org.bd

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং
 হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত